ভাষাপথিক হরিনাথ দে



হরিনাথ দে

ভাষাপথিক হরিনাথ দে

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

অভী প্রকাশন

Bhāṣāpathika Harināth De / Sunil Bandyopadhyay

প্রকাশক :
সঞ্জীবকুমার বসু
১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড
কলিকাতা ১

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

মুদ্রক :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

দিদিমা

শ্রীপ্রভাবতী মুখোপাধ্যায়কে

কথামুখ

আচার্য হরিনাথ দে সম্পর্কে সত্যাসত্য বহুবিধ কাহিনী অদ্যাবধি প্রচলিত—যথা, উনত্রিশ থেকে ছত্রিশটি ভাষার সুনিপুণ অধিকারী; মদে চূড়ান্ত আসক্ত; উচ্ছৃঙ্খলতার জলন্ত প্রতীক; ইত্যাদি। এমতো প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অভ্যস্ততায় একদা জন্ অ্যালিগ্‌জ্যাণ্ডার্ চ্যাপ্‌ম্যান্ (John Alexander Chapman)-এর *The Character of India (a reply to Mother India)*[1] বইটি আমি হাতে পাই। এই গ্রন্থটি পাঠে হরিনাথের অনন্যসাধারণ ভাষাজ্ঞান এবং ইম্‌পিরিয়াল্ (অধুনা ন্যাশ্‌ন্যাল্) লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁর ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডির খণ্ডিত অংশগুলি আমাকে আকৃষ্ট করে। অতঃপর নিতান্তই ব্যক্তিগত কৌতূহলবশতঃ তাঁর জীবন ও মনীষা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্যে কতিপয় কুলীন গ্রন্থাগারে যাতায়াত শুরু করি। এবং তথ্যানুসন্ধানসূত্রে এক বিস্ময়কর ব্যাপার ক্রমেই আমাকে অভিভূত করতে থাকে। আমি লক্ষ্য করি যে 'হরিনাথ দে'—এই নামটির অস্তিত্ব ওইসব গ্রন্থাগারের লেখক তালিকায় প্রায়শঃ অনুপস্থিত! আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, বিদেশী ভাষাচর্চায় নিরত আমাদের দেশের অনেক প্রবীণ ব্যক্তিও এই বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত সম্পর্কে কার্যতঃ অজ্ঞ।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে য়ুরোপীয় ভাষাবলীতে ভারতীয় পণ্ডিতদের প্রবেশ সম্পর্কিত আলোচনায় আমি হরিনাথের ভাষাজ্ঞানের, বিশেষতঃ লাটিনে তাঁর বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তির কথা প্রায়ই উল্লেখ করে এসেছি। চ্যাপ্‌ম্যান্ সাহেবের উপর্যুক্ত গ্রন্থটি পাঠে জানা যায়: "If you quoted a line from any Latin play he could generally give you the next one!" লাটিন নাটকে হরিনাথের এমতো অসামান্য অধিকার ছিল শুনে অনেকেই দেখেছি বেশ একটু বিচলিত হয়েছেন। এবং তাঁরা যখন আরও শুনেছেন যে কেম্‌ব্রিজের ক্রাইস্ট্ বা ক্রীস্ট্ কলেজের ছাত্রাবস্থায় হরিনাথ লাটিন ও গ্রীকে কবিতা লিখে লোভনীয় সব পুরস্কার লাভ করেছিলেন তখন তাঁরা প্রায় হতবাক্ হওয়ার উপক্রম করেছেন। এঁদের এই চিত্তবিক্ষেপের দোষ দেওয়া অন্যায়। লাটিন ও গ্রীকের মতো সুকঠিন ভাষায় একজন

ভারতীয়ের অবলীলাক্রমে কাব্যরচনার কথা যথার্থই বিস্ময়ের। বস্তুতঃ বিদে যে-কোনও একটিমাত্র ভাষায় প্রবেশ করতে যেকালে প্রাণপাত পরিশ্রমকে অবনতমস্তকে মেনে নিতে হয়; সেক্ষেত্রে একুশ বছরের এক ভারতীয় তরুণে লাটিন ও গ্রীকে মৌল কবিতা লিখে কৃতিত্ব অর্জন সাধারণ ধীশক্তিসম্প সামাজিকের পক্ষে অভাবনীয়! বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে হরিনাথ প্রতিভ সম্বন্ধে এই যে বিস্ময় ও অবিশ্বাস আমি দেখেছি, 'ভাষাপথিক হরিনাথ দে' ত দূরীকরণের এক অন্যতম[১] প্রয়াসমাত্র।

ন্যাশন্যাল্ লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, প্রেসিডেন্সি কলেজ (কলাবিভাগীয়) গ্রন্থাগার সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরি, সেন্ট্ জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা, ভারত সরকারের জাতীয় মহাফেজখানা, ক্রাইসট্ কলেজ, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয় পারি বিশ্ববিদ্যালয়, একোল্ নাশিওনাল্ দে ল্যঙ্গ্ জ্ ওরিয়ঁ্যাতাল্ ভিভাঁত্ রয়্যাল্ এশিয়াটিক সোসাইটি, ব্রিটিশ্ ইন্‌ফ্যরমেশ্‌ন্ সার্ভিস্, জাপান ইন্‌ফ্যরমেশ্‌ন্ সেণ্ট্যার্, আঁবাসাদ্ দ্য ফ্রাঁস্ আঁন্ ঈ্যাদ্ প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় সংগ্রহাগার থেকে আমি আহরণ করেছি প্রয়োজনীয় উপকরণাদি এবং পেয়েছি সহায়তা; এঁদের কাছে আমার ঋণের পরিমাণ অপরিসীম।

হরিনাথের স্বজন, ছাত্র এবং বহু বিদ্বজ্জন এ বিষয়ে আমাকে উপকৃত ও উৎসাহিত করেছেন। এই সুযোগে তাঁদের সেই সাগ্রহ সহযোগিতা ও সহৃদয়তার কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। গ্রন্থরচনা ও প্রকাশকালের এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এঁদের কয়েকজনের আকস্মিক মৃত্যু আমাকে প্রবলভাবে স্পর্শ করেছে। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র (হরিনাথের মাতুলপুত্র),[২] ব্যারিস্টার অরুণ সেন

(হরিনাথের ছাত্র),[১] অধ্যাপক তারকনাথ সেন,[২] অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোশম্বী (হরিনাথের শিক্ষক তথা সুহৃৎ ধর্মানন্দ কোশম্বীর অত্যুজ্জ্বল সন্তান যাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের ক্ষতি অপরিমেয়), অধ্যাপক ডঃ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ (যাঁর অস্বাভাবিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে আজও উভয় বাংলার সংস্কৃতিবান্ মানুষ মুহ্যমান), ডঃ বিমলাচরণ লাহা, অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, মৃণালিনী সেন এবং সুহৃদ্বর অমলেন্দু রায়ের অকালমৃত্যুর কথাও এই মুহূর্তে আবার আমার মধ্যে সংক্রমিত হচ্ছে যাঁরা আমার এই গবেষণাকর্ম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দেখলে নিঃসন্দেহে উৎফুল্ল হতেন।

ডঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক (হরিনাথের ছাত্র), অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীমহাদেবপ্রসাদ সাহা, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিনয় ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, অধ্যাপক ডঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু, অধ্যাপক ডঃ শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, মাননীয়

বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীশিবদাস চৌধুরী, শ্রীরাধারমণ মিত্র, ভারতে মহামান্য পোপের প্রতিনিধি মাননীয় শ্রীজেম্‌স্ রবার্ট নক্স (James Robert Knox), মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী, ডঃ শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবি. এস্. কেশবন, অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ, শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীঅরুণ সান্যাল, শ্রীধনঞ্জয় দাশ, শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীস্বপন মজুমদার, শ্রীঅমল আচার্য, শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য, শ্রীহীরেন বসু, ডঃ শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত, ডঃ শ্রীশীতাংশু মৈত্র, শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, শ্রীতরুণ সরকার, অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅসিত চক্রবর্তী, শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীচিন্তামণ বামন দাতার, শ্রীসৈয়দ মুকিতল হাসান, শ্রীঅলোক ঘোষ (হরিনাথের দৌহিত্র), শ্রীকিরণবিহারী ঘোষ (হরিনাথের ভাগিনেয়), অধ্যক্ষা শ্রীলতিকা ঘোষ, শ্রীবিভা রায়, শ্রীআভা বসু (হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী) এবং আরও অনেকের কাছে নানাবিধ নির্দেশাদি ও সহযোগিতালাভে আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি শ্রীনির্মল ঘোষ, শ্রীরমেশ ঘোষাল, শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু, শ্রীপ্রণব ঘোষ (হরিনাথের দৌহিত্র), শ্রীজ্যোতি রায় ও শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা বারংবার স্মর্তব্য।

বিদেশীনামের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে প্রচলিত পদ্ধতির আমি কিঞ্চিৎ পরিবর্তনসাধনে চেষ্টিত হয়েছি। বস্তুতঃ আচার্য হরিনাথের নামটি আমাদের দেশে আজও যেকালে বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিতের প্রতিশব্দেই উপমিত, তাই তাঁর জীবনীরচনায় যতদূরসম্ভব মূল উচ্চারণরীতি তথা অনুলিখন অনুসরণ করাই যে অধিকতর সমীচীন সে সম্পর্কে সমনস্ক পাঠকের সম্ভবতঃ প্রতর্কের কোনও অবকাশ নেই। যদিও এমতো দুরূহকর্মে ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া আদৌ আশ্চর্য নয় ; বিশেষতঃ মুদ্রণসমস্যাহেতু যখন বর্তমান গ্রন্থে কোনও diacritical mark ব্যবহার করা সম্ভবপর হল না।

'পরিশিষ্ট—৫'-এ সন্নিবেশিত আমাকে লিখিত পত্রগুলি হরিনাথ প্রসঙ্গে কয়েকটি ভিন্নধর্মী চিন্তার উদাহরণ হিসেবে এবং ভবিষ্যতের গবেষকদের নিকট মূল্যবান্ বিবেচনায় সংযুক্ত ; যদিচ উক্ত চিন্তাধারার সঙ্গে মতামতের ক্ষেত্রে আমার মতৈক্য ও মতানৈক্য এ গ্রন্থের পাঠকবর্গের কাছে অপরিজ্ঞাত থাকবার কথা নয়।

কথামুখ দীর্ঘ হলে পাঠকের বিরক্তিপ্রকাশ অনিবার্য এবং এ সত্যের যথাযথ অবগতি সত্ত্বেও বিষয়বৈরাগ্যে যেকালে আমার গভীর অনাস্থা সেহেতু প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্যের অবতারণায় আমি আগ্রহী। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পেরিয়ে হরিনাথের জীবনারম্ভের কাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁর মৃত্যুকালের সময়সীমার মধ্যে এই বঙ্গভূমি তথা বৃহত্তর ভারতবর্ষে তাঁর কর্মকাণ্ডের বিস্তার। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত যে এই বিশেষ কালের মধ্যে এদেশের জাতীয়-জীবনে নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পালা চলেছিল এবং অবশ্যই তার বিস্তারিত তরঙ্গে এদেশীয় বুদ্ধিজীবীমাত্রেই কোনও না কোনও অর্থে আবর্তিত হয়েছিলেন ; এইপ্রকার যোগাযোগের সূত্রে ব্যক্তি ও সমাজের যে সম্পর্কের দিক্ স্বভাবতঃই আবিষ্কৃত বা ব্যাখ্যাত হয়, তার সম্পর্কে আমার সজ্ঞান উদাসীন্য কোনও অর্থেই উক্ত সামাজিক সম্পর্কের দায়দায়িত্ব বিষয়ে অস্বীকৃতি নয়। কারণ আমিও মানি যে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক কোনও নাস্তিক্যেই একেবারে নস্যাৎযোগ্য নয়। কিন্তু নিতান্ত জড়বাদীর মতো যেহেতু উক্ত সামাজিক অবস্থাকেই আমি পরম নিয়ামকজ্ঞানে স্বীকার করি না তাই তার সঙ্গে ব্যক্তির জীবনবোধের জন্ম ও বিস্তারের অকারণ যোগাযোগের পক্ষপাতে উৎসাহী হতে আমার বাধে। অন্যপক্ষে ব্যক্তিকেই আমার নিয়ামক শক্তিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা দিতে আগ্রহ। সেকারণেই হরিনাথের জীবন ও কর্মকাণ্ডের সমগ্র কাহিনীকে আমার অপরিসীম গুরুত্বদানে তাঁর যে ব্যক্তিসত্তা প্রতিষ্ঠা পায়, তা সকল অর্থেই আধুনিক বিচারপদ্ধতি ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকেই প্রশ্রয় দেয়। কেননা কোনও সামাজিকের যে স্বাভাবিক দায়দায়িত্ব পালন করতে হয় একান্ত জীবনধারণের তাগিদে এবং তারই পরিণামে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, হরিনাথ তা থেকে ভিন্নতর মানুষ ছিলেন না এবং উক্ত দ্বন্দ্ব ও বিরোধাভাসে তাঁর মানসিকতাও যথারীতি ভারাক্রান্ত হয়েছে, রক্তাক্ত হয়েছে বারংবার। কিন্তু যে পরিশ্রমী নিষ্ঠায় সে নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে তিনি উঠে এসেছেন অন্য এক সূর্যালোকিত পার্থিব সত্যে ; সেখানেই তাঁর যথার্থ ব্যক্তিসত্তার উদ্বোধন এবং এই উদ্বোধনেই তিনি অনন্য, তিনি পৃথক এবং তিনি হরিনাথ। আমার প্রয়াস এই হরিনাথকেই আবিষ্কারের, এই হরিনাথকেই উপস্থাপনার।

পরিশেষে বলা যায়, এতকাল এই ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর সম্পর্কে একটি গ্রন্থরচনায় যে অনীহা ও ঔদাসীন্য লক্ষিত হয়েছে আমার এই প্রয়াস তা

অতিক্রমে কাঙ্ক্ষিত; এবং এই পণ্ডিত ও মনস্বী পুরুষের জীবন ও মনীষার বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে বাঙালী পাঠককে যৎসামান্য ওয়াকিফ্হাল করার প্রাথমিক তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহমাত্র। ভবিষ্যৎকালে কোনও গুণিজন যদি এ বিষয়ে তৎপর হন এবং একটি সুসম্পূর্ণ গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন তবেই আমার এই প্রচেষ্টা পথিকৃতের মূল্য পাবে।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রপরিচিতি

ভাষাপথিক হরিনাথ দে

Immortalis est ingenii memoria

সেনেকা

আচার্য হরিনাথ দে আজ শুধু জনশ্রুতির বিষয়মাত্র। তিনি তাঁর কালে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত ও ভাষাবিদ্ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে এই মহামূল্য জীবন নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার আগেই প্রতিভার এমন অনেক চমকপ্রদ নিদর্শন রেখে গেছে যাতে আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট না হয়ে উপায় থাকে না। এই বহু-ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও পরম উদারচেতা ব্যক্তি সম্বন্ধে দেশীবিদেশী বহু মূল্যবান্ গ্রন্থে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তাঁর ওপর কোনও নির্ভরযোগ্য গবেষণায় রত হওয়ার ব্যাপারে আমরা অনীহ ও উদাসীন। পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ভাষাগুলিতেই তাঁর যথার্থ প্রবেশ ও ব্যুৎপত্তি ওদেশেরও যে-কোনও প্রথম শ্রেণীর ভাষাবিদেরই পরম বিস্ময়ের বস্তু ছিল। এবং ভাবলে আরও আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে তাঁর পক্ষে কি করে এই স্বল্পায়ু জীবনে সম্ভবপর হয়েছিল আবার প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণায় যথাযথ মনোনিবেশ করা!

আর অপরিসীম পাণ্ডিত্যেই নয়, অশেষ বিনয় ও নিঃস্বার্থ দানেও হরিনাথ ছিলেন অতুলনীয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পর এদেশে হরিনাথের মতো হৃদয়তা বড় একটা দৃষ্ট হয় না। কন্যাদায়গ্রস্তের প্রতি করুণা আমাদের সমাজে বিরল নয়। কিন্তু হরিনাথের মতো আপন সংসারের আগামীকালের সমস্যার জন্যে মুহূর্তমাত্র বিব্রত বোধ না করেই একেবারে কপর্দকশূন্য হয়ে বিপন্নের প্রতি দায়িত্ব বহনের মহানুভবতা আমাদের দেশেও বোধহয় বিরল। অসংখ্য দুঃস্থ ছাত্র ও দুর্গত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা মাফিক সাহায্য করা ছাড়াও সমসাময়িক অনেক দেশীবিদেশী গুণিজনকেই তিনি আশ্রয়দানে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে পালি ভাষাতে দিক্পাল পণ্ডিত ধর্মানন্দ কোশম্বীর নাম উল্লেখযোগ্য যিনি পরবর্তীকালে প্রখ্যাত মার্কিন সংস্কৃতজ্ঞ চার্লস্ রক্ওয়েল্ ল্যান্ম্যান্ (Charles Rockwell Lanman)-এর পালির শিক্ষক ছিলেন। এই পণ্ডিত প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে পুনরায় গৃহী হওয়ার সঙ্কল্প করায় দীর্ঘদিন হরিনাথের

৭৮ ধর্মতলা স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে পরম আত্মীয়ের ন্যায় কাটাতে পেরেছিলেন।[১] ওগ্যুস্ত্ ফর্তিএ (Auguste Fortier) নামে কানাডাবাসী এক ফরাসী লেখককে হরিনাথ তাঁর ৩০ বাহির মির্জাপুর রোডের (বর্তমানে হরিনাথ দে রোড) বাড়ির কাছাকাছি একখানি পুরো বাড়ি নিজ ব্যয়ে ভাড়া করে দিয়েছিলেন। ফর্তিএ সাহেব হরিনাথের উৎসাহ ও প্রেরণাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কিছু রচনার ফরাসীস তরজমা ছাড়াও *Journal of the Moslem Institute, The Herald* প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। আর নিছক বিদ্যাচর্চা ও গুণবান্‌দের গুণগ্রাহিতাই নয়, সরল সাদাসিধে জীবনচর্যাতেও আচার্য হরিনাথ বাঙালীর দৃষ্টান্তস্থল। বারো বছরের কৈশোর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত য়ুরোপীয়দের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও নিজের বাড়িতে তিনি সামান্য ধুতি পরিহিত একান্ত বাঙালীই ছিলেন।[২]

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় যে-ভারতীয় ছাত্রটিকে অধ্যাপক এফ্. জে. রো (F. J. Rowe) 'Cicero' নামে আখ্যাত করেন;[৩] উত্তরকালে তিনি উক্ত আখ্যার মর্যাদা যথার্থই অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, হরিনাথের সামনে যে-কোনও লাটিন নাটক থেকে একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করলে পরের পঙ্‌ক্তিটির জন্য সাধারণতঃ আর কিতাব ওলটানোর প্রয়োজন হত না।[৪] প্রসঙ্গক্রমে হয়তো বা আমাদের স্বনামধন্য ইতালীয় ভাষাবিদ্ ইনিয়াৎসিও দে রোস্‌সি (Ignazio de Rossi)-র সেই অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পর্কিত

বিবরণীটি মনে পড়তে পারে।[১] একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃতের কোনও একটি প্রশ্নপত্র অযথা দুর্বোধ্য হওয়ায় হরিনাথ তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিগ্‌গজেরা অবশ্য এই প্রতিবাদে কোনও প্রকার আমল না দিয়ে তাঁর সংস্কৃতজ্ঞানের প্রতিই যথেষ্ট কটাক্ষপাত করেন।[২] আমাদের দেশের এই পণ্ডিতম্মন্যেরা সম্ভবতঃ সঠিক জানতেন না যে কেম্‌ব্রিজে থাকাকালীন হরিনাথ শুধুমাত্র প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের পরিশীলনেই যত্নবান্ ছিলেন, না, প্রাচ্যের বিবিধ ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতচর্চাও অব্যাহত রেখেছিলেন তিনি। প্রসঙ্গতঃ একদা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, প্রাতঃস্মরণীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ এড্ওআর্ড বাইল্‌জ্ কাউএল্ (Edward Byles Cowell)-এর নাম উল্লেখ্য। এই প্রখ্যাত পণ্ডিতের কাছেই হরিনাথ কেম্‌ব্রিজে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও বিশেষতঃ ঋগ্‌বেদচর্চা করেন। এবং কাউএল্ সাহেবের মতো পণ্ডিতও তাঁর সংস্কৃতজ্ঞানের চূড়ান্ত স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[৩] পূর্বোল্লিখিত ঘটনার কিছু পরেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. পরীক্ষায় একই বছরে সংস্কৃতের দুটি শাখাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে তাঁর সম্পর্কে এদেশী সংস্কৃতজ্ঞদের অমূলক সন্দেহ ভঞ্জন করেন। যদিচ বলা বাহুল্য যে হরিনাথের ভাষাচর্চা নিছক বিশ্ববিদ্যালয়গত পরীক্ষায় সাফল্যলাভেই সীমিত ছিল না; ভাষার অন্তহীন রহস্যে তাঁর অনন্ত পরিক্রমণ ছিল আমরণ।[৪]

হরিনাথের ভাষাজ্ঞান-সম্পর্কিত কাহিনীগুলি প্রায় কিংবদন্তির পর্বায়ে পৌছেছে। তাঁর ছাত্র অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন: "একবার একজন আরবদেশীয় পণ্ডিত ভারত সরকারকে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাবটির বিষয় ছিল—তাঁর সঙ্গে যে-ব্যক্তি আরবী ভাষায় কথোপকথন করতে পারবেন তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। অধ্যাপক হরিনাথ দে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে সাড়া দেন এবং পুরস্কারটি লাভ করতে সমর্থ হলেন।"[১]* যে-ভারতীয় ভাষাবিদ্ পুরো একখানি আরবী অভিধানকেই আত্মস্থ করেছেন[২] এবং যিনি একই সঙ্গে সংস্কৃত ও আরবী ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে একজন পণ্ডিত ও একজন মৌলবীকে মুখে মুখে ব্যাকরণ-তত্ত্ব বলে যেতে পারেন[৩] তাঁর পক্ষে শুদ্ধ আরবী বলা কি খুবই বিস্ময়ের! হরিনাথ প্রসঙ্গে তাঁর এক প্রিয় ছাত্র ব্যারিস্টার অরুণ সেন আমাকে যেসব তথ্যাদি জানিয়েছেন (২৪ জুলাই ১৯৬৭) তা থেকে জানা যায়: "দে সাহেবের লাতিন ও গ্রীকে জ্ঞান ছিল অসাধারণ। এই দুই ভাষার বিপুল শব্দভাণ্ডার তথা প্রত্যেকটি শব্দের যথাযথ অর্থ ও সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রভৃতিতে তাঁর অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। এবং এই বিস্ময়কর ক্ষমতা অর্জন করা একজন প্রথম শ্রেণীর য়ুরোপীয় পণ্ডিতের পক্ষেও সম্পূর্ণ অসম্ভব। হেন্‌রি জর্জ লিডেল্ (Henry George Liddell) ও রবার্ট স্কট্ (Robert Scott) সংকলিত প্রকাণ্ড গ্রীক-ইংরেজী শব্দকোষের প্রায় প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ এবং বহুধাবিচিত্র ব্যবহার ও বিশ্লেষণাদি তিনি নির্ভুলভাবে বলতে পারতেন। আমি নিজে তা অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছি। একবার 'হোস্' শব্দটির ব্যবহার বিষয়ে জানতে চাইলে দে সাহেব উক্ত শব্দটির অসংখ্য প্রয়োগের প্রত্যেকটিই নির্ভুলভাবে বলে গেলেন। বাদ পড়ল শুধু একটিমাত্র ব্যবহার (লিডেল্-স্কট্ অনুযায়ী)। এরূপ অলৌকিক স্মৃতিশক্তি আমি কি স্বদেশে কি বিদেশে কোনও ভাষাবিদেরই দেখিনি। আর লাতিন ভাষায় দে সাহেবের চমকপ্রদ প্রবেশের কথা বলাই বাহুল্য। লুক্রেতিউস্ (Lucretius)-এর 'দে রেরুম্ নাতুরা'

(De Rerum Natura)-র এইচ্. এ. জে. মান্‌রো (H. A. J. Munro) কৃত সংস্করণে যে বিভিন্ন ভাষ্য ও পাঠ (ভারিআ লেক্‌তিও) আছে দে সাহেবের সেগুলি সব কণ্ঠস্থ ছিল। আমার মতে এই ধরনের অবিশ্বাস্য ব্যাপার একমাত্র দে সাহেবের পক্ষেই সম্ভব।...” আমরা ইংরেজ বিদ্বজ্জনের জবানিতে জানতে পারি যে হরিনাথ যখন নতুন কোনও ভাষাশিক্ষণে তৎপর হতেন তখন তিনি কিছু শব্দ বাদ দিয়ে একটি শব্দকোষকেই কয়েকবারের পাঠে আত্মসাৎ করতেন।[১] প্রসঙ্গতঃ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্ এক শ চোদ্দটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন (অন্ততঃ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ গাএতানো মিনারেল্লি [Gaetano Minarelli]-র সার্ভে তাই বলে) জুজেপ্পে কাস্‌পার্ মেৎসোফান্তি (Giuseppe Caspar Mezzofanti)-র কয়েক ঘণ্টায় নতুন একটি ভাষাশেখার সেই বিস্ময়কর কাহিনীটির উল্লেখ করা যায়।[২] রুশদেশীয় মহাপণ্ডিত ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ফেদোর্ ইপোলিতোভিচ্ শ্চের্বাৎস্কি (Fedor Ippolitovich Stcherbatsky), জাপানের খ্যাতনামা বিদ্যাবান্ ও ধর্মজ্ঞ ওতানি (Otani) প্রমুখ সমকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জনেরা হরিনাথের পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞানে মুগ্ধ হন।[৩] আর প্রখ্যাত গের্মনীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ রিখার্ট ফন্ পিশেল্ (Richard von Pischel) হরিনাথের সৌহার্দ্য ও বৈদগ্ধ্যে বিস্ময়ান্বিত হয়েই ব্যের্‌লিন্ থেকে আসছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।[৪]

হরিনাথ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই. ই. এস্. হন। ইংলণ্ড থেকে

সরাসরি কর্মে নিযুক্ত হয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে শিক্ষাবিভাগে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধ্যাপকজীবন শুরু করেন। এই সময় বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ মহ্‌তাবের সঙ্গে হরিনাথ পুনরায় য়ুরোপে যান। মহারাজার সঙ্গে পোপের সাক্ষাতের সময় দোভাষীরূপে হরিনাথ নাকি এমনই লাটিন বলেন যে একজন বিদেশীর মুখে লাটিনের মতো ভাষায় বিস্ময়কর দখল দেখে স্বয়ং পোপও বিমুগ্ধ হন।[২] হরিনাথের সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদও লক্ষ্য করা যায় না যেখানে তাঁর নাম অনুপস্থিত। শিক্ষাবিভাগে চাকরিকালীন হরিনাথের জীবনে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক হওয়া। ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির প্রথম গ্রন্থাগারিক জন্‌ ম্যাক্‌ফ্যার্‌লেন্‌ (John Macfarlane) অকস্মাৎ মারা গেলে হরিনাথই উক্ত পদ লাভ করেন। ম্যাক্‌ফ্যার্‌লেন্‌ সাহেবের পৃষ্ঠপোষক ভারতের বড়লাট জর্জ্‌ ন্যাথ্যানিএল্‌ ক্যার্জন্‌ (George Nathaniel Curzon) ইংলণ্ড থেকে হরিনাথের ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্তিতে তারিফ জানিয়েছিলেন।

ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময় থেকেই হরিনাথ বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এবং ক্রমান্বয়ে বিস্ময়কর অবদানের পর অবদানে আমাদের আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে সমৃদ্ধতর করতে থাকেন। পরবর্তীকালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যরূপে হরিনাথ ও তাঁর অপর দুই বিশিষ্ট বন্ধু—আব্‌দুল্লাহ্‌ অল্‌-মামুন্‌ সুহ্‌রাবর্দি এবং এ্যর্‌নস্ট্‌ টেওডোর্‌ ব্লখ্‌ (Ernst Theodor Bloch) যখন উক্ত সমিতির শান্ত পরিবেশে বসে আধুনিক চিন্তনের আলোকে উপনিষদের নতুন ভাষান্তরে যত্নবান্‌, ইতিহাস তখন ধীরে ধীরে এক হৃদয়বিদারক আখ্যানের পুনরাবৃত্তি ঘটায়! অনুরূপ সমবেত চেষ্টায় ওই মহৎ গ্রন্থের তরজমায় মনঃসংযোগ করাকালীন ভারতসম্রাট শাহ্‌জহানের সেই সাত্ত্বিক সন্তান দারাশিকোহ ও অপর দুজন পণ্ডিতের ভাগ্যে যে রহস্যময় নিষ্ঠুর পরিণতি ঘটেছিল, এখানেও তার অন্যথা হয়নি। তাঁদের জন্যেও দারাশিকোহ ও তাঁর সহকর্মী পণ্ডিতদের মতো পরিণাম অপেক্ষা করছে হরিনাথের এই করুণ স্বপ্ন কি নিদারুণভাবেই না সত্যে পরিণত হল![২] ব্লখ্‌কে অনুসরণ করে হরিনাথও অচিরে আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন।

এক

হরিনাথের জন্মের মাত্র চার বছর আগে এদেশে য়ুরোপীয় সংস্কৃতিচর্চার এক অধিভূ মাইকেল মধুসূদন দত্ত গত হয়েছেন। আর প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির এক পরম অনুরাগিণী তরু দত্ত তখন তাঁর নিদারুণ ব্যাধির কবলে প্রতিনিয়ত ক্ষয়িত হলেও শারীরিক অর্থে বর্তমান। হরিনাথের সময়ে আমাদের দেশে শুদ্ধ দেশীবিদেশী ভাষা ও সাহিত্যচর্চা বস্তুতঃ আদৃত ছিল। আজকের দিনে আমরা আর অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার জন্যে যাই না। কিন্তু তখনকার দিনে য়ুরোপীয় সংস্কৃতি পরিশীলনের উদ্দেশ্যেই এদেশী ছাত্রেরা ওদেশে যেতেন। এবং নিছক জ্ঞানান্বেষণের তাগিদেই তখন এদেশী পণ্ডিতেরা হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত আরবী, পারসীক প্রভৃতি বিভিন্ন সুকঠিন প্রাচীন ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভে মগ্ন থাকতেন। সুতরাং বলা চলে, উনিশ শতকী বাংলা দেশের বিশুদ্ধ বিদ্যা-চর্চা হরিনাথকে বিশেষভাবে প্রাণিত করে। তিনি যখন ছাত্রাবস্থায় তার অনেক আগে থেকে এদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক প্রবল আত্ম-প্রত্যয় ও ঐতিহ্যচেতনা লক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর মানুষেরা স্বদেশের ঐতিহ্য ও মহিমায় পরম গৌরবিত হয়ে স্বাজাত্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ হতে শুরু করেন। প্রচণ্ড পাশ্চাত্যপ্রীতির স্থানে এই যে নব্য জাতীয় চেতনার সূত্রপাত ঘটে তা নিঃসন্দেহে এদেশী অনেক কৃতবিদ্যের মতো হরিনাথকেও প্রভাবিত করে। তাই আমরা দেখি, য়ুরোপীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণ আত্মস্থ করেও পরবর্তীকালে তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাচ্যতত্ত্ব গবেষণায় আপন সত্তাকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে পেরেছেন। এবং এইখানেই তাঁর য়ুরোপীয় সংস্কৃতিচর্চার যথার্থ সার্থকতা। ইংরেজের তুখোড় শাগরেদি করে ও দুর্বল এক অনুচিকীর্ষায় ভুগে আমরা প্রাচ্যের মহৎ সংস্কৃতির উৎসমুখগুলি থেকে প্রায় নির্বাসিত থেকেছি। যে-আরবী সভ্যতা বিশ্বসংস্কৃতির পরিপোষণের গুরুদায় একদিন বহন করেছে তার কতটুকু পরিচয় আমাদের ছিল! রামমোহন রায়ের আরবী-পারসীকচর্চা সত্ত্বেও আরবী সভ্যতার অবদান সম্বন্ধে ইংরেজী শিক্ষায় দীক্ষিত তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে এক অপরিসীম অজ্ঞতা লক্ষিত হতে থাকে। আজও আমরা নিছক ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবেই হয়তো জানি যে আরবদের

কাছ থেকেই বিশ্ববাসী প্লাতোন্ (Platon), আরিস্তোতলেস্ (Aristotles) প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত চিন্তাবিদ্দের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়। কেম্ব্রিজে থাকাকালীন হরিনাথের আরবী-পারসীকে প্রগাঢ় অনুরক্তি এবং পরবর্তীকালে প্রাচ্যের এইসব সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার তথা মূল্যায়ন তাঁর প্রকৃত পণ্ডিতজনোচিত উদার মনোভাব ও সজ্ঞানতারই সাক্ষ্য বহন করে।

হরিনাথ যখন কেম্ব্রিজে তার অনেক আগে থেকেই য়ুরোপে ভাষাতত্ত্বে গবেষণামূলক কাজের ক্ষেত্রে একটা সার্বিক উতরোল শুরু হয়েছিল। য়ুরোপে ভাষাতত্ত্বে নতুন সব চিন্তন ও বিশেষতঃ বিশ্বভাষা পরিবারের শ্রেণীবিভাগের পটভূমিকায় হরিনাথের ভাষাচর্চা যথার্থ ফলপ্রদ হয়। আঠারো শতক থেকেই ওখানে ভাষাতত্ত্বে যে সমৃদ্ধি সূচিত হয়েছিল সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে অনিবার্য।

আঠারো শতকে এসেই ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণাতে যথার্থ তথ্যমূলক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাপরিপুষ্ট পদ্ধতিরীতি প্রবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যায়। এতকাল বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সংযোগের যে সূত্রটিকে শুধুমাত্র অলীক কল্পনার ওপর নির্ভর করে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা চলছিল তার পরিবর্তে সুসংবদ্ধভাবে তথ্যাবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হল। ভাষাতত্ত্বে এই নতুন অগ্রগতির প্রধান পুরুষ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক গট্‌ফ্রিট্ ভিল্‌হেলম্ লাইব্‌নিট্‌স্ (Gottfried Wilhelm Leibniz)-এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি হিব্রুকে অন্যান্য ভাষার আদিভাষা রূপে প্রমাণ করার ভিত্তিহীন প্রকল্পটির চূড়ান্ত সমালোচনা করেন। 'গেরোপীয়-বাদ'-এর নানা সংস্করণকে তিনি ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে চিরতরে নির্বাসিত করলেন। এবং ঝোঝেফ্ য়ুস্‌তুস্ স্কালিজে (Joseph Justus Scaliger)-র 'পারস্পরিকভাবে অসংযুক্ত' ভাষাগোষ্ঠীর প্রকল্পকেও তিনি গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। সমকালীন গবেষণালব্ধ উপকরণসমূহের ওপর নির্ভর করে লাইব্‌নিট্‌স্ একটি সুসম্পূর্ণ পদ্ধতিমূলক ভাষাতাত্ত্বিক বংশতালিকা রচনায় চেষ্টিত হন। ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে বেয়ারলিন্ আকাদমী থেকে তাঁর সুবিখ্যাত *Miscellanea Berolinensia* প্রকাশিত হল। এই গবেষণাপত্রে লাইব্‌নিট্‌স্ য়ুরোপীয়, এশীয় ও মিসরীয় ভাষাবলীর আদিভাষা হিসেবে একটি ভাষার প্রকল্প উপস্থিত করলেন। তাঁর এই বিশাল ভাষাতাত্ত্বিক পরিবেশকে আধুনিক গবেষণার আলোকে পাঁচ থেকে আটটি ভাষাগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। লাইব্‌নিট্‌সের ক্ষেত্রেও অবশ্য শেষপর্যন্ত আমরা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভাব অনুভব করি।

তৎসত্ত্বেও বলা চলে, তিনি যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ পর্যালোচনা করেন। তিনি গের্মানিক ভাষাগোষ্ঠী থেকে পারসীক ভাষার দূরত্ব যথাযথভাবে নির্ধারণ করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম দেখালেন যে একমাত্র 'ঈশ্বর' কথাটির ক্ষেত্র ছাড়া পারসীক ভাষাতে গের্মনীয় ভাষাঘটিত কোনও সৌসাদৃশ্য নেই। লাইব্‌নিট্‌সের গবেষণায় যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও বলা যায়, তাঁরই উদ্যোগে আঠারো শতকে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় অজস্র তথ্য পরিবেশিত হওয়ার অনুকূল পরিবেশ দেখা দেয়। এবং এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিস্বরূপ দ্বিতীয় কাটেরিনে (Catherine II)-র পৃষ্ঠপোষকতায় প্রখ্যাত গের্মনীয় পরিব্রাজক ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানী পেটার্ জিমোন্ পালাস্ (Peter Simon Pallas)-এর সম্পাদনায় য়ুরোপ ও এশিয়ার দু শটি ভাষার একটি সুবিপুল তথ্য আহরণীমূলক গবেষণা,—'পৃথিবীর সর্ব ভাষার তুলনামূলক শব্দকোষ' (*Linguarum totius orbis vocabularia comparativa*) ১৭৮৬-৮৭-র মধ্যে প্রকাশিত হল। এই আহরণীটির পরবর্তী সংস্করণে আফ্রিকা ও আমেরিকার অনেক ভাষাসম্পর্কিত তথ্যও সংযোজিত হয়। হিস্পানী জেসুইত্ পণ্ডিত লোরেনথো এর্‌বাস্ ই পানদুরো (Lorenzo Hervas y Panduro) এশিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার যে-সমস্ত অঞ্চলে মিশনরি হিসেবে কাজ করেছিলেন সেইসব স্থানের ভাষার বৈশিষ্ট্য তাঁর গবেষণার উপকরণ হয়। ১৮০০-০৫-এর মধ্যে তিনি তিন শ ভাষার এক অমূল্য জাদুঘর,—'যাবতীয় পরিচিত দেশের ভাষার বিবরণমূলক তালিকা' (*Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas*) আমাদের উপহার দিলেন। স্বনামখ্যাত গের্মনীয় ভাষাবিদ্ ইওহান্ ক্রিস্টফ্ আডেলুঙ্ (Johann Christoph Adelung)-এর মহার্ঘ গবেষণা *Mithridates* চার খণ্ডে তাঁর মৃত্যুর বছর (১৮০৬) থেকে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। এই গ্রন্থের শেষ পর্বগুলি ইওহান্ জেফেরিন্ ফাট্যার্ (Johann Severin Vater)-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে যখন এই গবেষণাবলীর শেষপর্বটি প্রকাশিত হল তখন ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় নব্যচিন্তনের ক্ষেত্রে এমতো মূল্যবান্ অবদানের খুব সামান্য প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। আডেলুঙের *Mithridates*এ যথেষ্ট ভুলত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পুরনো পদ্ধতি অনুসৃত ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় একটি বিরাট স্তম্ভ হিসেবে এই রচনাটিকে পরিগণিত করা যেতে পারে। প্রচলিত ভাষাবলীর তথ্য সম্পর্কে এই গ্রন্থ একটি খনিবিশেষ। তাছাড়া ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব

সম্বন্ধেও যে আডেলুঙের অবহিতি ছিল এই গবেষণায় তার অজস্র প্রমাণ মেলে। বিভিন্ন ভাষাকে তাদের ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতে আডেলুঙ্ আলোচনা করেছেন। এইসব ভাষাগুলির মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে সৌসাদৃশ্য ছিল তা তাঁর চোখ এড়ায়নি।

ভাষাতত্ত্বের আধুনিক মানে পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষিত হলেও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ওই রচনাগুলি ভবিষ্যৎকালে ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণায় বিপুলভাবে সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় যেসব নতুন তথ্য সংযোজিত হয় সেগুলির সাহায্যে মানবভাষাগোষ্ঠীর একটি বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করার সুযোগ উপস্থিত হল। বস্তুতঃ ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধীয় গবেষণার পরিধি প্রচণ্ডভাবে বিস্তৃততর হতে শুরু করে। প্রসঙ্গতঃ আউগুস্ট্ ফ্রিড্রিশ পট্ (August Friedrich Pott),[১] আউগুস্ট্ শ্লাইশের্ (August Schleicher)[২] ইওহানেস্ শ্মিট্ (Johannes Schmidt),[৩] কার্ল ব্রুগ্মান্ (Karl Brugmann),[৪] প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের রচনার কথা উল্লেখ করা যায়। বলা বাহুল্য এইসব ধুরন্ধর পণ্ডিতদের লেখা হরিনাথকে ভাষাতত্ত্ববিষয়ে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল।[৫]

য়ুরোপীয় ঐতিহ্য অনুসরণে আমরা দেখি যে পণ্ডিতেরা দীর্ঘকাল বিদেশী বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবগাহনে নিমগ্ন হয়েও উত্তরকালে সম্পূর্ণ আপন আপন দেশীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির নব মূল্যায়নেই যত্নবান্ হন; হরিনাথেরও স্বদেশী ভাষা বিনা ভাষাচর্চার আশা পূরণ হয়নি। তাঁর অমূল্য ভাষাজ্ঞান অবলম্বনে তিনি বঙ্গ তথা ভারতীয় তথা এশীয় ভাষায় বিবিধ রত্নকে বিশ্বের দরবারে যথাযথ উপস্থাপিত করার গুরুভারদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধদর্শনের ওপর এক প্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা রেভারেণ্ড ইয়ামাকামি সোগেন্

(Yamakami Sōgen) তাঁর *Systems of Buddhistic Thought*-এর মুখবন্ধে হরিনাথ সম্পর্কে লিখেছেন :

"First and foremost I should mention the late Harinath De, a greater scholar than whom it has seldom been my fortune to come across. He was an honour to his country, and his great linguistic gifts would have proved of invaluable service in what I consider to be the most important task which lies before Indian scholarship, namely the rediscovery of ancient Buddhistic works, lost in the original Sanskrit and now to be found only in Chinese and Tibetan versions. To him—alas! now passed away—I must record my deep debt of gratitude for help and counsel in my present work."[১]

হরিনাথের প্রাচ্যবিদ্যায় বিশেষতঃ সংস্কৃতচর্চায় মনোনিবেশ করার অনেক আগে থেকেই এদেশে-ওদেশে এ সম্পর্কিত বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও এ বিষয়ে বলা চলে, যথার্থ এক পরিবেশও গঠিত হয়েছিল। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এর কয়েক বছরের মধ্যেই এই সমিতির প্রধান পুরোধা উইলিয়ম্ জোন্জ্ (William Jones)-এর সেই অতিউক্ত ঐতিহাসিক পত্রটি প্রকাশিত হল। পত্রলেখক সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রীক, লাটিন, প্রাচীন পারসীক, গথিক, কেলটিক প্রভৃতি ভাষার বংশানুক্রমিক সম্পর্ক নির্ণয় করেন। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার এই ধারাতেই ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রণয়ন ও ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে এদেশে 'জেনরল কমিটি অভ্ পাব্লিক ইন্স্ট্রাকশ্ন্' স্থাপিত হয়। এই কমিটি প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের প্রকাশন এবং সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রভৃতিতে বহু টাকা ব্যয় করেন। তারপর প্রায় বারটি ভাষায় পারদর্শী এবং পঞ্চাশখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন (১৮৮৫)। বলা বাহুল্য এই সমিতি স্থাপন প্রাচ্যতত্ত্ব গবেষণার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সমিতি গঠনের পর থেকে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের অসংখ্য ধুরন্ধর পণ্ডিতের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাচ্যের

সংস্কৃতির বহুধাবিচিত্র উৎসমুখগুলি সম্পর্কে গবেষণা তথা যথাযথ মূল্যায়নের ধারাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত ইতিহাসগুলি ছাড়াও এদেশে সংস্কৃতচর্চার যেসব সার্থক প্রয়াস দৃষ্ট হয় তা নিঃসন্দেহে হরিনাথের নজর এড়ায়নি। প্রসঙ্গতঃ স্বনামপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রণেতা পাণিনির সময় সম্পর্কে হরিনাথের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে: "The first historical mention of Pānini, I think, occurred in a copper-plate grant of the seventh century A.D., which was edited, I think, by my distinguished countryman, Professor Ram Krishna Gopal Bhandarkar in the first volume of the *Indian Antiquary*."[১] এবং তাঁর য়ুরোপে যাওয়ার আগে থেকেই ওখানে সংস্কৃতচর্চার উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই য়ুরোপীয় সংস্কৃতচর্চার মোটামুটি ধারাটি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে ফ্রিড্‌রিশ্ ফন্ শ্লেগেল্ (Friedrich von Schlegel) 'ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞানচর্চা' (*Ueber die Sprache und Weisheit der Indier*) শীর্ষক গ্রন্থটি লেখেন। এই রচনা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি য়ুরোপীয়দের ঔৎসুক্য বর্ধন করা ছাড়াও ভাষাতাত্ত্বিক কতিপয় নতুন সিদ্ধান্তে আলোকপাত করে। পরবর্তীকালে এই গের্মনীয় পণ্ডিতেরই সহোদর আউগুস্ট ভিল্‌হেলম্ ফন্ শ্লেগেল্ (August Wilhelm von Schlegel) সংস্কৃত ভাষার ওপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে সুবিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্যাবিদ্ ফ্রানট্‌স্ বোপ্ (Franz Bopp) 'গ্রীক, পারসীক ও গের্মনীয় ভাষার তুলনামূলক বিচারে সংস্কৃত ধাতুরূপ' (*Ueber das Conjugationssystem der Sanskrtsprache in Vergleichung mit jonem der griechischen, persischen und germanischen Sprache*) নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করলেন। এই রচনার এক বৈপ্লবিক তাৎপর্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিভিন্ন ভাষার এই তুলনামূলক ভাষ্য প্রকাশের পর থেকে ভারতীয় বৈয়াকরণেরা য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হন। বস্তুতঃ এই সময় থেকে য়ুরোপে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও লক্ষ্য করা যায় না যেখানে সংস্কৃতের জন্যে একটি মর্যাদাপূর্ণ পদ অপরিহার্য ছিল না। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এই যে নব্যপরিচয় য়ুরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের ঘটল তার অভিব্যক্তি আজও অনুভূত হয়ে চলেছে। সুদূর মার্কিন মুলুকেও

কমপক্ষে বারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যয়ন শুরু হয়। প্রসঙ্গক্রমে অটো ব্যট্‌লিঙ্‌ক্ (Otto Boehtlingk) ও রুডোলফ্ রোট্‌ (Rudolph Roth)-এর নাম উল্লেখযোগ্য যাঁরা একত্রে সাতখণ্ডে প্রকাণ্ড এক সংস্কৃত শব্দকোষ প্রকাশ করেন। হের্‌মান্ গ্রাস্‌মান্ (Hermann Grassmann), ফ্রিড্‌রিশ্ মাক্স্ মূল্যার্ (Friedrich Max Mueller), উইলিয়ম্ ডোআইট্ উইট্‌নি (William Dwight Whitney), ইয়াকব্ ভাকের্‌নাগেল্ (Jacob Wackernagel), গেঅর্গ বূল্যার্ (Georg Buehler) প্রমুখ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের নামও বিশেষতঃ স্মরণার্হ। আপন আপন ক্ষেত্রে তাঁরা অসাধারণ অধ্যবসায় ও বৈদগ্ধ্য দেখিয়েছেন। বলা বাহুল্য হরিনাথ পূর্বোক্ত সংস্কৃতজ্ঞদের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বিলক্ষণই। এবং বস্তুতঃ এড্‌ওআর্ড বাইল্‌জ্ কাউএল্, রিখার্ট ফন্ পিশেল্, টি. ডব্লিউ. রীস্ ডেভিডজ্ (T. W. Rhys Davids), ফ্রেড্‌রিক উইলিয়ম্ টমাস্ (Frederick William Thomas), ঝেওর্‌ঝ্ তিবো (George Thibaut), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামাবতার শর্মা, সত্যব্রত সামাশ্রমী, বহুবল্লভ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতদের নিবিড় সান্নিধ্যে এসে তাঁর সংস্কৃতচর্চায় মনোনিবেশ সুদৃঢ় হয়। ঋগ্‌বেদ থেকে শুরু করে বহু মূল্যবান্ প্রাচীন গ্রন্থের ভাষান্তর ও সম্পাদনার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রগতির নতুন খাতে চালিত করার মানসিক ভিত্তি তাঁর এইভাবেই গড়ে ওঠে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আরবী, পারসীক প্রভৃতি ভাষাতেও হরিনাথের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এবং এইসব ভাষা থেকে বিভিন্ন মূল্যবান্ রচনার ভাষান্তর ও দুষ্প্রাপ্য সব গ্রন্থের পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বহুবিধ গবেষণামূলক কাজে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। আমরা সকলেই জানি, হরিনাথের জন্মের বহু পূর্বেই কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮০) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদ্রাসা স্থাপন এদেশে নবপর্যায়ে আরবী-পারসীকচর্চার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ওয়ারেন্ হেষ্টিংজ্ (Warren Hastings) স্বপ্রযত্নে এই বিদ্যাপীঠের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে বছরে ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করেন। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে, এদেশে আরবী ও পারসীকচর্চার প্রধান ঋত্বিক ছিলেন রামমোহন রায়। পরবর্তীকালে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ পারসীক গ্রন্থ 'তুহ্‌ফত্-উল্-মুওয়াহিদিন্' প্রকাশিত হলে তা এদেশে পারসীকচর্চার এক নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত করে। এই সময় 'জেনরল কমিটি অভ পাব্‌লিক ইনস্ট্রাকশন' কর্তৃক 'আবিসেনা' নামে এক আরবী গ্রন্থ

কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়।[১] কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিও অনুরূপ কাজে যথেষ্ট তৎপরতা দেখায়। এই প্রসঙ্গে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪) স্থাপনের কথাটিও উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীনকালে হেল্লাস্ ও পারসীকদের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল তা মূলতঃ রাজনৈতিক। পারসীকদের ধর্মের পুরোধাকে হেল্লেনেস্রা জোরোআস্তের্ (কিঞ্চিৎ বিকৃতভাবে) নামেও আখ্যাত করেছিল। কিন্তু বলা যেতে পারে, উনিশ শতকেই পারসীক সংস্কৃতিতে য়ুরোপীয়দের জ্ঞানের বিকাশ প্রসারিত হয়। অবশ্য যোড়শ শতকের শেষাশেষি এবং সতেরো শতকের শেষ বছরটিতে বিশেষতঃ কতিপয় আলোচনা এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করে।[২] তবে পারসীক ধর্মশাস্ত্রের মূলের সঙ্গে পরিচিতি সম্ভবপর হয়নি। পরবর্তীকালে এক তরুণ ফরাসী আঁকেতিল্ দ্যু পের্ঁ (Anquetil du Perron)-র দুঃসাহসিক সঙ্কল্প ও অনন্যসাধারণ মানসিকতার সার্থক ফলস্বরূপ পারসীক ভাষার এই পাঠ সম্ভবপর হয়। এই ফরাসী পণ্ডিত সাত বছর নিবিড়ভাবে পারসীকদের সঙ্গে কাটিয়ে কতিপয় পাণ্ডুলিপি হস্তগত করে স্বদেশে ফিরলেন। এবং তারপর আরও দশ বছর অক্সফোর্ডে গবেষণাকর্মে লিপ্ত থেকে ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে তিনি তিনখণ্ডে পারসীকদের ওই পবিত্র গ্রন্থ 'অবেস্তা'-র অনুবাদ (*Zend-Avesta ouvrage de Zoroastre*) করেন। যদিচ আমরা জানি, দ্যু পের্ঁর বিরুদ্ধ সমালোচকেরা তাঁর মৃত্যুর (১৮০৫) পরেও কিছুকাল পর্যন্ত তার বৈদগ্ধ্যকে সন্দেহজাল থেকে অব্যাহতি দেননি। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে রাস্‌মুস্ রাস্ক্ (Rasmus Rask) অবেস্তা ও ঈরানীয় ভাষার ওপর এক প্রামাণ্য ও প্রাজ্ঞ ভাষ্য প্রকাশ করেন। রাস্ক্ বহুকাল ধরে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্বে বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। অবেস্তার আরও দুটি মূল্যবান্ সংস্করণ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। নিল্‌স্ লুড্‌ভিক্ ভেস্‌ট্যার্‌গার্ড (Niels Ludvig Westergaard) রাস্কের পাণ্ডুলিপির ওপর ভিত্তি করে অবেস্তার এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেন। ভেস্‌ট্যার্-গার্ডের সম্পাদনায় ভাষাতাত্ত্বিক নৈপুণ্য এমনই সার্থকভাবে দৃষ্ট হয়েছিল যে তাঁর পরবর্তী গের্মনীয় সম্পাদক কার্ল এফ্. গেল্ড্‌নর্ (Karl F. Geldner)[৩]

১। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। কলিকাতা ১৯০৯।

২। Holger Pedersen : *Linguistic Science in the Nineteenth Century.* Cambridge 1931.

৩। গেল্ড্‌নর্ সাহেবের সঙ্গে হরিনাথের সৌহৃদ্য ছিল। ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদের জন্যে হরিনাথের আবেদনপত্রটিতে (১২ ডিসেম্বর ১৯০৬) অনেক যশস্বী পণ্ডিতের নামোল্লেখ দেখা যায় যাঁদের সঙ্গে আচার্য হরিনাথের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ।

তাঁর সংস্করণের ভূমিকায় ভেস্ট্যার্গার্ডের অপরিসীম প্রশংসা করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ গেল্ড্নারের এক মার্কিন ছাত্র এ. ভি. উইলিয়মজ্ জ্যাক্সন্ (A. V. Williams Jackson) ও গের্মনীয় পণ্ডিত ক্রিস্টিআন্ বার্টোলোমায়্ (Christian Bartholomae)-এর নাম স্মর্তব্য যাঁরা এ সম্পর্কে যথেষ্ট বিদ্যাবত্তা দেখিয়েছেন। তাই আমরা দেখি যে হরিনাথের য়ুরোপে যাওয়ার অনেক আগেই ওখানে পারসীক অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা নানারূপ উত্তরণের মাধ্যমে একটি সার্থকতর পর্যায়ে উপনীত হয়।

অতএব নিঃসন্দেহে বলা চলে, হরিনাথের কেম্ব্রিজ ও য়ুরোপের বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় পারসীক ভাষার ওপরও বহু নতুনতর তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেষ্ট হতে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে কেম্ব্রিজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক এ. এ. বেভ্ন্ (A. A. Bevan), আরবী ও পারসীক শব্দকোষপ্রণেতা এফ্. স্টাইন্গাস্ (F. Steingass) প্রমুখ পণ্ডিতদের সাদর সাহচর্য পেয়ে এবং এ. ফিশ্যর্ (A. Fischer), এড্ওআর্ড গ্র্যান্ভিল্ ব্রাউন্ (Edward Granville Browne), ডি, সি. ফিলোট্ (D. C. Phillott), ই. ডেনিসন্ রস্ (E. Denison Ross), রিজ্কুল্লাহ ফাতুল্লাহ আজন্ (যিনি আর্. এফ্. আজু নামেই সমধিক পরিচিত), আবু মুসা আহ্মদ-উল্ হক, মহম্মদ কাজিম সিরাজী, আব্দুল্লাহ অল্-মামুন সুহ্রাবর্দি প্রমুখ বিদ্যাবান্দের নিবিড় সংস্পর্শে এসে হরিনাথের পক্ষে এইসব ভাষায় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিত স্পষ্টতর হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, এশিয়া ও য়ুরোপের বহু পণ্ডিতের সঙ্গে বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন প্রসঙ্গে হরিনাথের পত্রালাপ ছিল।[১]

প্রাচ্যতত্ত্ব গবেষণায় হরিনাথের অসামান্য অনুসন্ধিৎসা লক্ষিত হলেও তিনি ছিলেন মূলতঃ ভাষাবিদ্।[২] পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান ভাষায় তাঁর নিদিধ্যাসন তথা পরিজ্ঞানের কথা বলাই বাহুল্য! কেম্ব্রিজের নমস্ত অধ্যাপকেরা তাই তাঁদের প্রিয় ছাত্রের বহুভাষায় বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তির কথা বারংবার উল্লেখ করার

সময় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে তাঁর প্রায় অনন্যসাধারণ নৈপুণ্যের কথাও অকপট চিত্তে স্বীকার করেছেন।[১] এবং বহুভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তিই তাঁকে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের সাহিত্য ও ইতিহাস অনুশীলনে যত্নবান্ হতে পুরোপুরি সাহায্য করেছে। তিনি যেন চেয়েছিলেন ভাষার জীবন্ত উৎসের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হতে! এবং যথার্থ ভাষাবিদ্ হওয়াতেই তিনি বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নে তৎপর হন। অঘোরনাথ ঘোষের লেখা থেকে জানা যায়: "তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ সাধ ছিল, বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বিবর্তন অনুসন্ধান করা; একথা তিনি নিজে আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন।"[২] বহুভাষায় মৌল কবিতা রচনার মাধ্যমেও তিনি বোধহয় ভাষার বিচিত্র ঐশ্বর্যের নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিজেকে মগ্ন রাখেন।[৩] পরবর্তীকালে ভাষাতত্ত্বকে নতুন চিন্তনে ঐশ্বর্যশালী করার মহৎ প্রয়াস তাঁর নিশ্চয়ই ছিল।[৪]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ নির্মাণে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক কাজের সূত্রপাতে এই কাজগুলির, বলা চলে, বিশেষ একটি ভূমিকা ছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ স্থৈর্যের অভাবেই এ বিষয়ে অপরিসীম জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি ভাষাতত্ত্বে মৌলিক কোনও অবদান রেখে যেতে অপারগ হলেন। এ প্রসঙ্গে হয়তো হরিনাথের সঙ্গে মেৎসোফান্তির তুলনা করা চলে। হোল্‌গ্যার্ পেডের্‌স্‌ন্ (Holger Pedersen) মন্তব্য করেছেন,—রোমাতে যে ভ্রমণকারীই আসতেন মেৎসোফান্তি তার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মাতৃভাষায় কথা বলতে পারতেন। যদিচ তিনি ভাষাতত্ত্বে কোনও মূল্যবান্ কীর্তি রেখে যেতে পারেননি।[১] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো আপন প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রচণ্ড প্রতিষেধক ক্ষমতা হরিনাথের ব্যক্তিত্বে লক্ষিত হয় না। প্রতিভার অবক্ষয়ে তিনি যেন মাইকেল মধুসূদন দত্তেরই সমগোত্রীয়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য আর একটি বিষয়ও বিবেচ্য। হরিনাথের সময়ে ভারতে ভাষাতত্ত্বের চর্চা, বলা যেতে পারে, বিস্তৃততর পটভূমিকা আহরণে অসমর্থ হয়েছিল। এদেশের প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *Linguistics in India* শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।[২]

কেম্‌ব্রিজ ও অন্যান্য কুলীন য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় হরিনাথ প্রাচ্যপ্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের পরিশীলনে অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করেন, এই তথ্যটি পূর্বেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে তৎকালীন য়ুরোপে প্রাচ্যতত্ত্ব গবেষণায় যে-বৈপ্লবিক চিন্তনের সূত্রপাত ঘটে তা তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন। তাই স্বদেশে ফিরে তিনি যখন সাহিত্যসাধনায় মগ্ন হন তখন তাঁর কাছে প্রাচ্যতত্ত্ব অন্বেষণই অধিকতর গুরুত্বলাভ করে। চৈনিক, তিব্বতী, সংস্কৃত, পালি, আরবী, পারসীক প্রভৃতি ভাষা থেকে বহু প্রাচীন কীর্তির উদ্ধার তথা মূল্যায়নে তিনি যত্নবান্ হয়েছিলেন। হরিনাথের এক ছাত্রের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে চৈনিক এবং তিব্বতী উৎস থেকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের এক পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনাও তাঁর ছিল।[১] তাছাড়া সাহিত্য সমালোচনার প্রচলিত ধারাকে তিনি একটি সুসংহত ও পরিণত পর্যায়ের দিকে চালিত করার প্রয়াস করেন। য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন হরিনাথের পক্ষে এদেশী কোনও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে তুলনা-মূলকভাবে দেশীবিদেশী অনুরূপ সব গ্রন্থের নির্দেশ তথা সাযুজ্যসিদ্ধি এদেশী সমালোচনার মানকে উন্নততর করেছে। উদাহরণস্বরূপ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'কালিদাস' গ্রন্থের হরিনাথ লিখিত 'ভূমিকা'-টি উল্লেখ্য।[২] হরিনাথের লেখার বিষয়বৈচিত্র্য অনুধাবনে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। ঋগ্‌বেদের অনুবাদ; সংস্কৃত ও আরবী ব্যাকরণ রচনা; ইংরেজী-পারসীক প্রকাণ্ড শব্দকোষ সংকলন; 'তারীখ-ই-নস্‌রৎজঙ্গী'-র সম্পাদনা; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এর তরজমা *Mémoire de M. Jean Law*র সম্পাদনা, কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ও সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'-র ভাষান্তর; ইব্‌ন্ বতুতার 'বাংলাদেশের বিবরণ'-এর অনুবাদ; 'লংকারতরসূত্র' ও 'নির্বাণব্যাখ্যানশাস্ত্রম্'-এর সম্পাদনা; তারনাথের 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস'-এর তরজমা; 'শাহ্ আলম্ নামা'-র সম্পাদনা; অমৃতলাল

বসুর 'বাবু' ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা'-র ভাষান্তর ; Macaulay's *Essay on Milton*, Macaulay's *Essay on Boswell's Life of Johnson* ও Palgrave's *Golden Treasury, Book IV*-এর অভিনব সংস্করণ ; বিভিন্ন জটিল বিষয়ে প্রবন্ধ ও ভাষ্য রচনা ; গ্রীক, আরবী, পারসীক, পালি, বাংলা, ফরাসীস, ইতালীয়, রুশ প্রভৃতি ভাষার কবিতার অনুবাদ—এমন কত না বহুধা কর্মে নিরত ছিল বিশ্বভাষাপথিক হরিনাথ প্রতিভা।

বিশ্ববিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করার যে সঙ্কল্প হরিনাথ করেছিলেন তা আকস্মিক এক দুর্বিপাকে অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে! হরিনাথের সমগ্র প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনার তালিকা প্রস্তুত করা যথার্থই অসাধ্যসাধন। অধুনালুপ্ত একাধিক পত্রপত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা ছড়িয়ে আছে। ডঃ আব্দুল্লাহ অল্-মামুন্ সুহ্‌রাবর্দি কর্তৃক হরিনাথের রচনাবলীর যে তালিকাটি উল্লিখিত হয়েছে তার প্রকাশ হয় *The Amrita Bazar Patrika*তে। তালিকাটি নিম্নরূপ :

"1. Decipherment of a number of copperplate inscription in Arabic.

2. Treatise on the builders of the Taj.

3. The date of Kalidasa.

4. The travels of Ibn Batuta.

5. Metrical translation of the Shakuntala.

6. Metrical translation of the Extracts from the Maithili poet Poet Vidyapati.

7. Extracts from Basavadatta—translation from Sanskrit.

8. Translation in French of Bankim Chandra's 'Krishnakanta's Will' (Novel.)

9. Saha-Alam-Nama.

10. Commentaries with the text of 'Journal de Monsieur Law'.

11. Notes on Macaulay's Essay on Milton.

12. Notes on Palgrarve's Golden Treasury, Book IV.

13. Notes on Typical Selections 1905.

14. Readings from Waverley Novels.

15. Pischel's Prakrita.

16. Some Publishing contributions in the Society's Journals.

17. Arabic Grammar.

18. Pali Dictionary.

19. Tibetan Dictionary.

20. Translation of Dinnag's Logic from the Tibetan (Part Published.)

21. Nagarjuna's Madhyamika Philosophy from the Chinese (Part Published).

22. A translation of the works of Travels of various Chinese Pilgrims who visited India about the time of Fa Hien, Hien Tsang and Itsing.

23. A Trilingual Edition of the Upanishads.

24. Several unpublished verses in French, English, Latin and Sanskrit."[১] *

এবং এমতো অসংখ্য সারস্বতকর্মে আপন প্রতিভাকেই শুধুমাত্র সমুদ্ভাসিত করে তোলা হরিনাথের আদৌ অভিপ্রেত ছিল না ; পক্ষান্তরে বহু বিদ্বজ্জনকে বিদ্যাচর্চার বহুধাবিচিত্র শাখায় তৎপর হতে সাধ্যমতো সদাসর্বদা সহযোগিতা করতেন তিনি। প্রসঙ্গতঃ ডঃ আব্দুল্লাহ অল্-মামুন্ সুহ্রাবর্দির মন্তব্যটি উল্লেখ্য।[২] কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক সুরেন্দ্র কুমার *Khuddaka-*

Pátha সম্পাদনায় হরিনাথের কাছে তাঁর অপরিশোধ্য ঋণের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন : "The *raison d'être* of this edition of the Pátha has been sufficiently explained in the general introduction to the work, and it would be needless, I belive, to repeat what has been said elsewhere. I take this opportunity, however, to acknowledge my indebtedness to Mr. Harinath De for his having very kindly gone through my proofs : I might almost confess that but for his kind help the present edition of the Pátha would never have been published."[১] ই. ডেনিসন্ রস্ তাঁর সম্পাদিত *The Persian and Turki Dîvâns of Bayram Khân, Khân Khanân*এর ভূমিকায় লিখেছেন : "Some years ago, however, Mr. Harinath De had the good fortune to discover a complete copy of Bayram Khân's Divâns which had been written, as the colophon tells us, for Bayram's son Abdur Rahim in A. H. 1014. Mr. De knowing my interest in the Turki language, very kindly handed this copy over to me, and I at once set to work at its transcription."[২] এবং এলিয়ট্ ওআল্টর্ ম্যাজ্ (Elliot Walter Madge) তাঁর *Henry Derozio : Eurasian Poet & Reformer*এর মুখবন্ধে হরিনাথের সহৃদয়তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন : "I desire to express my gratitude to Professor H. N. DÉ, M. A., of the Indian Edu cational Service, for his kindness in having this Lecture reprinted at his own expense."[৩]

দুই

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ অগস্ট চব্বিশ পরগনা জেলার আড়িয়াদহ গ্রামে হরিনাথের জন্ম। আড়িয়াদহ তাঁর মামারবাড়ি। তাঁর মা এলোকেশী দেবী আড়িয়াদহের উমাচরণ মিত্রের ছোট মেয়ে। হরিনাথের বাবা রায় ভূতনাথ দে বাহাদুর মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন। ভূতনাথের বাল্যকাল অবশ্য অত্যন্ত তরঙ্গসঙ্কুল ছিল। অতি অল্প বয়সেই তিনি তাঁর পিতামাতাকে হারান। চব্বিশ পরগনা জেলার বহড়ু গ্রামের দ্বারকানাথ ভঞ্জ নামে জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির আশ্রয়েই তাঁর কৈশোর ও যৌবনের কিছু অংশ কাটে। এবং এই ভঞ্জ মশায়ের বাড়ি থেকেই ভূতনাথের বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পকাল পরে সম্ভবতঃ তাঁর শ্বশুর মশায়ের প্রেরণায় ১৮৭৪-৭৫ খ্রীস্টাব্দে ভূতনাথ রায়পুরে চলে যান। পরবর্তীকালে রায়পুরের প্রখ্যাত আইনব্যবসায়ী হিসেবে তিনি প্রভূত প্রতিপত্তি ও অর্থোপার্জন করেছিলেন। অবশ্য তাঁর অর্জিত অর্থের অনেকখানিই ব্যয়িত হত নানাবিধ লোকহিতকর কর্মে। এ প্রসঙ্গে হরিনাথ লিখেছেন:

"That I come of a respectable family, and that my father, the late Rai Bhutnath De, Bahadur, M.A., B.L., of Raipur, Central Provinces, rendered many valuable services to the Government of the Central Provinces, in connection with the municipality, water-works, education, and famine relief—a fact which is known to many of the former Chief Commissioners of that province, including Sir Alexander Mackenzie, Sir Anthony Macdonnell, Sir Charles Lyall, Sir Bamfylde Fuller and His Honour Sir Andrew Fraser, at present Lieutenant-Governor of Bengal."[১]

হরিনাথ বছরখানেকের হলে এলোকেশী দেবী ছেলেকে নিয়ে রায়পুরে যান। তখনকার দিনে দেশের সর্বত্র রেলগাড়ির অবাধ চলাচল ছিল না। কলকাতা থেকে রায়পুর পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ পথ একাদিক্রমে গোরুর গাড়িতে

(relay car) অতিক্রম করতে হত। পথঘাটেরও তখন খুব উন্নত অবস্থা নয়। সেক্ষেত্রে অধুনা ঠেলাগাড়ির আকৃতিবিশিষ্ট শকটে (অবশ্য এইসব শকটে ছই থাকত) কোনরকমে দূর দেশে পাড়ি দেওয়া যে কত বিঘ্নসঙ্কুল ছিল তা সহজেই অনুমেয়। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এ প্রসঙ্গে যেসব তথ্যাদি জানিয়েছেন (৫ মাঘ ১৩৭৪) তা থেকে জানা যায়: "হরিনাথকে নিয়ে তাঁর মায়ের এই যাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দের মা'ও সহযাত্রিণী হিসেবে ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় এই সময় কর্মোপলক্ষে কিছুকাল রায়পুরে ছিলেন।" মায়ের সঙ্গে এই বিপৎসঙ্কুল পথে যাত্রাটি বুঝি বা পরবর্তী জীবনে হরিনাথের 'ভাষা-জননী'র সঙ্গে আমৃত্যু যন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র, সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাত্রারই প্রতীক ছিল !

হরিনাথের ছেলেবেলা রায়পুরেই কাটে। বছর পাঁচেক বয়সে তাঁর এক ভীষণ অসুখ হয়। বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। এমন কি একদিন খাট আনবার মতো অবস্থাও হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে কোনরকমে এই ভয়ানক ব্যাধির হাত থেকে হরিনাথ সে যাত্রা রক্ষা পান।

মায়ের কাছেই হরিনাথের শিক্ষারম্ভ। তখনকার দিনের মানে এলোকেশী দেবীকে রীতিমত শিক্ষিতা বলাই চলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে হিন্দী ও মরাঠি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ইংরেজীও তিনি জানতেন। ব্যাঙ্কের চিঠিপত্র ইত্যাদি তিনি নিজেই লিখতেন। হরিনাথের বিস্ময়কর ভাষাজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মায়ের এই ভাষাগত নৈপুণ্যের তাৎপর্য বোধহয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এর স্বপক্ষে বহু যুক্তি মেলে। মায়ের কাছেই হরিনাথের হাতে খড়ি হল। একদিন মা সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে করতে ছেলেকে বাংলা বর্ণমালার এক একটি করে অক্ষরগুলি চিনিয়ে দিয়েছিলেন। আর ছেলে অক্ষরগুলিকে চিনে নিয়ে একটুকরো কাঠকয়লা দিয়ে সারা বাড়ির মেঝে এমন কি দেওয়ালে পর্যন্ত অক্ষরগুলি লিখতে শুরু করলেন। একদিনেই বাংলা বর্ণমালা চিনে লেখা হয়ে গেল !

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হরিনাথ মোটেই তথাকথিত ভাল ছেলে ছিলেন না। যেমন অঙ্কশাস্ত্রে তিনি বরাবরই বেশ একটু কাঁচা ছিলেন। বিদ্যালয়ে অঙ্ক সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে না পারার জন্যে চূড়ান্ত অপমানকর শাস্তি হিসেবে বেঞ্চির ওপরে দাঁড়িয়ে তাঁকে খাতা বা বই নাকের ওপর চেপে রাখতে

হত। আর মাঝেমাঝে হুমকি আসত শিক্ষকের কাছ থেকে—'নাক্ পর্ চিপ্ কাকে রাখো।' তাই এইসব শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে স্কুল কামাই করে হরিনাথকে প্রায়ই 'কোম্পানির বাগিচা'য় বসে থাকতে দেখা যেত। মায়ের অতিরিক্ত শাসনেই হোক বা বাবার অত্যন্ত প্রশ্রয়েই হোক কার্যতঃ প্রাথমিক শিক্ষাজীবনে হরিনাথ ছাত্র হিসাবে যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখাতে পারেননি। প্রথম জীবনের এই ব্যর্থতার শোধ অবশ্য তিনি তুলেছিলেন পরবর্তীকালে প্রায় সারা জীবনব্যাপী প্রত্যেকটি পরীক্ষাতে।

একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ না করে পারা যায় না। হরিনাথের ক্লাসের সেরা ছেলে নাটু ছিল তাঁর বিশেষ বন্ধু। হরিনাথ একদিন নাটুকে তাদের বাড়িতে ডাকতে যান এবং লেখাপড়ায় অবহেলার জন্যে নাটুর বাবার কাছে বেশ অপমানিত হন। বন্ধুর বাবার কাছে এরূপ রূঢ় ব্যবহারে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। বাড়ি ফিরেই হরিনাথ নিজের বাবাকে ব্যাপারটা জানান এবং তারপর থেকে লেখা-পড়ায় যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে থাকেন। পিতাপুত্রে বলা চলে, এবার এক চুক্তিও হয়। চুক্তিতে ঠিক হল হরিনাথ মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবেন আর ভূতনাথও ছেলের পছন্দ অনুযায়ী যে-কোনও সময় যে-কোনও বই কিনে দেবেন। শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি নয় পুত্রবৎসল ভূতনাথ তৎক্ষণাৎ ছেলেকে নিয়ে সরাসরি ওখানকার বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা 'পার্শির দোকানে' যান এবং ছেলের কাছে নিজের প্রতিশ্রুতি কাজে প্রমাণ করলেন। বালক হরিনাথের শিক্ষাজীবনে এই ঘটনা এক আমূল পরিবর্তন ঘটায়। অঙ্কশাস্ত্রে কাঁচা হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে তাঁর নাম সমস্ত ছেলেদের আগেই দেখা যেত।

রায়পুরের মিশন্ স্কুলে হরিনাথের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা। দশ বছর বয়সে রায়পুরের নর্‌ম্যাল স্কুল থেকে তিনি উর্ধ্বতন প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে মিডল্ স্কুল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন হরিনাথ। এবং এই পরীক্ষায় তিনি একটি স্কলারশিপও লাভ করেছিলেন।[১]

বালক হরিনাথের সঙ্গে তাঁদের বাড়ির কাছে একটি মিশনরি প্রতিষ্ঠানের সৌহার্দ্যের কথা স্মর্তব্য। ছেলেবেলা থেকেই হরিনাথ এই মিশনরিদের নিবিড় সংস্পর্শে আসেন। এবং এঁদের প্রেরণায় অল্প বয়সেই তিনি ইংরেজী বাইবেলের এক হিন্দী তরজমা শুরু করেন।[১]

মিডল্ স্কুল পরীক্ষায় সাফল্যের পর হরিনাথকে কলকাতার রিপন্ স্ট্রীটে জনৈক ম্যাগ্‌রা সাহেবের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। তারপর ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ১ মে তাঁকে কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স (হিস্পানী উচ্চারণ খাভিএর্ এখানে বর্জিত হল) স্কুলে এনট্রান্স্ ক্লাসে ভর্তি করে দেওয়া হল। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে এই স্কুল থেকে হরিনাথ প্রথম বিভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স্ পাস করেন।[২] এই পরীক্ষার কিছু আগে হরিনাথ চক্ষুপীড়ায় সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী ছিলেন। এবং তাঁকে কলকাতার মেডিক্যাল্ কলেজে ভর্তি করা হয়। এ সময় লেখাপড়া তাঁর একেবারে বন্ধ থাকে। মাঝে মাঝে হরিনাথের পাঠের কিছু অংশ তাঁকে পড়ে শোনান হত মাত্র। এই পরীক্ষার ফল তাই তাঁর সন্তোষজনক হয়নি। অবশ্য এই পরীক্ষায় তিনি নাকি দ্বিতীয় শ্রেণীর (Second-Grade) একটি স্কলারশিপ

পেয়েছিলেন।[১] এ প্রসঙ্গে সঠিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের প্রধান শিক্ষককে আমি এক চিঠি লিখি। প্রধান শিক্ষক মশায় পত্রোত্তরে (৭ নভেম্বর ১৯৬৬) আমাকে নিম্নলিখিত তথ্যাদি জানিয়েছেন:

"According to our records in the School Calendars and Register, Mr. Harinath De (Date of birth: 12-8-1877) was admitted to the School Department on 1st May 1891 in the Entrance class (Standard IX). He passed the Entrance Examination in the First Division in 1892. It is most probable that he secured a Second-Grade Scholarship at the said Examination, but no record of it can be found here.

After passing the Entrance Examination, he joined our College Department on 27th June, 1893. In 1894 he passed the First Examination in Arts in the First Division. His name has been found as being in the 3rd year in the college records for 1894-95, but his attendance and marks record seems to be almost entirely missing. We presume he had left that year."

এনট্রান্স্ পরীক্ষার কিছু পরে তাঁর মায়ের আদেশে হরিনাথ দেওঘরে মায়ের গুরুদেব পঞ্চানন ভট্টাচার্যের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে নানা কারণে গুরুদেবের প্রতি হরিনাথের যথেষ্ট আস্থা ছিল না।

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক মশায়ের পূর্বোদ্ধৃত পত্রটি থেকে জানা যায় যে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি একটি সাধারণ (General) স্কলারশিপও লাভ করেন। *The Calcutta University Calendar* পরীক্ষা করলে আরও দেখা যাবে, মানের ক্রমানুসারে তাঁর নাম পনেরো জনের পরে উল্লিখিত হয়েছে। এবং লাটিন ও ইংরেজীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার সম্মানস্বরূপ তিনি ডাফ্ স্কলারশিপ লাভ করেছেন।[২] *The Calcutta University Magazine* পরীক্ষণেও উক্ত তথ্যের হদিস মেলে: "In the F. A. Examination the scholarships and prizes have been awarded as follows. The Duff

Scholars in Languages are Sarada Prosanna Das of the Presidency College, and Harinath De of the St. Xavier's College."[১] শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও অরুণ সেনের কাছ থেকে জানা যায় যে এফ্. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞান-বিষয়গুলি (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও অঙ্কশাস্ত্র) আবশ্যিক হওয়াই হরিনাথের নাম পনেরো জনের পরে থাকার প্রধান কারণ। কেননা বিজ্ঞান-বিষয়গুলিতে তিনি অত্যন্ত কম নম্বর পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পূর্বোক্ত পত্রটিতে উপর্যুক্ত তথ্যাদি যেহেতু অনুপস্থিত তাই অগত্যা আমি আর একটি চিঠিতে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যক্ষকে এ বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান করতে অনুরোধ জানাই। অধ্যক্ষ মশায় পত্রোত্তরে (২২ নভেম্বর ১৯৬৬) লেখেন: "Once more, we scrutinized our records to find out all that is entered about Harinath De.

In 1894, he passed in the first Division the First Arts Examination from this College; he was, that year, our only first Division (five second Divisions, 24 third Divisions); in those years, our College would have a first Division every other year or so, which shows Harinath De's merit; but I find no mention of a 16th place or a Duff Scholarship in English and Latin."

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে গরানহাটার বসু পরিবারে হরিনাথের বিবাহ হয়। তাঁর সহধর্মিণী শরৎশোভা দেবী ছিলেন পেট্রোকোচিনো ব্রাদার্সের ক্যাশিয়ার নন্দলাল বসুর একমাত্র কন্যা।

এফ্. এ. পরীক্ষায় সাফল্যের পর হরিনাথ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এই কলেজে একদিন ভাষাতত্ত্বের ক্লাসে এক কৌতূহলকর ঘটনা ঘটে। অধ্যাপক এফ্. জে. রো তাঁর ক্লাসে ভাষাতত্ত্ব পড়ানোর সময় w=gu—ভাষাবিশেষে এই পরিবর্তনের রীতি সম্পর্কে ছাত্রদের গুটিকয়েক উদাহরণ দেন। এবং ছাত্রদের এ সম্বন্ধে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতে অনুরোধ করেন। কোনও ছাত্রই এ বিষয়ে যথার্থ প্রস্তুত ছিলেন না। হরিনাথ অবশ্য অধ্যাপকের অনুমতিক্রমে বোর্ডে গিয়ে পূর্বোল্লিখিত

ভাষাতাত্ত্বিক রীতি অনুযায়ী লিখলেন : Rowe = Rogue। রো সাহেব পরম উল্লসিত হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। আর তারপর থেকে তিনি তাঁর এই ছাত্রটিকে 'Cicero' নামে অভিহিত করলেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ এই কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় লাটিন ও ইংরেজী অনার্সে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও চতুর্থ হন।[১] দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি নাকি এই পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে কৃতকার্য হতে পারেননি। তাই তাঁর অনার্স বিষয় দুটি থেকে কিছু নম্বর কেটে দর্শনশাস্ত্রে যোগ করে তাঁকে পাস করিয়ে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে একটি বিবরণী হরিনাথের ছাত্র অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের স্মৃতি-কথায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে : "১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ('১৯০৭' হবে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে হরিনাথ ১৯০৬ পর্যন্ত ছিলেন।) প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি আবার তাঁর সংস্পর্শে আসি। ভাষাগত ক্ষেত্রে তাঁর স্মৃতি ছিল তীক্ষ্ণ। কিন্তু নিজের ছাত্রদের স্মৃতিও তাঁর কম তীক্ষ্ণ ছিল না। মহামতিত্বের সঙ্গে এসে মিলেছিল মহানুভবতা—এ মিলন একান্তই দুর্লভ। আমি কলেজের অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছি; অকস্মাৎ অধ্যাপক দে আমার কাছে এলেন এবং আমাকে ধরে বললেন, 'আরে সুরেশ! তুমি এখানে?' আমার নামটা তাঁর ঠিক মনে ছিল। 'তোমার আনার্সের বিষয়গুলি কি কি?'—জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। যখন তিনি শুনলেন যে আমার অন্যতম অনার্সের বিষয় দর্শনশাস্ত্র তখন তিনি চীৎকার করে উঠলেন। 'ওই অর্থহীন বিষয়টি তুমি নিয়েছ? আমি তো ওতে অকৃতকার্য হয়েছিলাম।' বলেন কি সার্, 'আপনি অকৃতকার্য হয়েছিলেন? আপনি তো দুটি বিষয়েই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন; আর দুটি বিষয়েই আপনি তো প্রথম হয়েছিলেন।' (এ তথ্যেও কিঞ্চিৎ ত্রুটি বর্তমান। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হরিনাথ লাটিনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন বটে, কিন্তু ইংরেজী অনার্সে তিনি প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান লাভ করেন।) তিনি হেসে বললেন, 'হাঁ, দর্শনশাস্ত্রে আমার যে নম্বর কটি কম হয় তা আমার অনার্সের নম্বর থেকে কেটে এনে পুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'"[২] পরবর্তী জীবনে অবশ্য দর্শনশাস্ত্রে হরিনাথের যথেষ্ট অনুরাগ দেখা যায়।

এই সময় তিনি ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করছিলেন। ডাক্তার সেন তখন মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের ঠিক সামনে বিধান সরণীর ওপরে গাড়ীবারান্দাওয়ালা বাড়িটায় থাকতেন (অর্থাৎ যে-বাড়িটায় 'মহৎ আশ্রম' নামে একটি বিখ্যাত বোর্ডিং হাউস ছিল)। পরবর্তীকালে হরিনাথ এই বাড়িটা সম্পূর্ণ ভাড়া নিয়েছিলেন।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাটিনে এম্. এ. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।[১] এই পরীক্ষায় তিনি একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ *The Calcutta University Magazine*এ প্রেসিডেন্সি কলেজ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে: "The result of the M.A. Examination is out. Our College has passed 44 students, and stands first in English, Philosophy, Mathematics (B), Physics and Chemistry. We congratulate Mr. Harinath De of our college who, having passed his B. A. Examination only 8 months ago, appeared at the recent M. A. Examination in Latin, and has stood first in the first class, having secured as much as 77 per cent. of the maximum marks."[২] হরিনাথের এক ছাত্রের লেখা থেকে এ বিষয়ে আরও জানা যায়: "Professor Rowe used to call him, familiarly by the name of 'Cicero', and it is said that when he appeared at the M. A. examination in Latin he found mistakes in one of the papers set by no less a scholar than Professor Mann who was so struck by the young candidate's acquirements that he gave him full marks in that paper."[৩]

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জানুআরি হরিনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়নে ইতালীয় কাব্যসাহিত্যের সেরা ফসল দান্তে আলিগিএরি (Dante Alighieri)-র ওপর এক গবেষণাপত্র পাঠ করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন

অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ।[১] পরবর্তীকালে *Presidency College Register*এ হরিনাথ সম্পর্কে কিছু তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে।[২]

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে হরিনাথ ইংলণ্ডে যান ও কেম্ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন (জুলাই ১৮৯৭)। এবং এই বছরের ১৫ নভেম্বর এক বিশেষ ব্যবস্থাহেতু ক্রাইস্ট কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকে এম্. এ. পরীক্ষা দেন ও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন।[৩] এই পরীক্ষাতেও একটি স্বর্ণপদক লাভে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি। স্বনামধন্য অধ্যাপক চার্ল্‌জ্ এইচ্ টনি (Charles H. Tawney) এই গ্রীক পরীক্ষায় হরিনাথের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর টনি সাহেব তাঁকে যে প্রশংসাপত্রটি দিয়েছিলেন তাতে তিনি ওই পরীক্ষায় হরিনাথের নৈপুণ্যের সুখ্যাতি করেছেন।[৪]

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ ভারত সরকার প্রদত্ত স্কলারশিপ লাভ করেন। এই স্কলারশিপ অনুযায়ী বছরে দু শ পাউণ্ড হিসেবে তিনি তিন বছরে ছ শ পাউণ্ড লাভে সমর্থ হন। হরিনাথের আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচজন ছাত্র এই স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে যোগীন্দ্রনাথ দাস, আবদুল মজিদ, জে. প্লাটেল্ (J. Platel), অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ পাল।[১]

বাবার মনোবাসনা পুরণের আগ্রহে হরিনাথ আই. সি. এস্. পরীক্ষা দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু নির্ধারিত স্থান লাভে তিনি অসমর্থ হয়েছিলেন। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছ থেকে জানা যায় যে হরিনাথ এ বিষয়ে আর তৎপর হননি। অবশ্য এ সম্পর্কে সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত 'সরল বাঙ্গালা অভিধান'[২] এবং পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী[৩] মন্তব্য করেছেন,—আই. সি. এস্. পরীক্ষায় প্রথমবারে হরিনাথ সাফল্যলাভে অপারগ হয়েছিলেন বটে; কিন্তু দ্বিতীয়বারে তিনি এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এবং ঔপনিবেশিক নিয়োগ হিসেবে তিনি সিংহলে যৌথ শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। উত্তরকালে উপর্যুক্ত তথ্যাদি অনেককেই প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছে। বস্তুতঃ আশুতোষ দেব সঙ্কলিত 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান'-ও এর হাতে থেকে অব্যাহতি পাননি: "তিনি স্টেট্স্ স্কলারশিপ লইয়া বিলাতে গমন করেন (এ তথ্যেও ত্রুটি প্রকটিত) এবং আই. সি. এস. পরীক্ষা দেন। তিনি সিংহলে কিছুকাল জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।"[৪]

ইংলণ্ডে হরিনাথের শিক্ষাজীবনের ইতিবৃত্তে কুত্রাপি তাঁর আই. সি. এস্. পদ প্রাপ্তির প্রমাণ মেলে না। ফলতঃ ক্রাইস্ট কলেজের *Biographical Register*[৫]

থেকে শুরু আই. ই. এস্. লাভের প্রাক্‌কালে কেম্‌ব্রিজের অধ্যাপকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তাঁর প্রশংসাপত্রগুলিকে[১] পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলেও এ বিষয়ে হতাশ হতে হবে। সর্বোপরি *List of Covenants of Indian Civil Servants*, 1792-1915 এবং বস্তুত: *The Ceylon Civil List*, 1896-1907 পরীক্ষণেও স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায় যে হরিনাথ আদৌ কখনও সিংহলে যৌথ শাসনকর্তা ছিলেন না। ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদের জন্যে লিখিত তাঁর পূর্বোল্লিখিত আবেদনপত্রটি (১২ ডিসেম্বর ১৯০৬) থেকে জানা যায়, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ "was offered a Colonial Cadetship, but declined it."

কেম্‌ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে হরিনাথ ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন্ (Michaelmas Term) পাস করলেন।[২] এই বছরেরই ১ অক্টোবর তিনি অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের প্রখ্যাত অধ্যাপক জেমজ্ উইলিয়ম্ কার্টমেল্ (James William Cartmell)-এর অধীনে pensioner হিসেবে প্রবেশাধিকার পান। এবং ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জুন তিনি এই কলেজের scholar নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত: ক্রাইস্ট কলেজের *Biographical Register* থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "De, Harinath : Son of Rai Bahadur Bhutnath De, M. A., B. L., born at Ariadaha, near Calcutta, 12 August 1877. Educated at St. Xavier's College, Presidency College. Admitted pensioner under Mr. Cartmell, 1 October 1897···Elected Scholar 18 June, admitted 16 November 1898."[৩]*

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ এই কলেজ থেকে এ. বি. (A.B.) পাস করেন।[৪] এবং এই বছরে কেম্‌ব্রিজের ক্ল্যাসিক্যল্ ট্রাইপস্, প্রথম ভাগে (Classical Tripos, Part 1) তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেও বিভাগ (Division)

পেয়েছিলেন তৃতীয়।[১] এ সম্পর্কে ব্যারিস্টার অরুণ সেন আমাকে জানান (২৪ জুলাই ১৯৬৭): "ভাষাগত ব্যাপারে দে সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা আগেই বলেছি। যে-কোনও আধুনিক ভাষায় লেখা একটি অংশকে প্লাতোনীয় গ্রীকে ভাষান্তর করতে বললে তিনি অতি সহজে ও অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তা সম্পন্ন করতে পারতেন। পক্ষান্তরে প্লাতোনের রচনা থেকে কোনও অংশের যে-কোনও আধুনিক ভাষায় অনুবাদ করতে বললেও তিনি তা করতে পারতেন অবিশ্বাস্য রকমের কম সময়ের মধ্যে। কিন্তু প্লাতোনীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে বললে দে সাহেবের মুখ থেকে অনেক সময় কোনও কথাই বেরোতো না। বস্তুত বিমূর্ত বিষয় বা ধ্যানধারণা আয়ত্তে তাঁর যেন আজন্ম এক অনীহা ছিল। প্রসঙ্গত একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমার দাদা নির্মল সেনের কাছে দে সাহেব একবার অর্থনীতির একটি সাধারণ তত্ত্ব সাত দিন ধরে বুঝতে চেষ্টা করেন। শেষপর্যন্ত তাঁর পক্ষে তত্ত্বটি বোঝা অসম্ভব ভেবেই দাদাকে তত্ত্বটিকে সবিস্তারে লিখে দিতে বলেন দে সাহেব। দু একবার পড়েই তত্ত্বটির বিস্তারিত বিষয় সম্পূর্ণ মুখস্থ করে ফেলবেন, বললেন তিনি। অঙ্ক শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতিও দে সাহেব মোটেই বুঝতে পারতেন না। এফ. এ. পরীক্ষায় কনিক্‌সে তিনি পুরো নম্বর পান (সম্পূর্ণ মুখস্থ করেই)। একথা তিনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন। আমার মনে হয়, ক্লাসিকল ট্রাইপস্ প্রথম ভাগের কোনও প্রশ্নপত্রে নিশ্চয়ই সাহিত্য বা দর্শনতত্ত্বের কোনও জটিল বিষয় যুক্ত হয়েছিল। যেটি দে সাহেব সঠিক বুঝতে পারেন নি। এবং সেজন্যেই সম্ভবত তিনি 'ডিভিশন্ ৩' পেয়েছিলেন।"

এই ট্রাইপস্ পরীক্ষায় কেমব্রিজের বিভিন্ন কলেজের যেসব অধ্যাপকেরা পরীক্ষক ছিলেন, তাঁরা হলেন—সেন্ট্ ক্যাথারিনের অ্যালবার্ট্ উইলিয়ম্ স্প্রাট্ (Albert William Spratt), ক্রাইস্টের এড্ওআর্ড সেমের্ টমসন্ (Edward Seymer Thompson), ক্যুঈন্‌জের জোসেফ্ হেন্‌রি গ্রে (Joseph Henry Grey), কায়ুস্ বা কীজের উইলিয়ম্ ট্রেভর্ লেন্‌ড্রুম্ (William Trever Lendrum), ট্রিনিটি হলের ক্লিন্‌টন্ এডওআর্ড সোয়ার্‌বাই হেড্‌ল্যাম (Clinton Edward Sowerby Headlam), কিংজের ন্যাথানিএল্ ওয়েড (Nathaniel Wedd) ও ট্রিনিটির আর্থার বর্নার্ড্ কুক (Arthur Bernard

Cook)।[১] এবং এই পরীক্ষার পর বিভিন্ন বরণীয় অধ্যাপকেরা হরিনাথকে যেসব প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন তা থেকে ওই তরুণ বয়সেই তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয়ে আমরা পেতে পারি।[২] প্রসঙ্গত: অরবিন্দ (শ্রীঅরবিন্দ) ঘোষের কথা মনে পড়ছে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি কেম্‌ব্রিজের কিংজ্ কলেজের ছাত্র হিসেবে ক্লাসিক্যাল ট্রাইপস্, প্রথম ভাগে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। যদিচ হরিনাথের মতো তাঁরও বিভাগ মিলেছিল তৃতীয়।[৩]

ডঃ আব্‌দুল্লাহ্ অল্-মামুন্ সুহ্‌রাবর্দির একটি বিবরণী থেকে জানা যায়: "In 1900 Harinath De and my humble self were appointed Delegates of the Calcutta University at the centenary of the University of Glasgow."[৪] ডঃ সুহ্‌রাবর্দির উপর্যুক্ত বিবরণীতে ত্রুটি সুপ্রকটিত। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ('১৯০০' নয়) গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব সঙ্ঘটিত হয়নি। সেটা ঘটেছিল এর আরও সাড়ে তিন শ বছর আগে। দ্বিতীয়ত: তাঁরা দুজনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র হিসেবে গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চার শ পঞ্চাশতম বার্ষিক উৎসবে যোগ দেননি। তাঁরা হয়তো বা এই উৎসবে গিয়েছিলেন, তবে সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবেই; নিঃসন্দেহে "appointed Delegates of the Calcutta University" হিসেবে নয়। প্রসঙ্গত: গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে যে চিঠি লিখেছেন (৭ জুলাই ১৯৬৬) তা উল্লেখ করা চলে:

"I have received your letter of 2nd July. There is no evidence that Mr. De attended the celebration of the 450th anniversary ('centenary makes us 3½ centuries younger than we are) of the University of Glasgow in 1901. He certainly was not a delegate of the University of Calcutta. That University sent two official delegates, who were John Morrison and John Hector."

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ কেম্‌ব্রিজের দুরূহ পরীক্ষা মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষায় ট্রাইপসে (Medieval and Modern Languages Tripos) দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন। এই পরীক্ষায় যে ছজন স্বনামধন্য অধ্যাপক পরীক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন—কে. ব্রয়ল্‌ (K. Breul), সি. এইচ্‌. হ্যার্‌ফোর্ড (C. H. Herford), টি. এন্‌. টোল্যার্‌ (T. N. Toller), ডব্লিউ. রিপ্‌ম্যান্‌ (W. Rippman), এইচ্‌. ওল্‌স্‌নর্‌ (H. Oelsner) ও এ. টি. ডব্লিউ. বোরস্‌ডর্‌ফ্‌ (A. T. W. Borsdorf)।[১]

প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায় যা হরিনাথই নাকি পরবর্তীকালে পরিহাসচ্ছলে শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলেছিলেন। এই ট্রাইপস্‌ পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যায় হরিনাথ তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলেন। বন্ধুর ওখানে খাওয়া-দাওয়ার সময় পানীয়ের পরিমাণ বেশী হয়ে যাওয়ায় তিনি আর সে রাতে বাসায় ফিরতে পারেননি।[২] পরের দিন সকালে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক আসন্ন পরীক্ষায় তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে হরিনাথের বাসস্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু বাসায় তাঁদের প্রিয় ছাত্র হরিনাথের অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁরা অবিলম্বে হরিনাথের দিনপঞ্জী থেকে ওই সন্ধ্যায় তাঁর নিমন্ত্রণের স্থানটির হদিস করেন। এবং অধ্যাপকবৃন্দ নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, হরিনাথ তখনও মোটেই সুস্থ নন। চিকিৎসকদের সাহায্যে অবশ্য কিছু সময়ের মধ্যে তাঁকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করে সরাসরি পরীক্ষা-কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং হরিনাথ কোনক্রমে পরীক্ষা দিলেন। যতদূর মনে হয় এই পানাভ্যাস তাঁর স্বদেশ থেকেই ছিল। আর বিদেশের বিশেষতঃ ইংলণ্ডের শৈত্যজনিত আবহাওয়ার দরুনই হোক বা উচ্ছৃঙ্খলতার অঙ্গ হিসেবেই হোক, মদ্যপানের প্রতি আকর্ষণ তিনি ত্যাগ করতে পারেননি। যদিও পরবর্তী জীবনে কলকাতায় বিদেশী বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে বা ক্লাবে নিমন্ত্রিত হয়ে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী হরিনাথ মদ্যপান করতেন বটে তবে যতদূর শুনেছি তা ছিল পরিমিত। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর সংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতা এর কোনটিকেই তাঁর বিদ্যাবত্তার অনুকূল বা প্রতিকূল কারণ হিসেবে গণ্য করার

প্রশ্ন অবান্তর। যদিচ হরিনাথ বিরোধীরা বরাবরই তাঁকে 'মদ্যপ', 'উচ্ছৃঙ্খল' ইত্যাদি কীলকে বিদ্ধ করেছেন। আসলে এইসব কুৎসার আড়ালে নিজেদের ষড়যন্ত্রী ভূমিকাটি বজায় রাখা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছে।

ক্রাইস্ট কলেজের ছাত্রাবস্থায় হরিনাথ অনেক আকাঙ্ক্ষিত সব পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে লাটিন ভাষায় কবিতা রচনার জন্যে তিনি পুরস্কার লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে *The Calcutta University Magazine*এ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়:

"The Editor, CALCUTTA UNIVERSITY MAGAZINE.

Dear Sir—I beg to inform you that the prize for Latin Verse Composition in Christ College this term has been awarded to Mr. Harinath De, a graduate of the Calcutta University.

The Subject for the poem was 'Africa Meridionalis' (South Africa).

I remain, Sir,
Yours faithfully,

Cambridge, 20th May 1898. X. Y. Z., B. A., (Cantab.)
Christ's."[১]

এই বছরেই হরিনাথ আবার গ্রীকে কবিতা লিখে পুরস্কার লাভ করলেন। হরিনাথের এইসব পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যাপারে অবশ্য অধুনা কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখলেও যথাযথ তথ্যানুসন্ধান মেলে না।[২] ১৮৯৯

Style of Polybius

Military terms

{ ἐπαγωνίους πολεμίους = ἐπάλληλος φάλαγξ ... 	κρουοντεῖν = ...

ἐμβελὲς διαστήμα = distance within shot 	ἐξοδιασμός = expedition

παρεμβολή = 1. body drawn in battle array 2. ... 	... μάχεσθαι

περικλᾶν (1) ἐπὶ δόρυ = ... (2) ἐπ' ἀσπίδα ...

σπεκουλάτορες = ... 	καταπολεμεῖν =

ἐπιμερίζειν τὰ λάφυρα = ... public authority for plunder

ἐπιπεριστροφὰς = right about face 	ἔκταξις = ...

περιξυλοποιεῖν = ... surprise 	χειρονομεῖν = exercise in ...

ὀχυροποιεῖσθαι = fortify.

Philosophical

... = ...

... ποιότης = infinite quantity

Latinisms 	ἐξ ... ... = ...

... εἰς ... = ...

... = ... 	... αἰτίαι = majestatis crimen

μονομάχων ζεύγη = gladiators in pairs

Words (a) αὐθέντης = author 	χορηγία = supplies of any kind

ἀφορμὰς = supplies 	προσφορά ... =

ἀπαντᾶν = happen. 	οἰκονομία = any arrangement

(b) Specialised

διάφορον = money 	ἀποδοχή = friendly welcome

ἐπισημαίνεσθαι = approve (disapprove) 	καταφρακτος = ...

σώματα = slaves 	νέοι = soldiers

πράγματα = politics 	τάξεις = ...

περιστάσεις = troubles 	προχειρίζεσθαι = elect

κίνδυνος = battle 	πειρατής = pirate

ὠφέλεια = plunder 	ἄφορα = quiet

ἔθνος = federation 	ἀξιωματικός = suppliant

οἷός τε = inclined to 	εὐνῆ = ...

φόβος = danger 	συναγωγεύς = ...

κατὰ λόγον = as desired: 	φιλοτιμία = earnest effort

πανουργος = good sense

গ্রীক ভাষাচর্চায় হরিনাথ দে

খ্রীস্টাব্দে তিনি ক্রাইস্ট কলেজের সিনিয়র স্কলার নির্বাচিত হন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ ইংরেজী সাহিত্যে নৈপুণ্যের জন্যে স্কীট্ পুরস্কার (Skeat Prize) লাভ করেন। স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ইজ্‌র‍্যাএল্ গোল্যাণ্ট্‌স্ (Israel Gollancz) তাঁর প্রশংসাপত্রে (১৯ জুন ১৯০১) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "Recently, too, I acted with Professor Skeat as Examiner for the Skeat Prize at Christ's College which we awarded to Mr. De for his knowledge of Shakespeare and Chaucer." উপর্যুক্ত পুরস্কারগুলি ব্যতীত আরও দু একটি পুরস্কারের কথা অনেকে তাঁদের লেখায় এলোমেলোভাবে উল্লেখ করেছেন। নৃসিংহপ্রসাদ মিত্র[১] সুবলচন্দ্র মিত্র[২] ও দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী[৩] লিখেছেন যে হরিনাথ স্মিথ পুরস্কার (Smith Prize) লাভ করেছিলেন। স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ সেনের একটি চিঠির (৪ নভেম্বর ১৯৬৬) অংশবিশেষ প্রসঙ্গতঃ প্রণিধানযোগ্য: "আপনার ২২ অক্টোবরের পত্রে সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ অবগত হলুম। যাঁরা Smith Prizeএর উল্লেখ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ভুল করেছেন; কারণ Cambridge-এর এই বিখ্যাত Prizeটি দেওয়া হয় Mathematicsএ। বিখ্যাত mathematicians তথা বৈজ্ঞানিক এই Prizeএর তালিকায় আছেন, যথা Sir James Jeans, Sir Arthur Eddington প্রভৃতি। এ'দেশ থেকে এ পর্যন্ত দু'জন এই prizeটি পেয়েছেন: অধ্যক্ষ ভূপতিমোহন সেন ও মহারাষ্ট্রের পরলোকগত অধ্যক্ষ মহাজানি। আমার মনে হয়, যাঁরা বলছেন যে আচার্য হরিনাথ দে Smith Prize পেয়েছিলেন তাঁরা Smith ও Skeat এই দু'টি নামে গোলমাল করে ফেলেছেন।" হরিনাথের ছাত্র ব্যারিস্টার অরুণ সেনের কাছ থেকে জানা যায়: "আর একটি বিষয়ে দে সাহেবের নৈপুণ্য আমাকে বারংবার মুগ্ধ করেছে। লাতিন, গ্রীক ও আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষার বিভিন্ন দুরূহ ছন্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে তাঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার। মুখে মুখেই তিনি এক ভাষার কবিতা অন্য ভাষায় ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করে দিতে পারতেন। লাতিন ভাষায় সাপ্‌ফিক্‌সে (সাপ্‌ফো কৃত ছন্দে) দে সাহেব 'বন্দে মাতরম্'-

এর এক অপূর্ব অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কেম্‌ব্রিজে ছাত্রাবস্থায় (দে সাহেবের উৎসাহতেই আমি ১৯০৮ সালে কেম্‌ব্রিজে পড়তে যাই।...) দে সাহেবের সহপাঠী (যাঁরা তখন কেম্‌ব্রিজে শিক্ষকতা করতেন) ও অধ্যাপকদের মুখে তাঁর পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি। জন্ ক্লার্ক স্টোবার্ট ('দি গ্লোরি ছাট্ ওয়াজ্ গ্রীস্', 'দি গ্র্যান্‌জ্যার্ ছাট্ ওয়াজ্ রোম্' প্রভৃতি প্রকাণ্ড গ্রন্থের রচয়িতা) দে সাহেবের সহপাঠী ছিলেন। স্টোবার্ট সাহেব আমাকে বলেছিলেন: 'আমরাও স্কলার ছিলাম কিন্তু হরিনাথ দের তুলনায় অতি নগণ্য।' এবং ক্লাসিকল ট্রাইপসের স্বনামধন্য অধ্যাপক হেনরি জন্ এডওয়ার্ডস্ একদা আমাকে বলেছিলেন: 'গত পঁয়ত্রিশ বছরের অধ্যাপকজীবনে হরিনাথ দের মতো অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্র আমি আর একটিও দেখিনি।'... যে কোনও আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষায় লেখা কবিতার তিনি লাতিন ও গ্রীকে চার-পাঁচটি বিভিন্ন ছন্দে এক জায়গায় বসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করতে পারতেন। এটি যথার্থ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।"

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত য়ুরোপের আরও কতিপয় কুলীন বিদ্যায়তনে হরিনাথ বিদ্যানুশীলন করেন। ডঃ আব্‌দুল্লাহ অল্-মামুন্ সুহ্‌রাবর্দির লেখায় এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণী মেলে।[১] ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদের জন্যে লিখিত হরিনাথের আবেদনপত্রটি (১২ ডিসেম্বর ১৯০৬) থেকে জানা যায় যে কেম্‌ব্রিজের ছাত্রাবস্থায় (১৮৯৭) তিনি পারির সর্‌বন্ বিদ্যাপীঠে প্রখ্যাত আসীরীয় পণ্ডিত এম্. জে. মেনাঁর সাহচর্যে শিক্ষালাভ করেছিলেন: "Studied at the Sorbonne under the guidance of the celebrated Assyrian Scholar, M. J. Menant, Membre de l' Institut." এবং ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ফ্রাঁস্, ইতালীয়া প্রভৃতি দেশ পর্যটনকালে আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের তাগিদে হরিনাথ কিছুদিন মিশরে ছিলেন: "Travelled extensively in France, Italy and stayed in Egypt (to improve my knowledge of Arabic)." এই বছরেই তিনি গের্মনীয় বিশ্ববিদ্যালয় মারবুর্গে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে ভাষণ শোনা ছাড়াও

إذا زُلَّ عنها السهمُ حنّت كأنّها   مُرزّأةٌ ثكلى ترنُّ وتُعوِلُ

ولستُ بمهيافٍ يُعشّي سَوامَه   مُجدَّعةً سُقبانُها وهي بُهَّلُ

ولا جُبّأٍ أكهى مُربٍّ بعرسه   يطالعها في شأنه كيف يفعلُ

ولا خَرِقٍ هيقٍ كأنّ فؤادَه   يظلّ به المكّاءُ يعلو ويسفُلُ

ولا خالفٍ داريّةٍ متغزّلٍ   يروح ويغدو داهناً يتكحّلُ

ولستُ بعَلٍّ شرُّه دون خيره   ألفَّ إذا ما رُعتَه اهتاج أعزلُ

ولستُ بمِحيارِ الظلامِ إذا انتحت   هُدى الهوجلِ العِسّيفِ يهماءُ هوجلُ

إذا الأمعزُ الصوّانُ لاقى مناسمي   تطاير منه قادحٌ ومُفلَّلُ

أُديمُ مِطالَ الجوعِ حتى أُميتَه   وأضربُ عنه الذِّكرَ صفحاً فأُذهَلُ

وأستفُّ تُربَ الأرضِ كي لا يُرى له   عليَّ من الطَّولِ امرؤٌ متطوِّلُ

ولولا اجتنابُ الذأمِ لم يُلفَ مَشربٌ   يُعاش به إلا لديَّ ومأكلُ

ولكنّ نفساً مُرّةً لا تقيمُ بي   على الضيمِ إلا ريثما أتحوّلُ

আরবী কাব্যচর্চায় হরিনাথ দে

আধুনিক ভাষাশিক্ষণপদ্ধতি প্রসঙ্গে পাঠগ্রহণ করেন : "Attended lectures on Sanskrit and Comparative Philology; studied modern methods of teaching languages." হরিনাথ এইসব পাঠগ্রহণ করতেন সাধারণতঃ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিত্যালয়ের ছুটির সময়। নিয়মিত ছাত্র হিসেবে নয়। কেম্‌ব্রিজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ডঃ জন্‌ পিল্‌ তাঁর প্রশংসাপত্রে (৮ অক্টোবর ১৯০০) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : "He has spent two long vacations in France and Germany, and has learnt the languages thoroughly with a good colloquial knowledge of them."[১] তাই অধুনা হরিনাথের এইসব সাময়িক পাঠগ্রহণ সম্পর্কে যথাযথ হদিস মেলা ভার। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, সরবনে হরিনাথের বিত্তানুশীলন সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্যে পারি বিশ্ববিত্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমি চিঠি লিখি। কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও পারি বিশ্ববিত্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহে অপরাগ হয়েছেন।[২]

ইংলণ্ডে হরিনাথ মাঝে মাঝে খুব ভুগতেন। বলা বাহুল্য, দেহ বিকল না হলে কেম্‌ব্রিজে তাঁর পরীক্ষার ফল আরও ভাল হত। ডঃ জন্‌ পিল্‌ তাঁর পূর্বোক্ত প্রশংসাপত্রে এ কথাটিও উল্লেখ করেছেন : "I have said enough to show that he is a man of remarkable ability and attainments. They would amply suffice for a high teaching post in England, but he naturally desires to return to India; he has suffered severely at times from the climate of England—a fact which makes his success here more remarkable."[৩]

মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষায় ট্রাইপস্‌ পরীক্ষায় সাফল্যের পর হরিনাথ ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে চাকরি করতে মনস্থ করেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ওয়াল্‌টার্‌ ডব্লিউ স্কীট্‌ (Walter W. Skeat) হরিনাথকে একটি প্রশংসাপত্র দেন। স্কীট্‌ সাহেবের প্রশংসাপত্রটি থেকে এই পরীক্ষার দুরূহতা সম্পর্কে আমরা

কিঞ্চিৎ ওয়াকিফহাল হই।[১] ডঃ জন্ পিলের পূর্বোল্লিখিত প্রশংসাপত্রটিতে আমরা জানতে পারি যে ইংলণ্ডের শিক্ষাবিভাগীয় উচ্চ পদ লাভের পক্ষেও হরিনাথের যোগ্যতা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি সত্বর স্বদেশে ফিরে নিজের দেশে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপকের অভাব পুরণ করতে চাইলেন। লণ্ডন থেকে তাঁর বাবাকে লেখা হরিনাথের একটি চিঠি (২১ জুলাই ১৯০১) প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত করা চলে :

"My dear Father,

Yesterday I sent in my application to the India Office with several testimonials *e.g.* from Prof. Skeat, Mr. Gollancz, Mr. Tawney—those of the first two showing my knowledge of English and that of the latter showing my fitness to teach it in India. Skeat's certificate is very plain and direct. He is the greatest living authority on English in England. Mr. Gollancz is the University Lecturer in English. He is the editor of Shakespeare's Works in the Temple Classics. Last year he was the senior examiner in English to the London University. He pronounced me to be one of the most cultured students at present residing in Cambridge.

Tawney's certificate was an unbounded encomium. I expect to return home soon. I am well. How are you ?

Affy.
Hari.

P. S. Prospects are very hopeful. There is no specialist in English in India. I have written to Bhowangree and sent him my testimonials. Dr. Peile knows him well."

১। পরিশিষ্ট—১ দ্রষ্টব্য।

তিন

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর আই. ই. এস্. হয়ে হরিনাথ স্বদেশে ফেরেন। এবং ৭ ডিসেম্বর তিনি ঢাকা কলেজে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কাজে যোগ দিলেন।[১]* তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই. ই. এস্. যাঁর নিয়োগ সরাসরি ইংলণ্ড থেকে হয়। এ প্রসঙ্গে *Christ's College Magazine* মন্তব্য করেছেন: "Harinath De, B. A., has been appointed to a post in the Imperial branch of the Educational Service of India. Mr. De is the first native of India to obtian a post in this service, as he was the first (*sic*) to be placed

in the First class in the Classical Tripos."[১]* আর ভারত সরকারের জাতীয় মহাফেজখানা (National Archives of India) কর্তৃপক্ষ এক চিঠিতে (No. F. 3-26/67-R-2 dated 12. 5. 67) আমাকে যেসব তথ্যাদি জানিয়েছেন তা থেকে কিছু অংশ এ বিষয়ে উল্লেখ করা যায়:

"The circumstances leading to appointment of De is as follows : A vacancy occurred in the Educational Service on 8 November 1900 in consequence of S. C. Hill, the officiating Officer in charge of Records being confirmed in that post. This vacancy was notified to the Secretary of State by the Secretary to the Government of India in his letter No. 1, dated 21 March 1901 (Education Progs. March 1901, Nos. 46-47). In reply the Secretary of State Lord George Francis Hamilton informed the Government of India that 'I have appointed to the vacancy in the Indian Educational Service... Mr. Harinath De whose selection to hold a Government scholarship in this country was announced in the letter of your predecessor No. 11 of 18th August 1898. In accordance with the principle laid down in the Government of India letter No. 351 (Finance) of 11 Dec. 1895...Mr. Harinath De will be admitted to the full pay granted to European Officers (Public Education Despatch dated 18 October 1901, Education Progs. Nov. 1901, Nos. 43-44). Under the terms of agreement executed between Harinath De and the Secretary of State for India in Council the Government was to pay him 'a salary at the rate of five hundred rupees per mensem for the first year rising by annual

increments of Rs. 50 per mensem to Rs 700 per mensem.' It was also stipulated that 'if he shall remain in the service beyond the...term of five years such salary shall be increased by annual increments of Rs. 50 per mensem to Rs. 1000 per mensem.' (Education Progs. referred to above)."[১]

হরিনাথের অধ্যাপনাকালীন ঢাকা কলেজে অধ্যক্ষ ছিলেন ই. এফ্. মান্ডি (E. F. Mondy); অধ্যাপকদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে—রাজকুমার সেন, কালিপদ বসু, বিধুভূষণ গোস্বামী, সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র মিত্র, হেমচন্দ্র দে ও যতীন্দ্রচন্দ্র গুহের।[২] সর্বোপরি অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষকেও মাস ছয়েক হরিনাথ অন্যতম সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন ঢাকা কলেজে।[৩] "The great Harinath De called him Apollo,..."[৪]

ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময় হরিনাথ ইংরেজী সাহিত্যের কতিপয় সুকঠিন পুস্তকের অভিনব সংস্করণ প্রকাশনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি *Macaulay's Essay on Milton* এর সম্পাদনা করলেন।[৫] এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি পাতাতেই সম্পাদকের পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এই ধরনের সুনিপুণ সম্পাদনা দেশীবিদেশী খুব কম পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য, টীকা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি হরিনাথ সম্পাদিত *Macaulay's Esssy on Milton*এ সংযোজিত হয়েছে।

এই সময় তিনি *Blackie's Self-Culture* ও *Milton's Comus*এর সম্পাদনাতেও হাত দেন। এই দুটি সংস্করণ শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সঠিক তথ্য নিরূপণ করা কঠিন। তবে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা

থেকে প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত *Macaulay's Essay on Milton*এ কতিপয় গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পাই।[১]

এবং এই একই সময়ে হরিনাথ *Palgrave's Golden Treasury, Book IV*এর এক অতি নতুন সংস্করণ প্রকাশনে মনঃসংযোগ করলেন। *Macaulay's Essay on Milton* প্রকাশের পরের বছরেই এই মহার্ঘ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[২]* গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত, আরবী, পারসীক, গের্মনীয়, ইতালীয় হিস্পানী

১। "In the Press
By the Same Author
(on an entirely New plan)
Notes on Blackie's Self-Culture—with
introduction, synopsis, appendices,
questions and answers.
Milton's Comus—Text—with
introduction, notes & c.
Notes—Critical and Explanatory—
on Palgrave's Lyrics Bk. IV"

২। Harinath De : *Lecture Notes on Palgrave's Golden Treasury, Book IV.* Dacca 1903.

* আচার্য হরিনাথের এই সুবিখ্যাত *Notes* এর প্রথম সংস্করণটি দেখার ব্যাপারে আমি অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ সেনের কাছে কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক শ্রীসেনের সহযোগিতা ব্যতীত প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'মনোমোহন ঘোষ সংগ্রহ' থেকে এই মহার্ঘ সংস্করণটির হদিস পাওয়া আদৌ আমার পক্ষে সম্ভব হত না। বস্তুতঃ 'মনোমোহন ঘোষ সংগ্রহ'-এ হরিনাথের *Notes* এর যে কপিটি আছে উৎসুক পাঠক ও গবেষকের কাছে তার আকর্ষণ অনস্বীকার্য। কেননা স্বয়ং হরিনাথ উক্ত কপিটি তাঁর শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষকে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন। স্বাক্ষরিত উপহার-লিপি ব্যতিরেকে নামপত্রে (title-page) কাতুল্লুস্ (Catullus) থেকে একটি উপযোগী উদ্ধৃতি (হরিনাথের স্বহস্তে লিখিত) বর্তমান :

"Corneli, tibi : namque tu solebas
Meas esse aliquid putare nugas,"

প্রসঙ্গতঃ এই অমূল্য কপিটিতে জড়ানো আছে অধ্যাপক শ্রীসেনের লেখা একটি পরিচয়-পত্র ; অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্যে সেটি উদ্ধৃত করা হল :

"This copy of the first edition of Harinath De's famous commentary on Palgrave's 'Golden Treasurey', Book IV, was presented by its author to Manmohan Ghose, then his collegue on English Staff of Presidency College, on the 26th November, 1903. The presentation on the cover is in Harinath De's own handwriting and bears his signature. On the title-page is an apt quotation from Catullus. The poem quoted from is the one where the Latin poet dedicates his verses to his friend, Cornelius. The lines quoted mean : 'To you, Cornelius : for you used to think that my trifles were worth something.'"

প্রভৃতি সাহিত্যের স্রষ্টাদের রচনা থেকে অজস্র উপমা এবং টীকা-টীপ্পনী—এই প্রায় পাঁচ শ পাতার গ্রন্থটিকে এক অনন্যসাধারণ আকার দিয়েছে। ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদের জন্যে লিখিত হরিনাথের আবেদনপত্রটি থেকে জানা যায়: "I have written comentaries on books of English literature which have elicited praise from men like Mr. C. H. Tawney (Senior Classic in 1860) and Professor E. Dowden, the celebrated Shakesperian critic, printed copies of whose letters are attached with my testimonials."[১]
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছ থেকে জানা গেছে (৫ মাঘ ১৩৭৪): "পলগ্রেভের এই সম্পাদনাকর্মে অধ্যাপক চার্লস এইচ. টনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি বিদেশ থেকে হরিনাথকে তারিফ জানান। একটি চিঠিতে টনি সাহেব লিখেছিলেন: 'এই গ্রন্থ পাঠ করলে ছাত্রদের আর ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়ার প্রয়োজন হবে না।'" প্রসঙ্গক্রমে শ্রী. বি. এস্. কেশবনের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা চলে: "He could not write on anything without lifting the subject into the context of high scholarship. He annotated Palgrave's Golden Treasury to such effect, that the reader was as absorbed in the erudite note as in the poems. Parallels from all literature leaped to his mind and they spilled over from his pen with the easy grace possible only to the full and deep mind."[২]

হরিনাথ ঢাকা কলেজে অধ্যাপনাকালীন একদা লর্ড কার্জন ঢাকা পরিদর্শনে যান (১৯০৪)। হরিনাথ সেই সময় ইব্‌ন্ বতুতার 'বাংলাদেশের বিবরণ' ও হাফিজের 'সুলতান গয়াসুদ্দিনের উদ্দেশ্যে একটি গীতিকবিতা' (মূল আরবী ও পারসীক রচনাসহ) ইংরেজীতে অনুবাদ করে কার্জনকে উপহার দিয়েছিলেন।[৩] এই অনুবাদের উৎসর্গপত্রটি তিনি লাটিনে লেখেন। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে নানা কারণে কুখ্যাত কার্জন কিন্তু একজন যথার্থ বিদ্যানুরাগী

ছিলেন। তিনি হরিনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঢাকা কলেজের তখন অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ প্রসন্নকুমার রায়।[১] অধ্যক্ষ রায় তৎক্ষণাৎ কার্জনের এই ইচ্ছার কথা উল্লেখ করে হরিনাথের কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠালেন।[২] হরিনাথ সে সময় হাঁপানিজনিত শ্বাসকষ্টে প্রায় শয্যাশায়ী। তখন তিনি মাঝে মাঝে হাঁপানিতে খুব ভুগতেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে অধ্যক্ষ রায়কে তাই হরিনাথ জানান যে শারীরিক অসুস্থতার জন্যে কার্জনের সঙ্গে দেখা করতে তিনি অপারগ। অধ্যক্ষ রায় পরিস্থিতি বুঝে এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে তাঁর কাছে আবার লোক পাঠান। শেষ পর্যন্ত সেই অসুস্থ শরীরেই তিনি কার্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ইব্‌ন্ বতুতার অনুবাদের শুরুতে হরিনাথ লিখেছেন :

"Ibn Batutah, as we are told by the Berber Historian Ibn Khaldun (Prologomena Vol 1 pp 327-8), dictated on his return to Morocco, at the request of the Merindite Prince Abu 'Inân Faris a description of his travels to **Muhammad Al Kalbi** (obiit 1365 A. D.) who abriged the work, edited and published it.

It was again abridged by Al Bailuni, whose abridgement was translated into English by Samuel Lee under the misleading title of 'The Travels of Ibn Batutah' (London 1829). The subjoined account of Bengal has been translated from the larger work of Ibn Batutah."

ইব্‌ন্ বতুতা থেকে হরিনাথ যে সামান্য কিছু অংশের অনুবাদ করেছেন তাতে আমরা বাংলাদেশের কৃষিসম্পদ, গোসম্পদ এবং অন্যান্য গৃহপালিত জীবজন্তু ও পশুপক্ষীর এক মনোহর বিবরণী পাই। তাছাড়া বহুধাবিচিত্র বিবরণীতে সমস্ত বৃত্তান্তটি পরিপূর্ণ। এই মূল্যবান্ অনুবাদকর্মে হাত দিয়ে হরিনাথ নিশ্চয়ই খুব দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। কেননা এই ধরনের রচনার ভাষাতে যে সাবলীলতা, চিত্ররূপ বর্ণাঢ্যতা, কথ্য বাকভঙ্গির অজস্র

ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশিত—ভাষার এইসব দিকগুলি অনেক সময়েই অনুবাদককে প্রচণ্ড পরিমাণে বিব্রত ও বিভ্রান্ত করে। ভাষার এইসব সমস্যা ব্যতীত ইব্‌ন্ বতুতার ব্যক্তিত্বের বিপুল বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে তাঁর রচনাশৈলীকে এক বিশিষ্ট আকার দিয়েছে। ইব্‌ন্ বতুতা অনুবাদে এটি হল দুরূহ সমস্যা। অধীত বিদ্যাবত্তার সঙ্গে প্রবল পরিশ্রমের সমন্বয়ে এই বাধাগুলি অতিক্রমে চেষ্টিত হয়েছেন হরিনাথ।

এবং এই অনুবাদের সঙ্গে যে সমস্ত টীকা যুক্ত হয়েছে সেগুলিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে হরিনাথের একটি অতি প্রয়োজনীয় টীকার উল্লেখ করা যায়। হরিনাথের মতে *Sodkawan* হল সপ্তগ্রাম। একে চট্টগ্রাম হিসেবে নির্দেশিত করা ভুল। 'আইন-ই-আকবরী'তে আবুল ফজল্ সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামের যে বিবরণী দিয়েছেন তা ইব্‌ন্ বতুতার বিবরণীর সঙ্গে ভৌগোলিক সংস্থান হিসেবে মিলে যায়। বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের আদিযুগে সপ্তগ্রাম ছিল প্রশাসনিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ স্থান। এখানে একটি টাঁকশালও ছিল। উইলিয়ম্ উইল্‌সন্ হাণ্টার (William Wilson Hunter)এর *A Statistical Account of Bengal*এ আমরা পাই বাংলাদেশের চলতি প্রবাদ, 'সপ্তগ্রামের লোক' বলতে এটাই বোঝাত যে এই ব্যক্তিবিশেষ সবিশেষ ধুরন্ধর ছিলেন। যদিচ সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত একটি অনুবাদেও[১] আমরা লক্ষ্য করি *Sudkawan* হল চট্টগ্রামের আরবী সংস্করণ বিশেষ। ডঃ মাহ্‌দি হুসেন্ এ সম্পর্কে নলিনীকান্ত ভট্টশালী, যদুনাথ সরকার প্রমুখ বিভিন্ন গবেষকের মতামত বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত ভাষাগত যুক্তির ওপর নির্ভর করেই তিনি এই বক্তব্য সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে *Sudkawan* হল চট্টগ্রাম। ডঃ হুসেনের লেখাতে হরিনাথ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নেই। হরিনাথের টীকাটির যাথার্থ্য বিচার দুরূহ হলেও গবেষণালব্ধ নানাবিধ সূত্রবিন্যাসের দিক থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে, খুবই উল্লেখযোগ্য।

হাফিজের 'সুলতান গয়াসুদ্দিনের উদ্দেশ্যে একটি গীতিকবিতা'র হরিনাথ কৃত অনুবাদটিও নানা কারণে স্মর্তব্য। বস্তুতঃ এই কবিতাটিকে ঘিরে যে সব বহুবিতর্কিত রহস্য একাধিক অনুবাদক তথা টীকাকারকে প্রায় নাজেহাল

করেছে প্রচণ্ড পরিশ্রম সহকারে হরিনাথ তার এক সুষ্ঠু সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন। হরিনাথ তাঁর অনুবাদের সঙ্গে কর্নেল উইল্‌ব্যার্‌ফোর্স ক্ল্যার্ক (Colonel Wilberforce Clarke) ও রিট্যার্ ফন্ রোজেনট্স্‌ভাইশ্‌-শ্‌ভানাউ (Ritter von Rosenzweig-Schwannau)-এর টীকাসহ অনুবাদ দুটিও সংযুক্ত করেন। হাফিজের গের্মনীয় অনুবাদক রোজেনট্স্‌ভাইশ্‌-শ্‌ভানাউ সাহেবের অনুবাদ ও টীকাগুলিকে হরিনাথ ইংরেজীতে তরজমা করেছেন। হাফিজ্ ভক্তদের কাছে তাই হরিনাথের এই অনুবাদকর্ম এক প্রেয় অভিজ্ঞতারই সামিল।

যদিচ পরবর্তীকালে *Bengal Past & Present*এর সম্পাদক আচার্য হরিনাথ কৃত উপর্যুক্ত অনুবাদ দুটি সম্বন্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনেন:

"In a privately printed pamphlet Mr. Harinath De gives translations of Ibn Batutah's account of Bengal written about 1349 A. D., and Hafiz' Ghyasuddin Ode. Mr. De's most valuable pamphlet should be rescued from obscurity."[১]

ঢাকায় অবস্থানকালে নানাবিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কর্মের মধ্যেও হরিনাথ বন্ধুপত্নী পঙ্কজিনী বসুর একটি কবিতার অনুবাদ করেন। পঙ্কজিনী অতি অল্প বয়সে মারা যান। কবিতাটির নাম 'সূর্য্যমুখী'। এই কবিতাটির প্রথম অনুবাদ হরিনাথ করেন ২৫ মে ১৯০২।[২] পরে তিনি *Journal of the Moslem Institute*এ টীকাসহ উক্ত কবিতাটির আর একটি পরিবর্তিত অনুবাদ প্রকাশ করেন।[৩] টীকাটিতে হরিনাথ একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। সতেরো শতকী হিস্পানী নাট্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, পেদ্‌রো কাল্‌দেরোন দে লা বার্‌কা (Pedro Calderon de la Barca)-র 'বিস্ময়কর জাদুকর' (El Magico Prodigioso)-এর একটি অংশের সঙ্গে তিনি 'সূর্য্যমুখী' কবিতাটির এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। এই অনুবাদকর্ম হরিনাথের স্বভাবসিদ্ধ মহানুভবতারই সামান্য নিদর্শনমাত্র। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

তাঁর 'কালিদাস' (১৩১৫) গ্রন্থের শুরুতে হরিনাথ সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করেছেন তা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়।[১]

ইতিমধ্যে রাখালদাস হালদারের *The English Diary of an Indian Student 1861-62*র হরিনাথ একটি মহার্ঘ ভূমিকা লিখে দেন (১৪ জুন ১৯০৩)।[২] রক্ষণশীল স্বজনদের প্রত্যাশাকে প্রত্যাখ্যান করে কর্মক্ষেত্রে আপন প্রভাব ও প্রতিপত্তি বর্ধিত করার তাগিদে রাখালদাসের য়ুরোপযাত্রা (১১ এপ্রিল ১৮৬১) এবং বস্তুতঃ ইংলণ্ডে টেওডোর্ গোল্ড্স্টুক্যার্ (Theodor Goldstuecker), ফ্রিড্রিশ্ মাক্স্ মূল্যার্ প্রমুখ পণ্ডিতজনের তারিফ তাঁর উত্তরজীবনের সাফল্য সম্ভাবিত হয়। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে রচিত রাখালদাসের এই নীতিদীর্ঘ (পরিশিষ্ট বাদ দিলে মূল রচনাটি দাঁড়ায় ছিয়ানব্বুই পৃষ্ঠায়) 'scribbling-journal'-এর বেশবিন্যাসে শৈথিল্য স্পষ্টতর ; তৎসত্ত্বেও তাঁর এই প্রায় চোদ্দমাসের য়ুরোপদর্শন ভিন্নতর প্রেক্ষিতে মূল্যবান্। পক্ষান্তরে হরিনাথের ভূমিকাটি (প্রায় সাতাশ পৃষ্ঠাব্যাপী) তথ্যসমৃদ্ধ—রাখালদাসের জীবন ও কর্মের বলা যায়, এক বিস্তৃত ইতিবৃত্ত। রাখালদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার হালদারে নিছক পবিত্র কর্তব্যসাধনে উৎফুল্ল কিংবা ইঙ্গভারতীয় সাহিত্যের প্রসারকল্পে উত্তেজিত হয়েই হরিনাথ এমতো আয়াসসাধ্য কর্মে নিরত হননি ; গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরির বিরল অবসরে রাখালদাস সংক্রমিত হয়েছিলেন জ্ঞানচর্চার বিচিত্র শাখায়। বিদ্যোৎসাহী তথা বিদ্যাবান্ রাখালদাসের ব্যক্তিত্বের এই দিকটি সম্পর্কে সানুরাগ শ্রদ্ধাই সম্ভবতঃ হরিনাথের ভূমিকা লেখার মূল প্রেরণা।

ঢাকায় থাকার সময় ওখানকার নবাব সলীম-উল্লা খান, ম্যাজিস্ট্রেট জে. টি. র‍্যাংকিন্ (J. T. Rankin), অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র প্রমুখ সুধী ব্যক্তিরা হরিনাথের সুহৃৎ ছিলেন।

আর একটি সৌহার্দ্যের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। রবি দত্তের সঙ্গে হরিনাথের এই সময় পত্র-বিনিময় চলত। রবি দত্ত অনেক সময় তাঁর স্বরচিত ও অনূদিত কবিতা সম্পর্কে হরিনাথের মতামত জানতে চাইতেন। তাঁদের পত্রাবলী আজ পাওয়া গেলে অনুবাদকর্ম সম্পর্কে এখন থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে এই দুই অমর অনুবাদকের অমূল্য মতামত সাম্প্রতিক অনুবাদ-সমস্যার অনেক জটিল দিকে আলোকপাত করত, সন্দেহ নেই।[১]

হরিনাথের ঢাকা কলেজে অধ্যাপকজীবন সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র সেন-গুপ্তের স্মৃতিকথা থেকে কিছু কিছু জানা যায়: "আমি তখন ঢাকা কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র (১৯০৩)। তখনই আমি প্রথম মহামতি হরিনাথ দে'কে দেখি। আমি তাঁকে একটি বইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তিনি তাঁর ক্লাস নিতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে আগে দেখিনি তাই কৌতূহলবশতঃ ভাবছিলাম ব্যক্তিটি কে হতে পারেন। আমি ছিলাম অলিন্দে দাঁড়িয়ে। তিনি যখন আমাদের ক্লাসে ঢুকতে গেলেন আমি তাঁর পিছু পিছু তাড়াতাড়ি এসে সিটে বসে পড়লাম। তিনি তাঁর পড়ানো শুরু করলেন। কোনও বহ্বারম্ভ বা আতিশয্য এর মধ্যে ছিল না। আমাদের পাঠ্যবিষয়টি ছিল Enoch Arden. তিনি তাতে একেবারে মগ্ন হয়ে গেলেন। অত্যন্ত পাণ্ডিত্যসহকারে তিনি কথার পর কথা, বাক্যাংশের পর বাক্যাংশ ও বাক্যের পর বাক্য বিশ্লেষণ করে চললেন। এই রকম পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যাপনার সঙ্গে ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় ঘটেনি। একটি গদ্যরচনাও তিনি আমাদের পড়াতেন। রচনাটি হল Blackie-র Self-Culture. স্পষ্টতঃই তিনি এই রচনাটি পছন্দ করতেন না। 'এটা পড়ানো আমার কাজ নয়', Self-Culture পড়াতে পড়াতে একবার তিনি এ রকম মন্তব্য করেছিলেন। আমাদের সামনে তিনি খোলাখুলিভাবেই সব কিছু বলতেন। আমার মনে আছে, একদা Ruskin-এর Unto This Last পড়ানোর সময় তিনি বলেছিলেন, 'পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন বোর্ডের বিদ্যাবুদ্ধিকে আমি খুব

প্রশংসা করতে পারি না। কেননা এই বইটি তাঁরাই পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।'

ক্রমে ক্রমে আমরা হরিনাথের বিশাল বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেতে থাকলাম। পরিচয় পেলাম বহু ভাষায় তাঁর সুবিপুল প্রবেশ ও দখলের। কিন্তু তাঁর কোনও অহঙ্কার ছিল না। চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি মাথাটি নীচু করে হেঁটে যেতেন। পড়ানোর সময় তিনি অজস্র উদ্ধৃতিসহকারে তাঁর বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করে তুলতেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁর বাক্‌ধারায় এই উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি আসত।

কিন্তু হরিনাথকে আমাদের মধ্যে বেশীদিন পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হল না। অচিরেই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হয়ে গেলেন। আমরা কাতর হৃদয়ে তাঁকে বিদায় দিলাম। যে অল্প কয়েকদিন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন তার মধ্যেই তিনি ছাত্রদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তার কারণ নিজের অসাধারণত্ব সম্পর্কে তিনি আদৌ সচেতন ছিলেন না।"[১]

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৮ ফেব্রুআরি হরিনাথ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করলেন।[২] ভারত সরকারের জাতীয় মহাফেজখানা কর্তৃপক্ষ পূর্বোল্লিখিত চিঠিতে (No. F.3-26 67-R-2 dated 12.5.67.) আমাকে জানিয়েছেন :

"*History of Services of Gazetted and other Officers of the Government of Bengal* (1902) shows that he was appointed to the Indian Educational Service on 1st December 1901 and became Professor of Dacca College on 7 December the same year (p. 1023). *History of Services of Officers Holding Gazetted Appointments in the Home, Education, Foreign, Revenue & Agricultural, Legislative and Commerce & Industry Departments* (Government of India, 1911) shows that De worked as Professor at Dacca College till 22 July

1903 when he took privilege leave for 23 days. Thereafter he resumed his duties at the same college but became Professor at Presidency College, Calcutta, on 8 February 1905."[১]

ঢাকায় থাকার সময়েই হরিনাথ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন (৩ জুন ১৯০৩)।[২] প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ইতিপূর্বে হরিনাথ লণ্ডনস্থ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন (১৯০১)।[৩]* কলকাতায় আসার পর থেকে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তিনি আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ এপ্রিল এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি কমিটি ও ফিলোলজিক্যাল কমিটিতে অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সঙ্গে তাঁর নাম উল্লিখিত হতে দেখি।[৪] ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ ফেব্রুআরি তাঁর নামটি উক্ত সমিতির কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যেও দেখা যায়।[৫] এবং এশিয়াটিক সোসাইটির এই বছরের *Annual Report* থেকে আমরা জানতে পারি: "The setting up in type of the new edition of the Society's Library Catalogue is completed. Mr. Harinath De is engaged in reading the proofs and passing the Catalogue through the press, and, before the close of the year, the Catalogue will be published."[৬]

প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করার সময় (১৯০৫) হরিনাথ সংস্কৃত, আরবী

ও ওড়িয়াতে হাই প্র্যাফিশিয়েন্সি পরীক্ষা দিয়ে যথাক্রমে দু হাজার, দু হাজার ও এক হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেন।[১]

এই সময় তিনি আবার বহু অনুবাদকর্মে হাত দিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের *Centenary Volume* (১৯৫৫) থেকে জানা যায়, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমের এক ধারাবাহিক অনুবাদ তিনি কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশ শুরু করেছিলেন।[২] ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ নভেম্বর তিনি *The Indian Mirror*এ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠের কিছু অংশ ও 'বন্দেমাতরম্'-এর অনুবাদ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের *Centenary Volume* থেকে জানা যায় যে লাটিন ভাষাতেও তিনি 'বন্দেমাতরম্'-এর অনুবাদ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ সেন একটি চিঠিতে (১৮ অক্টোবর ১৯৬৬) আমাকে লিখেছেন: "'বন্দেমাতরমে্'র Latin অনুবাদ হরিনাথ দে যে করেছিলেন এ কথা আমি অধ্যাপক ঘোষের [স্বনামখ্যাত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ] কাছেই শুনি। অধ্যাপক ঘোষ যে সেই অনুবাদটি নিজে দেখেছিলেন শুধু তা'ই নয়; উপরন্তু একজন সাহেবকে অনুবাদটি দেখিয়েছিলেন। অধ্যাপক ঘোষ তখন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন; সে সময় হাওড়ার Magistrate ছিলেন Cook সাহেব—ইনি Oxfordএ Classicsএ first class পান। অধ্যাপক ঘোষ হরিনাথ দের Latin অনুবাদটি নিয়ে Cook সাহেবকে দেখান; Cook অনুবাদটি পড়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলেন: 'তুমি সত্যিই বলছো এই Latin একজন Indianএর লেখা? আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।'

দুঃখের বিষয় হরিনাথ দের Greek ও Latinএ পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ধারণা এ দেশে বিশেষ নেই। তাঁর এই পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক ঘোষের নিকট একাধিক চমকপ্রদ কাহিনী শুনেছি।" অধ্যাপক তারকনাথ সেন পরবর্তী

একটি চিঠিতে (৪ নভেম্বর ১৯৬৬) এ বিষয়ে আমাকে আরও জানিয়েছিলেন : " 'বন্দেমাতরমে'র Latin অনুবাদ যেটি আচার্য হরিনাথ দে করেছিলেন সেটি Latin verseএ। অধ্যাপক ঘোষের নিকট যে সব কাহিনী শুনেছি তাতে দেখা যায় হরিনাথ দে Latin ও English verse দুইই অবলীলাক্রমে রচনা করতে পারতেন।

আপনার ২রা নভেম্বরের পত্রে জানতে চেয়েছেন যে অধ্যাপক ঘোষ হরিনাথ দে সম্বন্ধে কিছু লিখেছিলেন কিনা। দুঃখের বিষয় তিনি কোথাও কখনও এ সম্বন্ধে কিছু লেখেন নি।" ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর হরিনাথ *The Indian Mirror*এ মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত কবিতা 'আশার ছলনে ভুলি'-র ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করলেন।

ইতিমধ্যে হরিনাথ মোসলেম ইন্‌স্টিটিউটের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন।[১] এবং *Journal of the Moslem Institute*এর প্রথম সংখ্যাতে ভূমিকা, ভাষ্য ও টীকাসহ হরিনাথের একটি অতি মূল্যবান্ অনুবাদ *A Metrical Version of Bānat Su'ad* (The celebrated poem of K'ab, son of Zuhair) প্রকাশিত হয়।[২] আচার্য হরিনাথের এই মহার্ঘ অনুবাদকর্ম এদেশে আরবী কাব্যচর্চার ধারায় নিঃসন্দেহে বলা চলে, এক নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত করে। *The Statesman* (১৯ অক্টোবর ১৯০৫) *The Hindoo Patriot* (২১ অক্টোবর ১৯০৫), লণ্ডনের *T. P.' S. Weekly* (২২ ডিসেম্বর ১৯০৫) প্রভৃতি পত্রিকায় হরিনাথের উক্ত অনুবাদকর্ম প্রশংসিত হয়। উপর্যুক্ত সুবিখ্যাত কবিতাটি পরবর্তীকালে রেনল্ড্ এ. নিকল্‌সন্ (Reynold A. Nicholson) তরজমা করেছেন।[৩]

*Journal of the Moslem Institute*এর পরের সংখ্যায় আরবী কবিতার আরও কিছু অনুবাদ প্রকাশ করলেন হরিনাথ।[৪] *The Civil and Military Gazette* (২২ ফেব্রুআরি ১৯০৬) হরিনাথের *Translations from Arabic Poetry*র তারিফ করেন। আরবী কবিতার অনুবাদ

ব্যতীত এই সংখ্যাতে তিনি মন্মথনাথ রায়চৌধুরী ও দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক কৃত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রশেখর'-এর দুটি অনুবাদকর্মের ওপর এক সমালোচনাও লেখেন। হরিনাথের ভাষায়: "Both these versions of one of Bankim Chandra's masterpieces claim to present the Bengali original in an English garb and both, unfortunately, are interesting specimens of what translations ought not to be." আর অজস্র ত্রুটিবিচ্যুতি নির্দেশের পর এই সমালোচনার উপসংহারে তিনি মন্তব্য করেছেন: "Mr. Mullick's book, we are afraid, does him but little credit, while Mr. Chaudhuri's version is as bad as bad can be, bad English, bad translation, bad notes, bad everything excepting the get-up." এবং এই সংখ্যার বিশেষ ক্রোড়পত্রে (Royal Visit Supplement) মৌলবী রজা আলি ওয়াসৎ রচিত একটি পারসীক গীতিকবিতার হরিনাথ এক ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেন।[১]

উপর্যুক্ত পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হরিনাথের *Translations from the Poetesses of Bengal* প্রকাশিত হয়।[২] আগেই বলা হয়েছে যে ঢাকায় থাকাকালীন হরিনাথ বন্ধুপত্নী পঙ্কজিনী বসুর 'সূর্য্যমুখী' কবিতাটি অনুবাদ করেন। এবারে তিনি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পর একটি টীকাসহ উক্ত কবিতাটির অনুবাদ প্রকাশ করলেন *Jonrnal of the Moslem Institute*এ। রানী মৃণালিনী (অধুনা মৃণালিনী সেন) রচিত 'প্রতিধ্বনি' (১৩০১) কাব্যগ্রন্থ থেকে 'ডেকেছি কেন?' কবিতাটির অনুবাদও (সটীক) হরিনাথ এই সঙ্গে যুক্ত করেন।[৩] সর্বোপরি এই সংখ্যায় দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক অনূদিত চন্দ্রশেখরের ওপর হরিনাথ পুনরায় প্রায় বিশ পাতার এক তীব্র সমালোচনা করলেন! সামান্য ব্যাকরণগত অসংখ্য ত্রুটি থেকে শুরু করে অনুবাদে

মল্লিক মশায় কোথায় কোথায় মহাকবি উইলিয়ম্‌ শেক্‌স্পিয়্‌র্‌ (William Shakespeare)-এর ভাষার বালখিল্য অনুকরণ করেছেন, এ সবের এক অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করা ছাড়াও হরিনাথ চন্দ্রশেখরের একটি অংশের অনুবাদ নিজে করেও দেখিয়ে দিলেন কি ভাবে যথার্থ অনুবাদ করা সম্ভব ছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে কর্মকালীন হরিনাথ সম্পর্কে আমরা অঘোরনাথ ঘোষের লেখা থেকে কিঞ্চিৎ জানতে পারি: "প্রায় ৭/৮ বৎসর আগে, যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন তাঁহার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। এক দিন শুনিলাম ঢাকা কলেজ হইতে প্রোফেসার হরিনাথ দে আমাদের পড়াইতে আসিতেছেন। ইতিপূর্ব্বেই আমরা তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত নাম শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে সকলেই অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সাধারণতঃ নূতন শিক্ষক প্রথম আসিলে ছেলেরা তাঁহাকে একটু জ্বালাতন করে; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ে, হরিনাথ দে যখন প্রথম পড়াইতে আসেন সেদিন ছেলেরা কোনও রকম গোলমাল করে নাই। জানি না তাঁহার বিশাল চক্ষু দুটির ভিতর কেমন একটা জ্যোতিঃ ছিল, তাঁহার কণ্ঠের স্বরে কেমন একটা গাম্ভীর্য্য ছিল, ছেলেরা সকলেই বেশ মনোযোগের সহিত তাঁহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল।

সে সময়ে মিল্টনের 'কোমাস' ও হেল্পসের 'এসেস' আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি সেই পুস্তক দুখানি আমাদিগকে পড়াইতেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া কোমাসের allusionগুলি তিনি এত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে, আর দ্বিতীয় বার পড়িবার প্রয়োজন হইত না। অনেকে বলেন যে, তিনি বড় বেশী 'নোট' দিতেন; কিন্তু আমার মনে হয় যে, ছাত্রেরা নোট না পাইলে এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না বলিয়া তিনি এত নোট দিতেন। এরূপ অনবরত নোট দেওয়া তিনি নিজেও পছন্দ করিতেন না, কিন্তু বলিতেন, উপায় নাই, নোট না দিলে ছেলেরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না।

কলেজের অধ্যাপকতা তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্ম নয়। তিনি কতদিন বলিয়াছেন, এ কাজ আমার ভাল লাগে না; ইহাতে আমি ছেলেদেরও বিশেষ উপকার করতে পারি না, নিজেরও কোন উপকার হয় না, বরং পড়াশুনোর বড় ক্ষতি হয়। শেষে যখন তিনি ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর গ্রন্থরক্ষকের পদে বৃত হন,

তখন উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন, এইবার নিজের ইচ্ছামত কাজ পেয়েছি, বোধ হয় এখন হইতে নিজের ইচ্ছামত পড়িতে পারিব। হায়! তিনি জানিতেন না যে, এই ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর গ্রন্থরক্ষকের পদই তাঁহার অদৃষ্টাকাশের রাহু!

ইউরোপীয় আধুনিক ও পুরাতন সাহিত্যে ও ভাষায় তিনি বিশেষ রকম বিদ্বান্ ছিলেন। শুনিয়াছি নাকি প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রোফেসার সুপণ্ডিত পার্সীভেল সাহেব একবার তাঁহার ক্লাশের ছেলেদের কাছে হরিনাথের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'Yes, he can teach me Latin and Greek for several years !' "[১]

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যান। বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ য়ুরোপ ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় একজন দক্ষ দোভাষীর তাঁর প্রয়োজন হয়। মহারাজার অনুরোধে ইংরেজ সরকার হরিনাথকে এই কাজের দায়িত্ব দেন। এ সম্বন্ধে *Journal of the Moslem Institute*এ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।[২] এবারে য়ুরোপে থাকাকালীন রিখার্ট ফন্ পিশেল্, টি. ডব্লিউ. রীস্ ডেভিডজ্ প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে হরিনাথ প্রাচ্যতত্ত্বগবেষণার বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।[৩] সর্বোপরি এই সময় থেকে হরিনাথ গের্মনীয় বা ড্যয়্‌টশীয় প্রাচ্য সঙ্ঘের নিয়মিত সভ্য (Ordentliche Mitglieder) হলেন।[৪]*

ই. ডেনিসন্ রসের *Both Ends of the Candle* পাঠে আমরা আরও জানতে পারি: "Accompanying the Maharaja of Burdwan as interpreter, when the *Maharaja* was received in audience by

the Pope, Harinath addressed His Holiness in faultless Latin, and on the Pope's complimenting him, and observing that he ought to study the modern languages of Italy, Harinath made a little speech in Italian."[১] বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাবের *Impressions : The Diary of a European Tour*এ কিন্তু রস্‌ সাহেবের উপর্যুক্ত বিবরণীর যাথার্থ্য মেলে না। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭[২] এপ্রিল বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ য়ুরোপ ভ্রমণে বেরন। মহামান্য পোপ দশম পিয়ুস (Pius X)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় (১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৯ মে মধ্যাহ্নে) মহারাজার দোভাষী হিসেবে ছিলেন ওখানকার ইংরেজী কলেজের অধ্যাপক প্রিঅর্‌ (Prior)। হরিনাথ নন। তিভোলি থেকে বেড়িয়ে সন্ধ্যেবেলায় রোমাতে হোটেলে ফিরে মহারাজা বিজয়চন্দ্‌ তাঁর বন্ধু হরিনাথকে দেখে উৎফুল্ল হন : "On return to the Hotel, I was delighted to find that my friend, Mr. De (Mr. Harinath De, the than Professor of the Calcutta Presidency College, now Librarian of the Imperial Library in Calcutta.) had arrived from India to join us."[৩] অবশ্য রস্‌ সাহেবের উল্লিখিত বিবরণীর সূত্র ধরে ভারতে মহামান্য পোপের প্রতিনিধিকে (Apostolic Internunciature in India) আমি এক চিঠি লিখি। পত্রোত্তরে (৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৬) মাননীয় শ্রীজেমজ্‌ রবার্ট নক্‌স্‌ (James Robert Knox) এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্যে আমাকে পোপের দফ্‌তরে চিঠি লিখতে নির্দেশ দেন।[৪] চিঠি লিখে মহামান্য পোপের দফ্‌তর থেকে

আমি অবশ্য এতাবৎ কোনও জবাব পাইনি। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, রস্ সাহেবের অনেক আগে অঘোরনাথ ঘোষের লেখাতেও আমরা পাই : "হরিনাথ দ্বিতীয় বার যখন বিলাত যাত্রা করেন তখন তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজার Guide ছিলেন। মহারাজ রোম নগরীতে পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আধুনিক রোমের ভাষা ইতালীয়, ল্যাটিন আমাদের সংস্কৃতের ন্যায় দেবভাষা। পোপ বিদেশীয়ের সহিত সাক্ষাতের সময় ল্যাটিন ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় কথা কহিতেন না। কাজেই হরিনাথকে সে স্থলে দ্বিভাষীর কার্য্য করিতে হয়। তিনি সে কার্য্য এত সুন্দর রূপে সম্পন্ন করেন যে, পোপ একজন বিদেশীয়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়ের ল্যাটিন ভাষায় এরূপ অধিকার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন।"[১]

য়ুরোপ থেকে ফেরার পর হরিনাথ হুগলি কলেজের স্থানাপন্ন অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন (৪ নভেম্বর ১৯০৬)।[২]* এবং এই সময় তিনি আরও কিছু অনুবাদকর্মে হাত দিলেন। অমৃতলাল বসুর 'বাবু' ও 'রাজাবাহাদুর' এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা'র অনুবাদ করতে থাকেন তিনি। ইতিমধ্যে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিতে এম্. এ. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।[৩] পালিতে এম্. এ. পরীক্ষা দেওয়ার সময় প্রশ্নপত্রে সম্বলিত ধনিয়-সুত্ত (সুত্ত-নিপাতের দ্বিতীয় সুত্ত)-র

তিনি একটি মূলানুগ ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার পর ধনিয়-সুত্তর পূর্বোল্লিখিত অনুবাদটি সম্বন্ধে তিনি কৌতূহলী হন। পালি পরীক্ষার উত্তরপত্র থেকে ওই অনুবাদটিকে সংগ্রহ করে পরে তিনি সেটিকে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের পর *The Calcutta University Magazine*এ প্রকাশ করেন।[১]

ভারতের প্রধানতম গ্রন্থাগার, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির প্রথম গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়েছিলেন জন্ ম্যাক্ফ্যারলেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে এই পদ লাভ করার আগে তিনি বৃটিশ মিউজিয়মের সহকারী গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে অকস্মাৎ তিনি মারা গেলে উক্ত পদ কিছুদিনের জন্যে শূন্য থাকে। এই বছরের ১২ ডিসেম্বর হরিনাথ ওই পদটি পাওয়ার আশায় এক আবেদনপত্র পেশ করেন। আবেদনপত্রটিতে হরিনাথের শিক্ষাগত যোগ্যতা তথা বিদ্যাবত্তার বহুবিধ প্রমাণ বর্তমান।[২] তারপর ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুআরি হরিনাথ এই পদে নিযুক্ত হলেন।[৩] তাঁর এই পদ লাভের কথা জেনে লর্ড কার্জন ইংলণ্ড থেকে হরিনাথকে এক অভিনন্দনপত্র পাঠান। কার্জন লিখেছিলেন: "You are the right man in the right place."[৪]

গ্রন্থাগারিক হওয়ার বছরে হরিনাথ আরবী ভাষাতে ডিগ্রি অভ্ অনার্ পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞানের পরিচয় জানার পদ্ধতিটি ছিল অতি কঠিন। নোক্তাবিহীন আরবী লেখা পরীক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া হত। নোক্তা ছাড়া আরবী পড়া যে কি দুরূহ কর্ম আরবী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই তা জানেন।[৫] হরিনাথ এই পরীক্ষাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং

ভারত-সরকার কর্তৃক পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেন: "It is notified that Mr. Harinath De of the Indian Educational Service at present officiating as Librarian of the Imperial Library, Calcutta, has obtained a degree of honour in Arabic in the first division and has been awarded the authorised donation of Rs. 5,000."[১] এই বছরেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিব্রুতে এম্. এ. পরীক্ষা দিতে উৎসুক হন।[২] এবং এই একই বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. আর্. এস্. পরীক্ষা সম্পর্কিত কমিটিতেও হরিনাথের নাম মেলে: "That the question of the equalization of standards in the different subjects included in the Premchand Raychand Studentship Examination be referred to a Committee consisting of the members :

The Hon'ble Vice-Chancellor.
Sir Gooroo Dass Banerjee, Kt., M.A., D.L.
H. M. Percival, Esq., M.A.
N, N. Ghose, Esq., F.R.S.L.
C. Little, Esq., M.A.
Harinath De, Esq., M.A.
J. A. Canningham, Esq., M,A."[৩]

এই সময় হরিনাথ বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৬-০৭ খ্রীস্টাব্দে টি. ডব্লিউ. রীস্ ডেভিড্‌জ্ সম্পাদিত *Journal of the Pali Text Society*তে হরিনাথের একটি মূল্যবান্ রচনা প্রকাশিত হয়।[৪] রচনাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম *Pānini and Buddhaghosa.*

বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্যাদির সূত্র ধরে পাণিনি ও বুদ্ধঘোষের কাল সম্পর্কে হরিনাথ মন্তব্য করেছেন: "This shows conclusively that Pānini the grammarian lived before Buddhaghosa, and that those who, like Professor Pischel, maintain that he lived in the sixth or seventh centuary A. D. are wrong." দ্বিতীয় ভাগ *A Note on the Word 'Lankāro'* নিঃসন্দেহে হরিনাথের ভাষাতত্ত্বে গভীর প্রবেশের স্বাক্ষর: "In the Sīlānisamsa Jātaka (Fausboell, ii. 112) occurs the phrase 'sovannamayo lankāro.'

In Vol. II. of the Cambridge University Press translation of the Jatākas, Mr. Rouse, the translator, omits the phrase altogether, and adds the following note :

'*Lakāro* or *Lankaro* : I do not know what the word means. Professor Cowell suggests *anchor*, the mordern Persian for which is *langar*...'

With all respect to the memory of my dear and revered teacher, Professor Cowell, at whose feet I learnt the elements of the Pali language, I venture to suggest that the word means 'a sail'. My authority for this signification is a passage from Buddhaghosa's Visuddhimagga (p. 110 of the Burmese edition Pathavikasinaniddeso)..." তৃতীয় বা শেষ ভাগটি হল *A Note on a Passage in Prajnākaramati's Commentary on S'āntideva's Bodhicharyāvatāra.* এ বিষয়ে রেভারেণ্ড ইয়াকামি সোগেনের অভিমতটি উল্লেখ করা চলে: "The extreme difficulty of obtaining birth as a human being as illustrated by the well-known Simile of the One-eyed Tortoise : 'Mahârnava-yuga-cchidrakûrma-grîvârpanopamâ.' This simile which frequently occurs in Buddhist works of both the Vehicles, such as the Lotus of the Good Law (Ch. XXV), Nâgârjuna's Friendly Epistle (Stanza 59 of the Tibetan version), Bodhicaryâ-vatâra (IV 20), Therîgâtha (Gathas of Sumedha, V 500)

Atthasalini (P. T. S. p. 60, Sec. 191) and Saddhammopayana (V. 44 J. P. T. S for 1887) was long misunderstood by Europen scholars, including Burnouf and Kern, the latter of whom regarded it as an allusion to the mythological tortoise which supports the earth in Hindû cosmogony. It was for the first time properly explained by my friend, the late Mr. Harinath De who, in a valuable cotribution to Prof. Rhys Davids' Pâli Text Society's Journal for 1906-1907, traced it back to Bâlopanditasuttam of the Majjhima Nikâya where Buddha used the similitude :—'Imagine to yourself, O Bikkhus, that a man should throw into the ocean a yoke with one hole in it ; that this yoke should be tossed by the east wind to the West, by the west wind to the East, by the north wind to the South and by the south wind to the North. Imagine also that there should be in the occan a one-eyed tortoise which raises its head once only at the end of a century. Now what do you say, O Bhikkhus, would that one-eyed tortoise put its neck into the hole of the yoke or not ?'

'If it should at all, O Lord,' replied the Bhikkhus, 'it would do so by the rarest chance only and that at the end of a very long period of time.'

'Far sooner indeed, O Bhikkhus,' said Buddha, 'would that one-eyed tortoise put its neck into that only hole of the yoke than would an ignorant man who has once fallen into one of the evil *gatis* (i. e., birth among brute beasts, goblins or in hell) would be able to regain birth among human beings.' "[১]

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ মার্চ হরিনাথ ভূমিকাসহ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-

শকুন্তলম্'-এর দুটি অঙ্কের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করেন।[১] এই বহুমূল্য ভূমিকাটির জন্যে অনুবাদকর্মটিকে কার্যতঃ এক মহার্ঘ গবেষণা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ইংরেজীতে শকুন্তলার অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও হরিনাথ এক বিশেষ তাগিদেই এ বিষয়ে উদ্যোগী হন। কেননা তাঁর ভূমিকার শুরুতেই হরিনাথ বলেছেন: "A New translation of Sakuntala, when there are so many already in existance, calls for an explanation and the explanation is very simple one. Sakuntala is a lyrical drama strongly resembling in tone and character Tasso's Aminta or Guarini's Pastor Fido—a fact which none of my predecessors in the field seem to have taken into consideration. Had they done so, they would have translated Kalidasa's dramatic masterpiece not in prose nor in blank verse nor again in blank verse mixed with prose, but in rhymed verse which alone is the adequate vehicle for representing romantic poetry in English. Again there is no satisfactory translation of Sakuntala in English. Sir William Jone's version has long been out of date; that of Sir William Monier Williams is full of blunders and gives no better idea of the original than Mickle's Lusiad gives of Camoens's epic. In the preface to the revised edition of his version of Sakuntala, published in Sir John Lubbock's 'Best Hundred Books of the World' the late Boden Professor of Sanskrit writes 'that he can honestly say that he did his best to make his representation of Kalidasa's immortal work as true and trustworthy as possiable.' But, unfortunately, he has overrated the merits of his own performance." হরিনাথ এই ভূমিকায় মনিয়র্-উইলিয়ম্‌স্ (Monier-Williams)-এর বহুখ্যাত অনুবাদটির অনেকগুলি ভুল নির্দেশ করেন। সংক্ষেপে বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত

শকুন্তলা-অনুবাদের এক তুলনামূলক পর্যালোচনা এই ভূমিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য। হরিনাথ এখানে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে য়ুরোপীয় ভাষায় শকুন্তলা-অনুবাদকদের মধ্যে অধ্যাপক ডঃ লুড্‌ভিক্ ফ্রিট্‌সে (Ludwig Fritze)-ই হলেন সার্থক ও শ্রেষ্ঠ। এবং অনুবাদসংলগ্ন টীকাগুলিতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে কালিদাস সাহিত্যের এক সুচিন্তিত যোগসূত্র উপস্থাপিত করেছেন।

এই বছরের ৩ এপ্রিল এশিয়াটিক সোসাইটিতে নবাব নস্‌রৎ জঙ্গের ঢাকার বিবরণীমূলক পারসীক রচনা 'তারীখ্-ই-নস্‌রৎজঙ্গী'র ওপর হরিনাথ এক গবেষণাপত্র পাঠ করেন।[১] পরে (১৯০৮) এশিয়াটিক সোসাইটির *Memoirs* এ উক্ত রচনাটি হরিনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[২] প্রসঙ্গতঃ উপর্যুক্ত সোসাইটির ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের *Annual Report* থেকে নিম্নোক্ত বিবরণীটির উল্লেখ করা চলে: "Mr. Harinath De edited for our *Memoirs* the Persian text of a very interesting history of Dacca, designated as the Tārīkh-i-Nusratjangī by Nawab Nusrat Jang of Dacca, who began its compilation apparently some time before 1817, but unfortunately left it incomplete as death overtook him in 1822. After his death it was continued and brought down to 1843 by the son of his 'Arzbegī, Hamīd Mīr, properly called Sayyid Abdul Ghani. The Editor concludes his preface with a promise to give a translation of this booklet with historical notes in due course."[৩] সৈয়দ হোসেন 'তারীখ্-ই-নস্‌রৎজঙ্গী'র সম্পাদনাকর্মে হরিনাথের নৈপুণ্যের প্রশংসা করেন।[৪]

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল হরিনাথ কলকাতা হিস্টোরিক্যাল্ সোসাইটির কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন।[৫] এবং এই সময় সম্ভবতঃ উক্ত

সোসাইটির তরফ থেকে তিনি *Mémoire de M. Jean Law*র সম্পাদনায় হাত দেন।[১] শোভালিএ ল ছিলেন পলাশীর যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক। তিনি হলেন সেইসব ভাগ্যান্বেষী য়ুরোপীয় দুঃসাহসী ব্যক্তিত্বেরই অন্যতম যাঁরা আঠারো শতকে ভারতবর্ষের দিকে পাড়ি দিয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের আগেও তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে এদেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে হাত মেলান। তাঁর সাহসিকতার জন্যে তিনি এদেশে সবিশেষ জনপ্রিয় হন। পলাশীতে পরাজয়ের পর যুদ্ধবন্দী হিসেবে তাঁকে ফ্রাঁসে ফিরে যেতে হয়। পরবর্তীকালে তিনি ভারতে এসে ফরাসী সংস্থার শাসকের পদ লাভ করেন। "Chevalier Law was a great observer of men, and also a writer of some talent. He has left behind him very interesting memoirs relating the events he saw in India and describing the customs and manners of the people of India at that time, with special reference to the rulers of the epoch. The late Mr. Hari Nath De, of the Imperial Library of Calcutta, having heard of those memoirs found out the original manuscript after long researches. He had commenced to edit those memoirs in book form when death put an end to his labours."[২] *Mémoire de M. Jean Law*র ত্রয়োদশ অধ্যায় (Chapitre treiziéme) পর্যন্তই হরিনাথের সম্পাদনায় মুদ্রিত হওয়ার প্রমাণ এখনও বর্তমান। এই গ্রন্থের (মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় তিন শ) ভূমিকা ও টীকাগুলি হরিনাথ ফরাসীসেই লেখেন। উপর্যুক্ত গ্রন্থের তিনি যে ইংরেজী অনুবাদ শুরু করেছিলেন তার নজিরও কিছু মেলে। *Mémoire de M. Jean Law*র সম্পাদনাসূত্রে তিনি একটি পারসীক শব্দের যথার্থ বানান ও উচ্চারণের জন্যে জনৈক ফজল রবীকে একটি চিঠি লেখেন। পত্রোত্তরে (২১ সেপ্টেম্বর ১৯০৭) রবী সাহেব কার্শিয়ং থেকে হরিনাথকে লিখলেন :

"Your letter of the 17th. instant to hand. You ask my view to the correct pronunciation and consequently spelling

of a word 'nazar dulel' that you came across in a certain French Ms. dealing with the history of Sirajuddala. I consider that the proper word conveying the meaning you interpret should be Nazir Nazar o atat...His function was to see that all presents made to Nawab were properly kept and all gifts made by him were given with proper dignity to the persons for whom they were meant...."

হরিনাথ এ বিষয়ে যদুনাথ সরকারের সঙ্গেও পত্রবিনিময় করেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর পাটনা থেকে যদুনাথ কর্তৃক হরিনাথকে লেখা একটি চিঠি প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধার করা চলে :

"The French writer's account of the death-bed advice of Shah Jahan to Aurangzib is apocryphal. The three authorities on Aurangzib's reign when narrating the story of the captive Emperor's death mention no such thing (*Masir-i-Alamgiri*, p. 53, *Alamgirnamah* pp. 926-931, and *Muntakhab-ul-labab*, ii, 187-188). There are two other contemporary Persian Histories of Aurangzib's reign, viz., Bhimsen's *Dilkasha* and Isridas Nagar's *Fatuhat-i-Alamgiri*, but both are silent on the point.

I have carefully gone through the more than hundred letters of Aurangzib to Shah Jahan given in the *Adab-i Alamgiri*, including some written during the latter's captivity, but I have not found any reference to such last instructions. None of the various Mss. of the correspondencee of Aurangzib's reign which I have copied for the last six years and thus made an exhaustive collection, gives the letter you mention.

Indeed, there is an inherent improbability of any such letter having been written by Shah Jahan, who was not on speaking (or more correctly corresponding) terms with his

unnatural son during the last years of his captivity. Khafi Khan tells us that Shah Jahan had to be thrice entreated by Jahanara before he could perdon Aurangzib.

In the war of succession, 1658, however, shortly after the battle of Samngarh, while Aurangzib was about to leave Agra to pursue the fugitive Dara in the Panjab, Shah Jahan wrote a letter to the former (given in the Asiatic Society of Bengal's Ms. of the *Zafarnamah-i-Alamgiri* by Aquil Khan Razi) in which the old king entreated his victorious son not to compel Dara to seek an asylum in Persia and thus cause the scandal of the Great Mughal's son becoming a pensioner of Persia. But the Fr. writer could not have meant this letter."

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ৬ নভেম্বর এশিয়াটিক সোসাইটিতে *An Arabic translation of Controversial Pamphlets in Urdu and Persian by Rafi Al Khuli*র ওপর হরিনাথ একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেন। এই গবেষণাপত্রটি এশিয়াটিক সোসাইটির *Memoirs*এ প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল।[১] এবং হরিনাথ সম্পাদিত 'তারীখ্-ই-নস্রৎজঙ্গী'-র পিছনের মলাটের বিজ্ঞাপন থেকে আরও জানা যায়: "An Arabic translation of Controversial Pamphlets in Urdu and Persian by Rafi Al Khuli—by HARINATH DE (*In the press*)."[২] যদিচ ছাপাখানা থেকে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়ে উক্ত গবেষণাপত্রটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। কেননা এশিয়াটিক সোসাইটির *Memoirs*এ হদিস মেলে না।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৫ ফেব্রুআরি এশিয়াটিক সোসাইটিতে হরিনাথ *The Builders of the Taj* নামে আর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র পাঠ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার পরবর্তী কোনও সংখ্যায় উক্ত

গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল।[১] *The Hindusthan Review* (অগস্ট ১৯০৫)-তে প্রকাশিত তাজমহল সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের একটি মূল্যবান্ রচনা হরিনাথকে এ বিষয়ে প্রথম উৎসুক করে। পরবর্তীকালে হরিনাথের এক বন্ধু (যিনি অনামী থাকতে চেয়েছেন) তাঁকে দুটি পারসীক ও একটি উর্দু পাণ্ডুলিপি দেখান যাতে মমতাজের জীবন ও তাজমহল সম্পর্কে অনেক চিন্তার খোরাক ছিল। এই পাণ্ডুলিপিগুলির ওপর ভিত্তি করে ও নানা রূপ গবেষণামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে হরিনাথ তাজমহল নির্মাণ ইতিহাসের এক চির উপেক্ষিত দিকে আলোকপাত করেন। এই দিকটি হল তাজ নির্মাণে মেহনতী মানুষের ভূমিকার তথ্যানুসন্ধান। তাজ নির্মাণে বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরের সংখ্যা, তাদের কর্মরত দিনের হিসেব, মজুরী—এই সব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের বিবরণী হরিনাথের রচনায় পাওয়া গেল। তাছাড়া তাজমহল নির্মাণের নানাবিধ উপকরণ সম্বন্ধেও অনেক তথ্যাদি এখানে পাওয়া যায়। যেমন তাজমহলের গায়ে যে সব জহরত খোদাই করা আছে তাদের নাম, ওজন ইত্যাদির এক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী আমরা পাই। হরিনাথের এই গবেষণাপত্রটি থেকে জানা যায় যে তাজমহল তৈরি করতে চার কোটি আঠারো লক্ষ চার হাজার ছাব্বিশ টাকা সাত আনা খরচ পড়েছিল।[২]

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল এশিয়াটিক সোসাইটিতে *An Account of the Construction of (1) the Taj, (2) the Moti Masjid, (3) the Agra fort, and (4) Fatehpur Sikri*-র ওপর হরিনাথ একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেন।[৩]

*Congrès International des Orientalistes*এর পঞ্চদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ক্যবন্‌হাভনে (১৪—২০ অগস্ট ১৯০৮)। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের এই মহাসম্মিলনে হরিনাথ একটি গবেষণাপত্র *The Date of Subandhu* পাঠান। এ বিষয়ে যথাযথ তথ্যাদি সংগ্রহের আগ্রহে শেষাবধি আমি পারির *Ècole Nationale des Langues Orientales Vivantes* কর্তৃপক্ষকে একটি

চিঠি লিখি। পত্রোত্তরে (১২ এপ্রিল ১৯৬৭) উক্ত শিক্ষায়তন কর্তৃপক্ষ আমাকে এ সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্যাদি জানান।[১] পারি থেকে পাওয়া আলোক-প্রতিলিপিটি পাঠে জানা যায়: "M. THIBAUT joint aux actes un mémoire de Mr. HARINATH DE (Calcutta), intitulé : The Date of Subandhu, the Author of the famous Sanskrit Romance called the Vāsavadattā."

হরিনাথের বয়স এই সময় ত্রিশের উর্ধ্বে তবুও academic adventure-এর আগ্রহ তখনও তাঁর অদম্য। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে নন্‌-ক্যালিজিয়েট্‌ ছাত্র হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের দুটি শাখাতে এম্‌. এ. পরীক্ষা দিলেন। এবং একই সঙ্গে তিনি 'এ' ও 'ই', এই দুই গ্রুপে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন।[২] হরিনাথের সংস্কৃতে এই পরীক্ষা দেওয়ার কারণ সম্পর্কে অঘোরনাথ ঘোষের লেখা থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা যায়। এই কৌতুককর ঘটনাটি হরিনাথই নাকি তাঁর ছাত্র অঘোরনাথকে বলেছিলেন: "এক বার কোনও একটি সংস্কৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের অযথা কঠোরতা প্রভৃতির জন্য তিনি তাহার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি সংস্কৃতের কিছুই জানেন না বলিয়া পাণ্ডিত্যাভিমানী পণ্ডিতেরা তাঁহার সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান! তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের যে ধারণা তাহা অমূলক প্রমাণ করিবার জন্য কিছু দিন পরেই তিনি সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষা দেন এবং সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন।"[৩] অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও তাঁর স্মৃতিকথায় হরিনাথের এই পরীক্ষা সম্পর্কে এক কৌতুকাবহ বিবরণী রেখে গেছেন: "The M.A. examination came in November 1908. The M.A. examination then used to be held a year after the

B.A. I remember a very interesting incident in this connection. My professor, Prof. H. N. De, the famous linguist of whom I have already spoken so much, took his M.A. again with us in Sanskrit....He would not sit and write all the time, but would walk along the Senate Hall, and passing by us (we were all his students), would enquire how we were faring. I remember to have asked him then, 'How is it, Sir, that you are freely moving about without a guard, being an examinee yourself?' 'Do you think, Suresh,' he smilingly said, 'that I need a Guard?' His result was of course as expected. He was first in the 1st class with 90% marks."[১] এই বছর গণনাথ সেন 'এ' গ্রুপে অন্যতম পরীক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর নামটি হরিনাথের পরে দেখা যায়।[২]

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ্.ডি. উপাধি লাভের জন্যে একটি গবেষণাপত্র পেশ করেন: "The Registrar requested the Syndicate to appoint a Board of Examiners to examine the Thesis submitted by Mr. Harinath De, M.A., for admission to the Degree of Doctor of Philosophy.

RESOLVED—

That Dr. G. Thibaut, C.I.E., Ph.D., D.Sc., Dr. Hermann Jacobi (Bonn) and Dr. O. Franke (Berlin) be appointed a Board of Examiners to examine and report on the Thesis submitted by the candidate."[৩] এবং এই বছরেই হরিনাথ সংস্কৃতে ডিগ্রি অভ্ অনার্ পরীক্ষা দিলেন ও সরকার কর্তৃক পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারস্বরূপ লাভ করলেন।[৪]

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মার্চ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বিখ্যাত গ্রন্থ 'কালিদাস'-এর একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন হরিনাথ। এই ভূমিকাটিতে

তিনি কালিদাস সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গবেষণাবলীর এক বিস্ময়কর বিবরণী উপস্থাপিত করেছেন: "I cannot conclude this introduction without paying a tribute to the memory of the late Prof. A. Stenzler, to whose Latin translation of Raghuvamsham and Kumarsambhavam the late Dr. K. M. Banerjea owes whaterer is excellent in his edition of the two epics, and to that of the late Prof. Pischel, himself one of the most distingushed pupils of Prof. Stenzler, whose revised edition of the Bengali recension of Sakuntala, which is now being brought out by Prof. Lanman in America, will settle once for all the priority of the Bengali recension of the text of that drama."[১] বস্তুত: কালিদাসের কাল ও রচনা সম্পর্কে এই প্রকারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এতাবৎ খুব কমই হয়েছে।

হরিনাথের এক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে এই বছরের ৩০ জুন তিনি সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'-র অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। এই অনুবাদের শুরুতে তিনি লিখে গেছেন: "This is the first complete version of this difficult Sanskrit work in any language proffered after a careful perusal of four unpublished and one published commentaries." এবং ৭ জুলাই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর গবেষণাপত্র *A Translation of Subandhu's Vasavadatta* পাঠ করেন। হরিনাথ অনূদিত বাসবদত্তা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার পরবর্তী কোনও সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল।[২]*

এই বছরেই তিনি 'নির্বাণব্যাখ্যানশাস্ত্রম্'-এর সম্পাদনা করেন।[৩] হরিনাথের এই সম্পাদনা সম্পর্কে শ্রীবি. এস্. কেশবনের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যায়: "His

edition of the Nirvana-vyakhyanastram bringing out the significance of the twenty types of Nirvana as advocated by different Tirthankras and their schools makes a fascinating study."[১]

এই একই বছরে তিনি 'লংকাবতরসূত্র'-র সম্পাদনাও সমাপ্ত করলেন।[২] ভারতীয় তথা বৌদ্ধদর্শনের আদি ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে লংকাবতরসূত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভিন্‌টারনিট্‌স্‌ সাহেব তাঁর *A History of Indian Literature*এ উল্লেখ করেছেন। লংকাবতরসূত্র ৪৪৩ খ্রীস্টাব্দে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। ভিন্‌ট্যারনিটসের মতে এই গ্রন্থের রচনাকাল ৩৪৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৩৯৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই স্থির করা যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে লংকাবতরসূত্রের রচনাকাল কণিষ্কপূর্ব কোনও সময়। ভিন্‌ট্যারনিট্‌স্‌ সাহেব অবশ্য হরপ্রসাদের মত অগ্রাহ্য করেন। তিনি দেখান রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করেই হরপ্রসাদ এই সিদ্ধান্তে আসেন। *A History of Indian Literature* এর একটি পাদটীকাতে ভিন্‌ট্যারনিট্‌স্‌ লেখেন :

"Haraprasāda Sāstrī (Ind. Hist. Qu. 1, 1925, 208f) speaks of the Laṅkavatāra as a work belonging to the period before Kaniṣka. This is probably based upon the erroneous statement of Rāj. Mitra, Nep. Buddh. Lit., p. 113, that the work was already translated into Chinese in 168-190 A. D. H. Sāstrī (*l.c.*) calls attention to a paper published by Harinath De, 'in which 20 different systems of thought were culled from the Laṅkāvatāra.' "[৩]

এশিয়াটিক সোসাইটিতে গবেষণার ক্ষেত্রে পরম সুহৃৎ ও সহকর্মী এ্যার্নস্ট্‌ টেওডোর্‌ ব্লখের আকস্মিক মৃত্যুর পর হরিনাথ যে শোকবার্তাটি পাঠ করেন নানাদিক থেকে সেটি খুব উল্লেখযোগ্য।[৪] ব্লখের আমৃত্যু গবেষণাকর্মের একটি

তাথ্যিক বিবরণী এখানে আমরা পাই। ব্লখের গবেষণার মূল ধারাটির অনুধাবন কৃতিত্ব এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই শোকবার্তাটি যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তির লেখা শোকবার্তা; শোকোচ্ছ্বাসের বিন্দুমাত্র আভাস এতে কোথাও নেই। ভাবালুতার পরিবর্তে যে সাধনায় ব্লখ্ নিজের শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু ক্ষয় করেছিলেন তার স্বরূপ বিশ্লেষণের দায়িত্বতেই হরিনাথ তাঁর বন্ধু-বিচ্ছেদকে উত্তরিত করেছেন। ভারতবিদ্যার অতি সমস্যাবহুল শাখাগুলিতে ব্লখের বৈদগ্ধ্য ও অবদানের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রাঞ্জলভাবে এখানে আলোচিত হয়েছে। ব্লখের বিদ্যাবত্তার এই মূল্যায়ন পরোক্ষভাবে ভারতবিদ্যার কোনও কোনও শাখাতে গবেষক হিসেবে হরিনাথেরও অগ্রগতির সুস্পষ্ট পরিচায়ক।

ব্লখের জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলি উল্লেখের পর তাঁর গবেষকজীবনের বিবর্তনের প্রধান প্রধান পর্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত অথচ সবিশেষ তথ্যপূর্ণ তাৎপর্য নিরূপণ করেছেন হরিনাথ। প্রথমে তিনি আলোচনা করেছেন ব্লখের ভাষা-তাত্ত্বিক প্রতিভার দিকটি। সবকটি প্রধান য়ুরোপীয় ভাষাতেই ব্লখের প্রবেশ ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রাচ্যভাষাবলী চর্চা। ব্লখের এই ভাষাচর্চা ভারত-বিদ্যার গবেষণায় নিয়োজিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-সংস্কৃতির তথ্য উদ্ধারের প্রধান হাতিয়ার ভাষা। সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষায় যে সমস্ত তাম্রলিপি, মুদ্রা উৎকীর্ণ আছে—সেগুলির পাঠোদ্ধার ও ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে তাদের স্থান নির্ধারণ এই দুটি বিষয়ে ব্লখ্ অনেক সময় প্রায় পথিকৃতের কাজ করেছেন। হরিনাথের পরিবেশিত তথ্যানুসারে ব্লখের প্রথম লিপিতাত্ত্বিক গবেষণা প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। *Journal of the Royal Asiatic Society*তে প্রথম ধ্রুব সেনের আমলের একটি অপ্রকাশিত তাম্র অনুশাসনের ওপর আলোচনা করেন ব্লখ্। ভারতবিদ্যার এই বিশেষ শাখায় ব্লখের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অধ্যাপক পিশেলের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন হরিনাথ। কুশান যুগের একটি বুদ্ধমূর্তিতে উৎকীর্ণ লিপির ওপরও ব্লখ্ গবেষণামূলক কাজ করেন। গবেষণাটি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে *Journal of the Royal Asiatic Society*তে প্রকাশিত হয়। হরিনাথ মন্তব্য করেছেন যে তদানীন্তনকালে কুশান যুগের লিপির নির্ভরযোগ্য গবেষক হিসেবে ব্লখ্ই ছিলেন অগ্রগণ্য। বৈশালীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে ব্লখ্ অনেক প্রাচীন শিলমোহর ইত্যাদি পান। 'বৈশালীর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন' এই শিরনামায় ব্লখের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে ব্লখ্ একটি গবেষণামূলক বক্তৃতামালা

প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার আগেই তিনি মারা যান।

ব্লখের শোকবার্তার সঙ্গে হরিনাথ তাঁর গবেষণামূলক অবদানের দুটি তালিকা সংযোজিত করেন। প্রথম তালিকাটি ব্লখের জীবৎকালে যে বাইশটি গবেষণাপত্র বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার একটি বিবরণী আমরা পাই। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্লখ্ ভারতীয় ইতিহাসের কত অমূল্য উপকরণকে আপন গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন এই গবেষণাপত্রগুলি তার উজ্জল প্রমাণ। য়ুরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের ভাষাতত্ত্বে প্রয়োগমূলক গবেষণার প্রচেষ্টা ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে দুর্লভ।

ব্লখের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে হরিনাথের গবেষণাবলীকে অনেক ক্ষেত্রে দিগ্‌নির্দেশবিহীন বলে মনে হয়। ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্বের সৃজনমূলক প্রয়োগের কৃতিত্ব হরিনাথে অনুপস্থিত হলেও ভাষাতত্ত্বের এই প্রয়োগমূলক গবেষণাক্ষেত্রটি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। ব্লখের শোকবার্তাটি এর একটি প্রমাণ। ব্লখের সঙ্গে তিনি উপনিষদ অনুবাদের যে গুরুত্বপুর্ণ কাজে হাত দিয়েছিলেন সে কাজটিরও ভাষাতাত্ত্বিক তাৎপর্য নিতান্ত সামান্য ছিল না। হরিনাথের ভাষাপারঙ্গমতা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের লক্ষ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এই রকম একটি ধারণা আমাদের দেশে এখনও অনেক দায়িত্বশীল বুদ্ধিজীবীও পোষণ করে থাকেন। হরিনাথের মতো প্রতিভার স্বরূপ অনুধাবনে তাঁরা প্রয়াস স্বীকার করতে রাজী নন। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার প্রতিটি পাথরে যেহেতু হরিনাথ নিজেকে ঘষেমেজে নেননি তাই বিভিন্ন ভাষায় তাঁর প্রবেশ সম্বন্ধে আস্থা এইসব পণ্ডিত মহলে আদৌ নেই। প্রাসঙ্গিকভাবে আর একটি অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান মানুষের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি হলেন প্রখ্যাত গণিতবিদ্ শ্রীনিবাস রামানুজম। একাধারে রামানুজমের শিক্ষক, শিষ্য, বন্ধু ও জীবনীকার জি. এইচ্. হার্ডি (G.H. Hardy) দেখিয়েছেন যে অঙ্কশাস্ত্রের অনেক শাখাতে রামানুজমের বিদ্যা বিস্ময়করভাবে অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক অসাধারণ প্রতিভাবলে অঙ্কশাস্ত্রের কোনও কোনও শাখাতে তিনি স্থায়ী অবদানের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। এটা ঠিক, ভাষাতত্ত্বের তাত্ত্বিক অথবা প্রয়োগমূলক ক্ষেত্রে হরিনাথের স্থায়ী অবদান কিছুই নেই; কিন্তু ভাষার অন্তহীন জটিল জগতে adventurous spirit নিয়ে তিনি যেভাবে স্বচ্ছন্দ বিহার করেছেন তা একমাত্র সেইসব মানুষের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা

আর্থার্ কোএশ্‌ল্যর (Arther Koestler)-এর ভাষায় 'ঘুমে হাঁটা' মানুষ। নিজের ভাষাতাত্ত্বিক নৈপুণ্য সম্বন্ধে অতি নাটকীয় দাবী, ভাষাবিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান লাভের জন্য দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবহার—এই সবের নজির হরিনাথের চৌত্রিশ বছরের জীবনে হয়তো কিছু আছে। তৎসত্ত্বেও তাঁর সমস্ত যোগ্যতা যে একান্ত ধাপ্পাবাজীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না তাঁর বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে ব্লখের মতো পণ্ডিত তাঁর সহকর্মী হিসেবে কাজ করতে কোনও দ্বিধা প্রকাশ করেননি।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জানুআরি এশিয়াটিক সোসাইটিতে হরিনাথ *An unpublished Tibetan-Latin Vocabulary (with pronunciations marked) by an Italian Capuchin named Da Fano, written in 1714. (From the collection in the Imperial Library, Calcutta.)*-র ওপর এক গবেষণাপত্র পাঠ করেন এবং এই গবেষণাপত্রটি এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার পরবর্তী কোনও সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল।[১]

এই সময় হরিনাথ সম্ভবতঃ শাহ্‌ আলমের জীবনী 'শাহ্‌ আলম্‌ নামা'র সম্পাদনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। হরিনাথের মৃত্যুর পর এই গ্রন্থটি এশিয়াটিক সোসাইটির *Bibliotheca Indica*তে প্রকাশিত হয়।[২] ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের *Annual Address* এ সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই সম্পাদনা প্রসঙ্গে হরিনাথের পাণ্ডিত্যের তারিফ করেন :

"It is a matter for genuine satisfaction that considerable activity has also been displayed during the last year in the matter of the publication of Arabic and Persian works of literary or historical importance such as the Persian fairy tale Gulriz, edited by the late lamenred Mr. Azoo and Aga Muhammad Kazim Shirazi ; the Shah Alam Nama, edited by the brilliant scholar too early lost to the cause of lingustic researches in this country, the late Mr. Harinath De ;..."[৩]

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি সম্পাদিত *The Herald*[১] মাসিক পত্রিকায় হরিনাথ চীনা ভাষা থেকে 'মাধ্যমিক কারিকা'-র পঞ্চম, ষড়বিংশতি ও সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদের যথাক্রমে অনুবাদ করেন; *Nagarjuna's view as to the Characteristic of the Being and Non-Being, Nagarjuna's view of Nirvana* ও *Nagarjuna's view of the Soul or the Atman* অনুবাদকর্মে তাঁর সহযোগী ছিলেন রেভারেণ্ড ইয়ামাকামি সোগেন। অনুবাদে আর্যদেবের সুবিখ্যাত ভাষ্যও সংযোজিত হয়। চীনা মূলটি ছিল সুবিখ্যাত পণ্ডিত কুমারজীব কৃত অনুবাদ। পূর্বোক্ত পত্রিকায় তিব্বতী ভাষা থেকে হরিনাথ এক অমূল্য অনুবাদ প্রকাশ শুরু করেছিলেন। তারনাথের 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' গ্রন্থের তরজমায় মনঃসংযোগ নিঃসন্দেহে হরিনাথের অনুবাদচর্চায় একটি বিশিষ্ট স্বাক্ষর। এই অনুবাদকর্মের শুরুতে হরিনাথ লেখেন: "Tārānatha was born in 1573 A. D. His *History of Buddhism in India* was completed in in 1608 A. D. In the subjoined translation I have followed Schiefner's Tibetan text published in 1868 at St. Petersburg under the title *Taranathae de Doctrinae Buddhicae in India Propagatione.* Very great help has been derived from Wassilief's Russian and Schiefner's German version of the work. Wherever I have had occasion to differ from these great scholars, I have indicated my reasons in a footnote." বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ধারাবাহিক অনুবাদ আলেক্সান্দ্র সেৰ্গেয়েইভিচ্ পুশ্‌কিন্ (Alexander Sergeyevich Pushkin)-এর একটি গল্পরচনার ভাষান্তরও হরিনাথ *The Herald*এ প্রকাশ করলেন। পালি থেরীগাথা থেকে এক বিস্ময়কর কাব্যসম্পদ *The Temptation of Subha* এবং বিদ্যাপতির কতিপয় পদাবলীর অনুবাদ হরিনাথ উপহার দিলেন কবিতাপ্রিয় পাঠককে। প্রচলিত কিছু বাংলা গানেরও তিনি ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেছিলেন। অন্যান্য আরও রচনার মধ্যে ফরাসীস, ইতালীয়, রুশ প্রভৃতি ভাষা থেকে বিভিন্ন মেজাজের কবিতার

হরিনাথ কৃত অনুবাদগুলি উল্লেখ্য। বস্তুতঃ ইতালীয় কাব্যসাহিত্যের শক্তিধর স্রষ্টা জাকোমো লেওপার্দি (Giacomo Leopardi)-র সুবিখ্যাত কবিতা *Canto notturno di un pastore errante dell' Asia*র হরিনাথ কৃত অনুবাদ এদেশে য়ুরোপীয় কাব্যচর্চার ইতিবৃত্তে বলা যায়, এক স্মরণীয় প্রয়াস। *The Herald* পত্রিকায় হরিনাথের একটি রসরচনা *An Appeal in a High Court against the Judgment of Daniel* প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। একটি হিব্রু আখ্যানের (History of Susannah) পটভূমিকায় তিনি সমসাময়িক কোনও বাস্তবচরিত্রকে অসাধারণ এক ব্যঙ্গাত্মক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করেন :

"**Blunderbuss J.**—I fully concur in the conclusions of my learned colleague and in the order he proposes to pass. But as there is considerable difference in the steps of ratiocination by which I have gravitated to as the same results, I feel obliged *ex necessitate* to say something in expiation of my *ratio decidendi* in the case. For this purpose it will first of all be necessary to consider the words false, charge, passion, mastick, noon, in their astrological, philological, psychological, etymological, legal and colloquil senses. I shall then proceed to cite extracts from the Penal Code of Patagonia together with apposite quotations from Ulpian. Ortolans, Yajnavalka; Sidi Khalil and my own important contributions in this department of knowledge. The Pundits of this part say, in thorough agreement with the Roman Jurists and Arab traditionists, * * *

* * * *

[Here followed yard long quotations from Latin, Arabic and Sanskrit which the lecturer was unable to take down, because of Justice Blunderbuss's bovine pronunciation, and because our lecturer, like himself, is ignorant of the languages,

although he has promised to get the missing extracts from the very people who were originally commissioned to supply them, *viz.* Pundit...and Moulvie....The ´only intelligible quotation taken down by our stenographer is **'Judex damnatur ubi nosense adsolvitur'**, probably a Latin quotation slightly unconsciously modified though and admirably suited to the occasion.—Editor.]"

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ৫ মে অমৃতলাল বসুর 'বাবু'-র হরিনাথ অনুবাদ করেন। এই অনুবাদকর্মকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন সতীশচন্দ্র ঘোষকে। 'অনুবাদকের মুখবন্ধ' থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলে :

"Robert Burns once said :—

'Oh wad some power the giftie gie us
To see oorsels as ithers see us !'

—a remark more applicable to the worthies of our province than to say other class of sentient creatures. What a lot of fuss was made the other day of an article in the March number of the *Herald* concering the imaginary judgments of Justices Saveall and Blunderbuss in the Appeal of the Elders of Babylon against the judgment of Daniel ! If any worthy thinks that the cap fits him, he is welcome to do so. Don't you remember the English rhyme :—

'Into the sty once stole a bison
Of whom the swine made awful fuss
Till he put a lot of vice on,
Calling forth a blunderbuss ?'

'But we the bison won't discuss', as I have a sonnet ready on the subject matter of the '*Babu*' :—

'The frolics of a female-freeing. -'ism,'
Its rescue of widows unrescued best,
Its lifting classes fain to be depressed

Its vaunted feats of self-fraught altruism,
Oft culminating in a cataclysm,
Its heathen-hating, self-deceiving bias,
Reminding one of Brother Ananias,
Its fits of flatulent patriotism—
These, Brother Satish, in this merry play,
Which, englished by Phillott, Hornell admired.
Babu Amritalal Bose doth portray,
Fortelling some events like one inspired,
Still should Bengala these fanatics cherish,
Or else her comedies will have to perish.'"[১]

এই সুবিপুল ভাষাসাধনা ও বিদ্যাচর্চা যখন পরিণতির পর পরিণতি অর্জন করে চলেছে হরিনাথের জীবনে ঠিক সেই উজ্জ্বলতম অধ্যায়ে এল তাঁর আকস্মিক মৃত্যু। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জীবনের মধ্য অঙ্কে এই চূড়ান্ত যবনিকাপাতের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত হরিনাথ প্রতিভার বিকাশ ছিল অপ্রতিহত।

that female-freeing "Ism"
The freaks of ~~that female freeing cataclysm~~

The frolics of a female-freeing -ism
Its rescue of widows unrescued best,
Its lifting classes fain to be depressed,
Its vaunted feats of self-fraught altruism
culminating in a cataclysm,
Its views resembling those of Annanias
Its heathen-hating Brahmo-deceiving bias
Its flatulent fits of pseudo-patriotism
See, gentle reader, in this merry play
Which once Phillott englished, Howell admired
Bengal's Aristophanes doth portray
~~hatred of hypocrite's cant-inspired~~
love of truth and hate of cant inspired
Still must our country these hypocrites cherish
Or else our comedies will have to perish

ইংরেজী কাব্যরচনায় হরিনাথ দে

চার

হরিনাথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তাঁর মহানুভবতার কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পর এদেশে এমন হৃদয়বান্ মানুষ কমই জন্মেছেন। একটি ঘটনা। একবার এক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক হরিনাথের কাছে কিছু সাহায্যের আশায় আসেন। হরিনাথের কাছে সেই মুহূর্তে এই প্রয়োজন মেটাবার মতো অর্থ ছিল না। তাই প্রথমে তিনি বেশ চিন্তিত হন। একটু পরেই তাঁর মনে পড়ে যে সেই দিনই তিনি বেতন বাবদ বার শ টাকার একটি চেক পেয়েছেন। মুহূর্তের জন্যেও নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা চিন্তা না করেই তিনি ভদ্রলোকের হাতে চেকটি তুলে দিতে পেরেছিলেন।[১] এইভাবে হরিনাথ কখনও কোনও বিপন্নকে সাহায্য করতে পরাঙ্মুখ হতেন না। এজন্যে অনেক সময় তাঁকে খুব অসুবিধেয়ও পড়তে হত। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে ছিলেন অটল। এমনও বহু সময় হয়েছে যে পাওনাদার নির্দিষ্ট দিনে তাঁর বাড়িতে হাজির হয়েছে এবং তিনিও পাওনাদারকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে টাকা বার করেছেন; এমন সময় সহসা কোনও বিপদ্‌গ্রস্ত তাঁর কাছে এসে আরজি পেশ করেছে এবং হরিনাথ পূর্বাপর চিন্তা না করেই বিপন্নের হাতে পাওনাদারের জন্যে রক্ষিত টাকার আংশিক বা সমস্তটাই তুলে দিয়েছেন। এই কারণে পাওনাদারেরা অনেক সময় তাঁর ওপর রুষ্টও হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কোনও বিপদাপন্ন তাঁর কাছে কিছু সাহায্যের আশায় এসে সম্পূর্ণ বিফল হয়ে ফিরে যাবে, এটা তাঁর কাছে একান্ত অসহনীয় ছিল। বরং পাওনাদার ধনী ব্যবসায়ী তার পাওনা টাকা দুদিন পরে নিতে বাধ্য হত। কিন্তু দুঃখার্তকে তিনি কখনও শূন্য হাতে বিদায় দিতেন না। বিশেষতঃ দুঃস্থ ছাত্রদের তিনি যে কত রকমে সাহায্য করতেন তা সত্যই কল্পনাতীত। প্রসঙ্গক্রমে হরিনাথের ছাত্র অঘোরনাথ ঘোষের লেখা থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "Many wild stories are in circulation about him, but those who actually came in contact with him will say with one voice that he

spent a large portion of his income in the cause of charity though sometimes undiscovered. His acts of charity were so numerous at the same time so secretly practised that even his most intimate friends could not tell the exact amount he spent monthly on this account. He had actually to borrow money from time to time to help others. He never desisted from helping the needy and the distressed even at the risk of personal inconvenience and discomfort, sometimes dishonour and insult. I was a witness to many such instances and am sure there are many who tell a similar tale. There are many students in this wide city who will ever lament the death of Mr. De for it has told heavily on their studies and future prospects of life..."[১]

ব্যক্তিবিশেষে দান করা ছাড়াও হরিনাথ অনেক সভা-সমিতিতেও যথেষ্ট দান করতেন। গরীব ছাত্রদের সাহায্য করার জন্যে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে যে ধনভাণ্ডার গড়ে ওঠে তা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই প্রতিশ্রুতি ও সাহায্য-দানেই সম্ভব হয়েছিল। ছাত্রেরা তাঁদের এই পরম সহৃদয় অধ্যাপকের সহানুভূতি ছাড়া কখনও উক্ত ধনভাণ্ডার স্থাপনে সমর্থ হতেন না। এ সম্পর্কে Students' Fund-এর সম্পাদক হিসেবে অঘোরনাথ ঘোষের আর একটি মন্তব্য উল্লেখ্য : "He was a member of the Calcutta University Institute and the members of that Institute will more fondly cherish his name than present when they learn C.U.I. Students' Fund, the establishment and working of which have drawn admiration from many eminent men, owes its origin to Mr. De. Originally a conception long cherished by Prof. B. N. Sen, the fund got its formal shape on the promise of a handsome donation from Mr. De. Without his promise of sympathy

and support I doubt very much if the authorities concerned would have been ever bold enough to launch into so ambitious a scheme."[১] সুরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখাতেও অঘোরনাথ ঘোষের উপর্যুক্ত বিবরণীর আভাস মেলে।[২]

ছাত্রদের শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না; অন্যান্য নানা প্রকারে তিনি ছাত্রদের সাহায্য করতেন। পরীক্ষকরূপে হরিনাথ কখনও ছাত্রদের প্রতি অযথা কঠোরতা প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন না। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে কোনও ছাত্রের প্রকৃত সন্দেহ হলে হরিনাথ সাগ্রহে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অযথা কঠিন কিংবা পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত হলে ছাত্রেরা তাঁকেই "উকীল পাকড়াইত"। একান্ত অসঙ্গত না হলে ছাত্রদের কোনও অনুরোধই এই ছাত্রবৎসল অধ্যাপক প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। এজন্যে "সময় সময় তাঁহাকে উপর ওয়ালার নিকট জবাবদিহি করিতে হইত।"[৩] বস্তুতঃ হরিনাথ ছাত্রদের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। ছাত্রেরা যে কখনও অধ্যাপকদের সঙ্গে মিথ্যাচারণ বা অনুরূপ কোনও কপটতা করতে পারেন হরিনাথের পক্ষে তা সম্পূর্ণই অচিন্তনীয় ছিল। প্রসঙ্গতঃ হরিনাথের এক ছাত্র অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন: "আপন ছাত্রদের ওপর তাঁর অপরিসীম আস্থা ছিল। একবার আমার এক আত্মীয়ের জন্যে একটি প্রমাণপত্রের প্রয়োজনে আমি তাঁর কাছে যাই। এই আত্মীয়টি তাঁর আদৌ পরিচিত ছিলেন না। আমি এঁর সম্বন্ধে সবকিছু তাঁকে বললাম এবং তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ না করে তৎক্ষণাৎ একটি সুষ্ঠু প্রমাণপত্র দান করলেন। এই ধরনের ঔদার্য শুধুমাত্র তাঁর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বিসাদৃশ্য

অগ্রপশ্চাৎ ভাবনাহীন দায়িত্বজ্ঞানহীনতাসূচক বলে কেউ কেউ ভাবতে পারেন। কিন্তু এ ছিল তাঁর পরম স্নেহের ছাত্রদের প্রতি বিশ্বাসপ্রসূত একটি বিষয়।"[১]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাজগতের পবিত্রতায় তাঁর অটুট আস্থা ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনাতেও তিনি মোটেই উদাসীন ছিলেন না। একদা তাঁর এক ছাত্রকে একটি প্রশংসাপত্র দিতে গিয়ে হরিনাথ লিখেছিলেন: "আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষায় এম.এ. পরীক্ষায় ওই ভাষাতে কোনও ব্যক্তিবিশেষের অর্জিত নৈপুণ্যের যথাযথ পরীক্ষণ আদৌ হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, যে-ছাত্র তার পাঠ্য-তালিকাভুক্ত পুস্তকগুলি মুখস্থ করে রপ্ত করেছে তাকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সম্মান দেওয়া হয়; অপরপক্ষে যে-ছাত্র এ বিষয়ে অনেক বেশী গভীর জ্ঞানের অধিকারী সে উত্তীর্ণ হয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে।"[২]

বিদেশী অতি সাধারণ মানুষের প্রতি ভাষাপ্রেমিক হরিনাথের এক স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তাঁর ৩০ বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়িতে একবার একটি মজার ব্যাপার ঘটে। ওপরের বারান্দায় হরিনাথ একদিন অধ্যয়নে রত; বাড়ির নীচে দারোয়ানের সঙ্গে দুটি অল্পবয়স্কা আরবী মেয়ের বচসা যখন রীতিমত হট্টগোলের রূপ ধারণ করে তখন তা তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছয়। তখনকার দিনে এরূপ আরবী মেয়েদের কলকাতার অনেক রাস্তায় বিশেষতঃ ক্যানিং স্ট্রীট অঞ্চলে দেখা যেত। এরা সাধারণতঃ পুঁতির মালা, নানা রকমের পাথর ইত্যাদি বিক্রি করত। হরিনাথ বারান্দা থেকে অদূরে আরবী বালিকা দুটিকে দেখে তাদের অবাধে ওপরে আসার সাদর আহ্বান জানালেন। মেয়ে দুটি ওপরে এলে শোনা যায়, তিনি তাদের সঙ্গে অনর্গল আরবীতেই কথা বলতে শুরু করেছিলেন।

এখানে মিশরবাসী এক কপটিক খ্রীস্টান যুবকের সঙ্গে হরিনাথের সম্পর্কের কথা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। আর একটি ঘটনা। হরিনাথ একদিন তাঁর নিজের কিছু লেখার ছাপার ব্যাপারে এক ইসলামী ছাপাখানায় যান। সেখানে হঠাৎ এই যুবকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। যুবকটির মাতৃভাষা ছিল আরবী। সে ওই



রিজ্‌কুল্লাহ্‌, মালাটি ও হরিনাথ দে

প্রেসে ছাপার হরফ সাজানোর কাজ করত। তার সঙ্গে তার মাতৃভাষায় অনেকক্ষণ কথা বলে হরিনাথ তাকে নিজের বাড়িতে (৩০ বাহির মির্জাপুর রোড) আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।[১] আরবীতে কথোপকথনের আগ্রহে কিংবা হামীয় গোষ্ঠীর কোনও ভাষা সম্পর্কে উৎসুক হয়েই বুঝি বা তিনি এই যুবক সম্বন্ধে এত উৎসাহী হন। যুবকটির নাম ছিল রিজ্‌কুল্লাহ মালাটি। যদিচ জন্ বলেই সে সমধিক পরিচিত ছিল। হরিনাথের বাড়িতে বছর দুয়েক সে প্রায় বাড়ির লোকের মতো কাটায়। এবং যাতে সে তার নিজের দেশের খবরাখবর পায় সেজন্যে হরিনাথ তাকে একটি মিশরীয় সংবাদপত্রের গ্রাহকও করে দিয়েছিলেন। জনেরও ছিল তার পরম শ্রদ্ধেয় শরণদাতার প্রতি গভীর ভালবাসা। পরবর্তী-কালে হরিনাথের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে এই যুবক অতি কাতরভাবে তার প্রাক্তন আশ্রয়দাতার সংসারে কিছু আর্থিক সাহায্যদানের অনুমতি ভিক্ষা করে।

শুধু এই সাধারণ যুবক জন্‌ই নয়, সমসাময়িক অনেক দেশীবিদেশী পণ্ডিত ব্যক্তিও হরিনাথের পক্ষপুটে আশ্রয় পান। পালিতে সুপণ্ডিত ধর্মানন্দ কোশম্বীর কথা আগেই বলা হয়েছে। এই পণ্ডিতপ্রবর প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে পুনর্বার গৃহীরূপে জীবন অতিবাহিত করার সঙ্কল্প করায় হরিনাথের ৭৮ ধর্মতলা স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে কিছুকাল কাটান। এই সময় হরিনাথ ও কোশম্বীর মধ্যে বৌদ্ধ-সাহিত্য ও দর্শনের গভীর সব আলোচনা চলত। কোশম্বীর কাছেই হরিনাথ ও পরে বিশ্ববিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ চার্লজ্‌ রক্‌ওয়েল্‌ ল্যান্‌ম্যান্‌ পালিভাষা চর্চা করেন। বৌদ্ধদর্শনের প্রতি হরিনাথের অনুরাগের ভিত্তি কোশম্বীর সংস্পর্শে এসেই দৃঢ়তর হয়। মরাঠীতে লেখা কোশম্বীর সুবিখ্যাত আত্মজীবনী 'নিবেদন' (১৯২৪) গ্রন্থে হরিনাথ সম্পর্কে অনেক কৌতূহলকর কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। কোশম্বীর লেখা থেকে জানা যায় ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তাশিলামা কলকাতায় আসেন। বৌদ্ধ-

ধর্মাঙ্কুর মঠের তরফ থেকে তাঁকে যে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করা হয় তার নেতৃত্ব করেন হরিনাথ। কোশম্বীর সঙ্গে হরিনাথের সৌহৃদ্য ছিল নিবিড়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগে কোশম্বীর অধ্যাপকপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে হরিনাথ সর্বদা সহযোগিতা করেছেন। একদা পালি ব্যাকরণ প্রকাশনার বিষয়ে হরিনাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এক প্রস্তাব করেন :

"Read also a letter from Mr. Harinath De, stating that he proposes to bring before the Syndicate at their next meeting the question of the advisability of the University having a Pali Grammar of its own.

ORDERED—

To be recorded.

ORDERED—

That the work of editing the Pali Grammar, (Balavatara), in Roman Character with English translations and annotations which should be the property of the University, be entrusted to Pandit Dharmananda Kosambi on a remuneration of Rs. 500 and that he be instructed to do this work under the supervision of a Sub-Committee consisting of the following members :—

The Right Rev. the Lord Bishop of Calcutta.

Harinath De, Esq., M. A.

Mahamahopadhyay Satischandra Acharyya Vidyabhusan, M. A."[১]

মৌলবী আবু মুসা আহমদ-উল্ হকও দীর্ঘদিন হরিনাথের ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িতে বসবাস করেন। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনাকালীন হরিনাথের সঙ্গে মৌলবী সাহেবের পরিচয় হয়। এবং ঢাকা কলেজ থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হওয়ার সময়ে মৌলবী সাহেবকে সঙ্গে করে এনেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে তাঁর বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়ির কাছাকাছি হরিনাথ একটি বাড়ি ভাড়া করে মৌলবী সাহেবের থাকার সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ইম্-

পিরিয়াল লাইব্রেরির বৃহৎ সংগ্রহের তত্ত্বাবধানের ভার হরিনাথ সানন্দে মৌলবী সাহেবের হাতেই ন্যস্ত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারসীক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনাকর্মে এবং এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন গবেষণায় মৌলবী সাহেবের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যাপারে হরিনাথ সদাসর্বদা সাহায্য করে এসেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের সহোদর, ইংরেজী ভাষার দিক্‌পাল অধ্যাপক এবং ইঙ্গবঙ্গীয় তথা ইঙ্গভারতীয় সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কবি মনোমোহন ঘোষ[১] কিছুদিন হরিনাথের ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িতে কাটিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলার অনুবাদ সম্পর্কে হরিনাথ অনেক আলোচনা করেন। অধ্যাপক ঘোষের সঙ্গে হরিনাথের সৌহার্দ্য ছিল গভীর। প্রসঙ্গতঃ অধ্যাপক ঘোষের কন্যা অধ্যক্ষা শ্রীলতিকা ঘোষকে আমি একটি চিঠি লিখি। পত্রোত্তরে (২৭ অক্টোবর ১৯৬৬) অধ্যক্ষা শ্রীঘোষ আমাকে যেসব তথ্যাদি জানিয়েছেন তা থেকে কিছু অংশের উল্লেখ করা যায়: "Kindly refer to your letter 14. 10. 66. I am sorry I cannot throw much light on the subject of enquiry except confirming that Harinath De was a great friend of my father's and used to come frequently to our house....He was very jovial and his frequent laugh when my father and he conversed used to be heard from our bedroom. I also remember that my father went almost daily to see Harinath De during his illness and the day he died my father came back very shocked and told my mother he had lost a great friend and the country a great linguist and scholar. When we were older he sometimes referred to him and said Harinath De had a prodigious memory and a phenomenal capacity for learning languages. He told us that he was very independent spirited and that he was glad that Harinath De became the Librarian of the then Imperial Library, as it had relieved him from the dull routine work in the···college and enabled him to pursue his scholarly

interests. I also remember his referring to some trouble which Harinath De got into as Librarian of the Imperial Library....

The late Girja Sankar Roychowdhury...who sat at the feet of both Harinath De and my father at the Presidency College spoke of Harinath De as a very fine teacher. He told me that Harinath De spent two years in teaching one Act of one of Shakespeare's plays and told his students to study the rest themselves. But the method of study had been so well indicated that they had no difficulty in studying the rest of the play, and it gave them an incentive to read the other plays of Shakespeare, nor had they any difficulty as the foundations of Shakespearean study had been laid." আরও একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। অরবিন্দ ঘোষ তখন বড়োদা ছেড়ে কলকাতায় এসে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছেন। এই সময় তিনি মাঝে মাঝে হরিনাথের বাড়িতে আসতেন। এবং সুযোগ সুবিধেমতো মনোমোহন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ ও হরিনাথের মধ্যে গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি য়ুরোপীয় ক্রপদী সাহিত্যের গভীর আলোচনা চলত।

আগেই বলা হয়েছে যে ওগুস্ত্‌ ফর্তিএ নামে ভারতপ্রেমিক এক কানাডাবাসী ফরাসী পর্যটক তথা লেখককে হরিনাথ নিজ ব্যয়ে ওআর্ড ইন্‌স্টিটিউশন্‌ স্ট্রীটে (হরিনাথের বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়ির কাছাকাছি) একখানি পুরো বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিলেন। ফর্তিএ সাহেব বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু মূল্যবান্‌ রচনা প্রকাশ করা ছাড়াও 'ভারতের ইতিহাস' নামক এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত হন। ফর্তিএ সাহেবের সঙ্গে হরিনাথ ফরাসীস সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতেন। ফর্তিএ সাহেবকে কলকাতার সি. এম্‌. এস্‌. কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসীস ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে হরিনাথ যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই ফরাসী লেখকের সঙ্গে একত্রে ফরাসীসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অনুবাদ করে পারি থেকে প্রকাশ করার এক পরিকল্পনাও হরিনাথের ছিল।

সমসাময়িক দেশীবিদেশী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ ও বিদ্বজ্জনেরা হরিনাথের সুহৃৎ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—আব্‌দুল্লাহ অল্‌-মামুন্‌ সুহ্‌রাবর্দি,

উইলিয়ম্ উড্ওআর্ড হর্নেল্ (William Woodward Hornell)[১], এর্নস্ট্ টেওডোর্ ব্লখ্, ডি. সি. ফিলোট্,[২] ইয়ামাকামি সোগেন, মহম্মদ কাজিম সিরাজী, শম্শ্-উল্-উলমা মির্জা আশ্রফ আলি, এ্যর্নেস্ট ফ্রেডেন্বুর্গ (Ernest Vredenburg), সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, হ্যারিংটন্ হিউ মেল্ভিল্ পার্সিভ্যাল্ (Harrington Hugh Melville Percival), হেন্রি ষ্টিফেন্ (Henry Stephen), ঝেওর্ঝ্ তিবো, রামাবতার শর্মা, সত্যব্রত সামশ্রমী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বহুবল্লভ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, জহুর রহিম জাহিদ, রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিন্দ্রকুমার সেন, শরৎকুমার ঘোষ, রিজ্কুল্লাহ ফাতুল্লাহ আজন্, যদুনাথ সরকার, সৈয়দ হোসেন, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শরচ্চন্দ্র দাস, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ সুধীরা।

রুশদেশীয় মহাপণ্ডিত ফেদোর্ ইপোলিতোভিচ্ শ্চের্বাৎস্কি এদেশে এসে হরিনাথের সঙ্গে আলাপে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাঁকে সেণ্ট পিট্যর্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে ব্যক্তিগত অনুরোধ জানান।[১] অবশ্য হরিনাথ কখনও স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে থাকতে মনস্থ করেননি। শ্চের্বাৎস্কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে তিবো সাহেব তাঁর সঙ্গে সংস্কৃতে কথাবার্তা চালান। কিন্তু রুশভাষায় তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের জন্যে বিদ্বান্ উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মরণ করলেন হরিনাথকে। রুশে হরিনাথের ব্যুৎপত্তি শ্চের্বাৎস্কিকে বিস্মিত করে। এখানে শুধু ভাষাগত কৃতিত্বই নয়, বৌদ্ধদর্শন ও ধর্মতত্ত্বে হরিনাথের যে গভীর প্রবেশ ছিল শ্চের্বাৎস্কির মতো বিদ্বত্তমের কাছে তা সুপ্রমাণিত হয়।

হরিনাথের চৈনিক ও জাপানী উৎস থেকে ভারতে লুপ্ত সংস্কৃত লেখকদের কীর্তি উদ্ধারের প্রচেষ্টায় প্রখ্যাত জাপানী পণ্ডিত ওতানি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বহু মূল্যবান্ প্রাচীন চৈনিক গ্রন্থরাজি উপহার দিয়েছিলেন।[২] ওতানির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হওয়ার পর থেকে হরিনাথ নিজেকে আরও গভীরভাবে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনর্জীবন তথা মূল্যায়নে নিরত করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হরিনাথের সঙ্গে নিবিড় আত্মিক যোগাযোগ অনুভব করেই সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ রিখার্ট ফন্ পিশেল্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতায় আসার পথে তিনি এক নিদারুণ ব্যাধির কবলে পড়েন। পিশেলের আকস্মিক অসুস্থতার খবর পেয়েই হরিনাথ গেলেন মাদ্রাজে।[৩] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর মাদ্রাজেই পিশেলের দেহাবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবিদ্যার বিভিন্ন শাখা অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধর্মানন্দ কোশম্বীর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে হরিনাথ কলকাতায় নব্বুই টাকা দিয়ে একটি বাসা ভাড়া করে রেখেছিলেন পিশেলের জন্যে।[৪] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের *Minutes of the Syndicate*এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে :

"That, if agreed to by the family of the late Professor Pischel, the University undertake the publication of the

'Lectures on the Philology of the Prakrit Languages' which he had prepared as Reader to the University, and a nearly complete Manuscript of which had been made over by him a short time before his death to Mr. Harinath De, with a view to such publication; and that a Committee consisting of Dr. T. Bloch, Mr. Harinath De and Dr. Thibaut be appointed to edit, and supervise the printing of the said Lectures....

That the Syndicate put on record their sense of obligation to Mr. Harinath De for the great trouble he has taken in connection with the affairs arising from the illness and death of Dr. Pischel.

...Mr. Harinath. De was appointed to look over the papers in Pali at the recent M.A. Examination in the place of Professor Pischel, deceased."[১]

হরিনাথের গুণমুগ্ধদের মধ্যে সতীশচন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখ্য। তিনি বৈষ্ণব পদাবলী ও ভারতীয় চিত্রকলার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। এই সুহৃদবর বহু অর্থ ব্যয়ে হরিনাথকে 'তন্‌জুর' ও 'কন্‌জুর' নামে দুখানি অতি দুষ্প্রাপ্য তিব্বতীয় মহাকোষ উপহার দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অকালে মৃত্যু হওয়ায় ওই দুই মহাগ্রন্থকে তিনি গবেষণার বিভিন্ন কাজে যথাযথ ব্যবহার করতে পারেননি। *The Herald* মাসিকপত্রে হরিনাথ বিদ্যাপতির পদাবলীর যে অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন (১৭ মার্চ ১৯১১) তা তিনি সতীশচন্দ্র ঘোষকেই উৎসর্গ করেন:

"O you with soul akin to mine,
Defying bravely Time and Fate
And loving Truth and Love Divine,
These lines to you I dedicate.
Though not quite early yet not late
By waves of life together thrown,
Let us henceforth with heart sedate
Compare what either saw alone.

This lovely lay of our sweet clime,
In English garb on ears may jar,
My feeble verse and harsher rhyme
Vidyapati's song may mar,
But you, my friend, who are so kind,
My faults, though grave, you will not mind."

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাঙালীর শিক্ষাযজ্ঞের পরম পুরোধা, কৃতবিদ্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও একদা হরিনাথের সবিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর পদোন্নতি ও অতি সত্বর প্রতিষ্ঠার মূলে (ফলতঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে হরিনাথের যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে) আশুতোষের সহায়তা ছিল অনেকখানিই। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নানাবিধ কারণে হরিনাথের ওপরে নিতান্ত রুষ্ট হয়েছিলেন। আশুতোষের মতো গুণগ্রাহী বিদ্যানুরাগীর পক্ষে এই অসন্তোষের যথার্থ কারণ অনুসন্ধান অধুনা অসাধ্য। যদিচ এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে ঘটনাচক্রে এই দুই মনীষীর মধ্যে এক প্রবল মনান্তর ঘটে। হরিনাথের জীবনের শোকাবহ সমাপ্তির মূলে এই সঙ্ঘাত যে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে, অদ্যাবধি তা প্রায় এক দুর্মরতর কিংবদন্তি! বস্তুতঃ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকের পদ থেকে হরিনাথের মতো একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ভাষাবিদের (শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতাতেই যিনি যে কোনও দেশকালের মানে প্রডিজি আখ্যার যোগ্য) আকস্মিক অপসারণের কারণও হয়তো মেলে আশুতোষের অত্যুগ্র অসন্তোষে। পক্ষান্তরে হরিনাথের বিদ্যাবত্তার ভূয়সী প্রশংসা করতেন আশুতোষ। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির *Annual Address*এ আশুতোষ 'তারীখ্-ই-নস্রৎ-জঙ্গী'র সম্পাদনাকর্মে হরিনাথের সুখ্যাতি করেন।[১] হরিনাথের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আশুতোষ নিদারুণ মর্মাহত হন। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছ থেকে জানা

গেছে, হরিনাথের মৃত্যুসংবাদ যখন তাঁর কাছে পৌছয় তখন তিনি একখানি বই পড়ছিলেন। তাঁর কাছে হরিনাথের মৃত্যুসংবাদ এতই শোকাবহ হয়েছিল যে শোকাহত তাঁর হাত থেকে বইখানি অজ্ঞাতসারে মাটিতে পড়ে যায়।

হরিনাথ ও আশুতোষের মধ্যে বিরোধের বিচিত্র বিবরণী অবলম্বনে অনেক আজগুবি, রোমহর্ষক কাহিনী আজও মানুষের মুখেমুখে ফিরছে! এবং এই বিষয়টির ওপর কিছু কিছু এলোমেলো লেখাও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সঠিক তথ্যাদির অভাবে আমাদের কাছে হরিনাথ জীবনের এই বহুবিতর্কিত বিরোধের বিষাদমাখা আখ্যান আজও অন্ধকারময়। সাধ্যমতো সমস্ত সম্ভাব্য স্থানে সংযোগস্থাপন এবং সর্বোপরি 'রবিবারের বসুমতী' (১৯ নভেম্বর ১৯৬৭), *The Amrita Bazar Patrika* (২০ নভেম্বর ১৯৬৭), *The Hindusthan Standard* (২০ নভেম্বর ১৯৬৭), 'যুগান্তর' (২৫ নভেম্বর ১৯৬৭), প্রভৃতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে চিঠি লিখেও এ বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করতে আমি অপারগ হয়েছি। এই দুই মনীষীর জীবনের এই রহস্যময় দিকটি এখনও তাই স্পষ্টতর হওয়ার অপেক্ষা রাখে। হরিনাথের প্রতিভাদীপ্ত জীবনে অনেক অপরিণত ও সংযমহীন দিকও ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পটভূমিকাতেই তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা করা কর্তব্য। অন্যথায় যে কুৎসা তথা অপপ্রচার হরিনাথের ব্যক্তিত্বকে কালিমালিপ্ত করেছে তা থেকে তাঁকে আমরা যথাযথভাবে মুক্ত করতে পারব না। প্রসঙ্গতঃ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ভাষাচার্য হরিনাথ দে' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশের উল্লেখ করা যেতে পারে :

"হরিনাথ যখন গ্রন্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়কেই তার কর্মকেন্দ্র করে দেশে শিক্ষাবিস্তারের মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর এই শিক্ষাবিস্তারের প্রকল্প বিদেশী শাসকশ্রেণী সুনজরে দেখেন নি, এবং শিক্ষাপ্রসারের অগ্রগতি রোধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টিতও ছিলেন। সিনেট ও সিণ্ডিকেটে প্রভু-স্বার্থের প্রবল বাধা অতিক্রম করে, অনেক সময়ে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে আশুতোষকে শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রস্তাবাদি অনুমোদন করিয়ে নিতে হ'ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ামক সভাসমিতিতে সেজন্যে তিনি চাইতেন নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। শুধু বিরোধিতা নয়, কেউ সমর্থন না করলেও তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর স্বভাবেও যোদ্ধাসুলভ এই মনোভাব ছিল।

হরিনাথ সিনেট ও সিণ্ডিকেটের এক বিশিষ্ট সদস্য। শিক্ষাক্ষেত্রে তখন তাঁর যে আসন, তাতে কোন প্রস্তাবে তাঁর সমর্থন করা-না-করার গুরুত্ব অনেকখানি। তিনি অনেক সময়েই আশুতোষের পক্ষে সমর্থন জানাতেন। কিন্তু প্রত্যেক মিটিং-এ সরকারী দলের বিরুদ্ধে আশুতোষের পক্ষে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি Covenanted Service-এর সরকারী চাকুরে। সরকারের মুখপাত্রদের বিপক্ষে আশুতোষের জোটের মধ্যে তিনি কি করে সর্বদা যান? কিন্তু আশুতোষ তাঁর অসুবিধার কথা বুঝতে চাইতেন না। তাছাড়া, এমন কোন কোন প্রসঙ্গ আসত, যা ঠিক আদর্শগত নয়, দলগত ব্যাপার। হরিনাথের স্বাধীনচেতা স্বভাব প্রত্যেক বিষয়ে আশুতোষকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে পারত না। হরিনাথের একান্ত অনুগত না হওয়া, কর্তৃত্বপরায়ণ আশুতোষের কাছে অত্যন্ত বিরক্তির কারণ হ'ল।

তাঁর বিরক্তির দ্বিতীয় কারণ—হরিনাথের সম্মাননায় কাতর কয়েকটি নিন্দুকের অবিশ্রান্ত মন্ত্রণা। হরিনাথের প্রতি হিংসার্ত এবং আশুতোষের স্তাবক কয়েকজন হীনমনা লোক হরিনাথ সম্পর্কে আশুতোষের অসন্তুষ্ট মতিগতির সুযোগ বুঝে তাঁর কাছে হরিনাথের কুৎসা প্রচার করত এবং আশুতোষ সেসব কথায় কর্ণপাত ও বিশ্বাস করতেন।

শুনলে ঘৃণার উদ্রেক হবে, হরিনাথের চরিত্র নিয়ে এমন ইতর অপবাদ রটনা করত তারা। তিনি থিয়েটার দেখতে ভালবাসতেন এবং কখনও কখনও গিরীশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতির নাটক দেখতে যেতেন। অমনি অপযশ শোনা গেল যে, অমুক বিখ্যাত অভিনেত্রী তাঁর রক্ষিতা!

তাঁর সুরাপানের অভ্যাসের কথা সে-সময় ধর্তব্য ছিল না, কারণ তার কয়েক বছর আগে থেকেই প্রায় পরিত্যাগ করেছিলেন। কখনও কখনও সে-ধরনের পার্টি বা ডিনারে উপস্থিত হ'লে নিয়মরক্ষার মতন নামমাত্র পান করতেন। পানের অভ্যাস আর ছিল না, বলা যায়। তিনি স্পষ্টই বলতেন—'আর stand করতে পারি না। ওসব যা করবার বিলেতে করেছি।' সত্যভাষী হরিনাথ নিজের দোষের কথাও কখনও গোপন করতেন না। ছাত্রজীবনে যে বিশৃঙ্খল হয়েছিলেন, সে-কথা স্বীকার করতেন নিজের মুখে। পানত্যাগ না করলে উল্লেখ করতে নিরস্ত হ'তেন না। কিন্তু নিন্দা রটনা যাদের পেশা তাদের সত্য নিয়ে কারবার নয়। তাই হরিনাথের বিগত জীবনের সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি পল্লবিত করে তাঁর বর্তমানকে মসীলিপ্ত করা ভুল।

আশুতোষ এই সমস্ত কলঙ্কের কথা বিশ্বাস করে নেবার আগে, নিরপেক্ষ সূত্রে অপবাদের সত্যতা বিচার করলেন না। একবার বিবেচনা করে দেখলেন না, যারা নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে, হরিনাথের প্রতি তাদের ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও আক্রোশ আছে কিনা। সত্যাসত্য যাচাই করে নিয়ে হরিনাথের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হ'লে আশুতোষের পক্ষে যোগ্য হ'ত।

কিন্তু নির্বিচারে আশুতোষ হরিনাথের প্রতি এতদূর বিদ্বিষ্ট হয়েছিলেন যে একদিন সিণ্ডিকেটের মিটিংএ উত্তেজিত হয়ে হরিনাথকে বলে উঠলেন, 'তোমার কীর্তিকলাপ সব আমি জানি।'

এত সব সম্মানিত লোকের সামনে প্রকাশ্য সভায় এমন কটূক্তিতে হরিনাথ অপমানিত বোধ করলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কি কীর্তিকলাপ জানেন?'

সকলের সামনে দু'জনে সেদিন বচসা হয়ে গেল। তাঁকে দেখে নেবেন—এই ধরনের কথা বলে শাসিয়ে দিলেন আশুতোষ।

মিটিং থেকে বাড়ী ফিরে সে-রাত্রে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে রইলেন। কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা বললেন না। ক্ষোভে, অপমানে এবং বিপদের আশঙ্কায় অবসন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। আশুতোষের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের কোন দিক তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। যাঁর প্রতি তাঁর বৈরীভাব জাগত, ছলে-বলে-কৌশলে যে-কোন প্রকারে হোক তাঁকে বিধ্বস্ত না করে ক্ষান্ত হ'তেন না বাংলার ব্যাঘ্র!

হরিনাথের দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে তাঁকে আশুতোষের মতন ব্যক্তি শত্রুরূপে গণ্য করলেন। চূর্ণ করতে মনস্থ করলেন এই বহুমূল্য হীরকখণ্ডটি!

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গভর্ণিং বডির আশুতোষ একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। সেই পদাধিকারের সুযোগে হরিনাথকে অপদস্থ করবার উপায় সন্ধান করতে লাগলেন তিনি।

সে কাজ কঠিন হ'ল না। হরিনাথ দু'একটি অযোগ্য, অসৎ ও বিশ্বাসঘাতক লোককে লাইব্রেরীতে চাকুরি দিয়েছিলেন। তাদের সততা ও যোগ্যতার অভাব জেনে নয়, তাদের অভাব-অনটনের কথা শুনে উপকার করবার জন্যে। এখন তাদেরই দুর্নীতি ও কর্তব্যে ত্রুটির ঘটনাগুলি হরিনাথের বিচ্যুতি ও অযোগ্যতার দৃষ্টান্তরূপে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হ'তে লাগল। এমন কি যাদের মঙ্গল করতে গিয়ে হরিনাথ কলঙ্কের ভাগী হ'লেন, তারাই গোপনে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে এদিকের ত্রুটি-বিচ্যুতির নিদর্শন সরবরাহ করে আসত। আর আশুতোষ গভর্নিং বডির সভায় তীব্র সমালোচনা করতেন হরিনাথকে দায়ী

করে। হরিনাথের বিরুদ্ধে যে-চক্রান্ত হ'তে লাগল, তাতেও কোন কোন বিশ্বাসহন্তা গুপ্তভাবে সাহায্য করতে লাগল। যেমন, একদিন মেট্‌কাফ হলে লাইব্রেরীর গভর্নিং বডির সভায় ইলেক্‌ট্রিক আলো সব হঠাৎ নিভে গিয়ে সভা পণ্ড হয়ে গেল। আশুতোষ অন্ধকারে গর্জন করে উঠলেন, 'এ হরিনাথের কাজ।'

কাজটি বাস্তবিকই হরিনাথের নয়, তবে তাঁরই অনুগ্রহপুষ্ট কোন কর্মচারীর প্রত্যুপকার বটে। এমনি ভাবে হরিনাথ অপমানিত, অপদস্থ হ'তে লাগলেন। তার মাত্রা বৃদ্ধি হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত গভর্নিং বডির সভায় চূড়ান্ত অভিযোগ নিয়ে এলেন আশুতোষ। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর টাকা খরচ পত্রের ব্যাপারে গলদ ধরা পড়েছে। হরিনাথের দায়িত্ব আছে এ বিষয়ে, ইত্যাদি অভিযোগ।"[১]

পাঁচ

"Friends we have whose conversation never tires nor
can bore,
Be they absent, be they present, ever faithful, ever true,
From their store of knowledge gain we knowledge of the
days of yore,
Dignity, discipline, counsel, and the art of ruling too.
Should'st thou call them dead, thou never from the path
of truth shalt swerve,
Should'st thou call them living, thou a dotard's name
shalt not deserve."

—*Kulthum ibn Omar al 'Atâbî.*[১]

আজীবন বিত্তানুরাগী হরিনাথের জীবনের একটি প্রধান সখ ছিল দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ। যে সমস্ত বিষয়ে তাঁর অনুরাগ ছিল সে সম্পর্কিত অসংখ্য অমূল্য গ্রন্থাদি সংগ্রহেই এই পুস্তকপ্রেমিক উৎফুল্ল হতেন না; অনেক সময় সুহৃদ্‌জনকে তিনি মূল্যবান্ সব পুস্তক উপহার দিতেন। এ সম্পর্কে হরিনাথের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: "I have always been a great lover of books and have always bought for my own private use a very large number of books on subjects which I understand and in which I am interested from time to time. Moreover it has always been a source of great pleasure to me, although I must confess that such pleasure has no commercial value, to present books to such of my friends and acquaintances as can appreciate them."[২] কলকাতার পুরনো বইয়ের দোকান থেকে শুরু করে দেশবিদেশের সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়গুলি পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে

পুস্তক সরবরাহ করত। হরিনাথের মৃত্যুর কয়েক দিন আগে যখন তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী, তাঁর নামে সুদূর ফরাসীদেশ থেকে পঞ্চাশখানা বই আসে। তাঁর নির্দেশমতো বইগুলিকে নির্দিষ্টস্থানে রাখা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আর ওই বইগুলি নিজে দেখতে সমর্থ হননি। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, ফরাসীরাও শেষবারের মতো এই বিদগ্ধ পণ্ডিতের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জানাতে ভুল করেনি। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ফরাসী পুস্তকবিক্রেতা ওই বইগুলির দাম গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। পরবর্তীকালে ওই বইগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে স্থান লাভ করে। দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য সব সম্পদের আশায় তিনি কলকাতার পুরনো বইয়ের দোকানগুলি তন্নতন্ন করে দেখতেন। নতুন কোনও পুস্তক-বিক্রেতার খোঁজ পেলে নিজেই যেতেন তার কাছে; খুব অসুবিধে হলে ওই পুস্তকবিক্রেতাকে খবর দিয়ে এনে তার কাছে কি দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি আছে সে সম্পর্কে খবরাখবর নিতেন। একদিন কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে একটি অতি সাধারণ পুরনো বইয়ের দোকানে বই দেখার সময় হঠাৎ তিনি একটি বইয়ের মধ্যে ওয়ারেন্ হেষ্টিংজের স্বহস্তে লেখা এক চিঠি আবিষ্কার করেন। তিনি ওই চিঠিখানা ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরীকে উপহার দিয়েছিলেন। হরিনাথের গ্রন্থাগার ও পুস্তক-সংগ্রহ সম্পর্কে অঘোরনাথ ঘোষের লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়: "He was a lover and dreamer of books. By and by he had collected a few thousands of volumes in his library which would have been a matter of pride for any one in any country. His library contained a very fine collection of books in almost all the principal living languages of the world as well as some of the important dead ones. His love of books was so great that he had caused a few hundred of books to be bought in China and brought down here for him. He used to bring from time to time rare books which could not be had for money as loans from distant places like Madras and Bombay, and return them when he had finished with them, and he often visited second hand book shops in search of good books, and I have often seen him many a morning sitting in his room surrounded by

a number of second hand book dealers and inspecting old books."[১]

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায়, কেম্‌ব্রিজ থেকে ছাত্রজীবন শেষ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় হরিনাথ বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ সঙ্গে আনেন। তিনি যখন দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যান তখনও অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি সংগ্রহের কাজকে হরিনাথ উপেক্ষা করেননি। য়ুরোপ থেকে ফেরার সময় এবারেও তিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন অনেক বই। ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেও হরিনাথ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমানেই উৎসাহী ছিলেন। জীবনের শেষ ছ বছরে তিনি প্রতি মাসে প্রায় তিন শ টাকার বই কিনতেন। এইভাবে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহটি ভরে ওঠে হাজার সাতেক পুস্তক ও পাণ্ডুলিপিতে যার মূল্য ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদের জন্যে আবেদনপত্রটিতে (১২ ডিসেম্বর ১৯০৬) হরিনাথ লেখেন: "That in the course of my researches I have discovered a large number of rare and valuable books and manuscripts in India, the most important of which is the discovery of the oldest extant manuscript of Sakuntala found in a village in Bengal which I have presented to the Imperial Library of Berlin; and of the only known manuscript of the poems of Bairam Khan found at Dacca, which has been lent by me to Dr. E. D. Ross, who has promised to edit the same in his own name." প্রসঙ্গতঃ হরিনাথ সম্পর্কে ই. ডেনিসন্ রসের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "He had an interesting way of discovering both men and books, and he might suddenly turn up at my house with a Japanese Buddhist priest, or an Arab, or a rare first edition found in the bazar."[২]

হরিনাথের বহুমূল্য ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের উৎসাহে হরিনাথ অনেক সময় পুর্বাপর চিন্তা পর্যন্ত করেননি। চ্যাপ্‌ম্যান্‌ সাহেবের বিবরণী থেকে জানা যায় যে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের তাগিদে হরিনাথ ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির কর্মচারীদের কাছ থেকে নিতান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ঋণ করতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না।[১] পাণ্ডুলিপি শুধু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নয়, সেগুলিকে স্থায়ী দলিল হিসেবে রাখার জন্যে হরিনাথ পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিকরণের বহু ব্যয়-সাপেক্ষ পদ্ধতির সদ্ব্যবহার করেছেন। এইভাবে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল বহু-ভাষাবিদ্‌ হরিনাথের অমূল্য পুস্তক সংগ্রহটি। আমাদের ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'হরিনাথ দে সংগ্রহ'-এর তালিকাটি সাধারণভাবে পর্যালোচনা করলে পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ব্যাপারে হরিনাথের নিজস্ব রুচির এক বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলির কিছু কিছু উজ্জ্বলতম রত্নের সাক্ষাৎ এই ক্ষুদ্র সংগ্রহে আজও মেলে। বস্তুতঃ এই সংগ্রহের মধ্যে এমন সব পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি আছে যা সচরাচর ব্যক্তিগত সংগ্রহে দেখা যায় না।

পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হরিনাথের এক পরম সুহৃৎ সতীশচন্দ্র ঘোষ তাঁকে বৌদ্ধশাস্ত্রের অতি দুষ্প্রাপ্য দুই প্রকাণ্ড তিব্বতী অনুবাদ সঙ্কলন 'কন্‌জুর' ও তন্‌জুর উপহার দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে আমাকে লেখা শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি চিঠি (৩০ মার্চ ১৯৬৭) উল্লেখ্য: "হরিনাথ দে মহাশয়ের কাছে শুনেছিলুম যে, তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধু স্বর্গত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় (যিনি তখন দক্ষিণ কলিকাতায় ভাবানীপুর অঞ্চলে থাকতেন এবং যিনি সঙ্গতি-সম্পন্ন ছিলেন) তাঁর জন্য এক সেট্‌ Kanjoor ও Tanjoor (wood-block-এ ছাপা বৃহৎ পুঁথি) কিনে দেন। আমি দেখেছি সেগুলো বড় বড় তোরঙ্গে ভর্তি করে Library ঘরে রাখা হয়। সেগুলোর ওপর কাজ করবার তাঁর ইচ্ছা ছিল এবং সেজন্য প্রাথমিক উদ্যোগ আয়োজনও করছিলেন, কিন্তু অকালে ১ বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পড়ায় Kanjoor ও Tanjoor নিয়ে কোন কাজ হয়ে উঠল না। তাঁর মৃত্যুর পরে ঐগুলো সতীশ ঘোষ মহাশয়কে ফেরৎ দেওয়া হয়। তিনি ওগুলো নিয়ে হয়ত কোথাও দান বা বিক্রী করে থাকবেন, সে-সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।

দেখেছি Calcutta Uuiversity-র Tibetan Mss. Collection-এ এক সেট্ আছে। সেখানেও বিশেষ কোন কাজ হয় নি।´ শুনেছি Asiatic Society-তেও এক সেট্ আছে। কি অবস্থায় আছে জানি না।

সতীশ ঘোষ মহাশয়কে আমি বহুবার দে মহাশয়ের ৩০ নং বাহির মির্জাপুর রোড (বর্তমানে হরিনাথ দে রোড) ভবনে আসতে দেখেছি। তাঁদের গভীর আলাপ-আলোচনায়ও অনেক সময়ে উপস্থিত হয়েছি। ঘোষ মহাশয় কবি বিদ্যাপতি নিয়ে নিবিড় আলোচনা করতেন। তাঁরই আগ্রহে দে মহাশয় বিদ্যাপতির পদগুলি ইংরাজী পদ্যে তর্জমা করতে প্রবৃত্ত হন। অনেকখানি এগিয়েও গিয়েছিলেন। Herald Magazine তার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রণবকে আমার copy দিয়ে দিয়েছি, সেখানে অনেকগুলি পদের পদ্যানুবাদ দেখতে পাবে। সতীশ ঘোষ মহাশয়কে ঐ রচনা উৎসর্গীকৃত হয়েছে। Dedication-এর লাইনগুলি আমার এখনও মনে আছে, কেননা আমি Dictation নিতুম।…” এ সম্পর্কে (বিশেষতঃ ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’[১] পাঠান্তে) তথ্যানুসন্ধানসূত্রে আমি জানতে পারি হরিনাথের মৃত্যুর পর সতীশচন্দ্র ঘোষ ‘তন্‌জুর’ সংকলনকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে উপহার দিয়েছিলেন।[২]

দুর্ভাগ্যবশতঃ হরিনাথের মৃত্যুর পর তাঁর মহামূল্য সংগ্রহটি সামান্য মূল্যে বিক্রি হয়ে যায়। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এ বিষয়ে আমাকে যেসব তথ্যাদি জানিয়েছেন (৫ মাঘ ১৩৭৪) তা উল্লেখ করা চলে: “হরিনাথের মৃত্যুর পর গুজব শোনা যায় যে বাজারে নাকি তাঁর হাজার ত্রিশ চল্লিশ টাকার ধার আছে। তাই এইসময় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল হরিনাথের যথার্থই কোনও পাওনাদার বা ক্রেডিটর আছেন কি না? কিন্তু কেউই এলেন না। হরিনাথের এক বন্ধু পুরাণচন্দ্ নাহার মহাশয় তখন ‘ফ্রেণ্ড্লি ক্রেডিটর’ হিসেবে ‘অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্ সিউট’ আনেন। এবং সেহেতু কোর্ট থেকে ব্যারিস্টার

অক্ষয়কুমার ঘোষ (যিনি একদা অক্ষয়কুমার ঘোষ মূল্যার্ নামে পরিচিত হন) মহাশয় 'রিসীভার' নিযুক্ত হন। ব্যারিস্টার অক্ষয়কুমার ঘোষের তত্ত্বাবধানে 'সেণ্ট্রাল কলেজ' (অধুনা ক্ষুদিরাম বসু সেণ্ট্রাল কলেজ')-এ হরিনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহের অমূল্য পুস্তকগুলি 'রিসীভারের সেলে' ওঠে। মাত্র হাজার তিনেক টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। অবশিষ্ট অর্থাৎ অবিক্রীত বইগুলি ব্যারিস্টার অক্ষয়কুমার ঘোষ মহাশয় তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান।" এইভাবে হরিনাথের মহামূল্য সংগ্রহটি কালের করাল গ্রাসে অবলুপ্ত হয়েছে।

এইসময় সামান্য কিছু মূল্যবান্ পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি স্থানান্তরিত হয় যাদের সন্ধান আজও মেলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দারা শিকোহ্ কৃত পারসীক ভাষায় বেদের অনুবাদটির কথা উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গতঃ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র একটি চিঠিতে (১৫ মে ১৯৬৭) আমাকে লিখেছেন: "দারাশিকো-সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছে, সে বিষয়ে এখন এইটুকু বল্‌ছি যে, বইটা দাদা অতি যত্নে তাঁর Library-তে রেখেছিলেন। একদিন আমায় বলেন যে, তুমি এটা ভাল করে একটা label দিয়ে মুড়ে রেখে দাও। পরে তোমার বউদিকে দিও, আমার অবর্তমানে তাঁর কাজে লাগতে পারে। অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন হ'লে বিক্রয় করে সাময়িক অভাব মেটাতে পারবেন। দাদা গত হ'লে আমি বইখানি বউদিকে দিই। তিনি বরাবরই অতিযত্নে সেটি রেখেছিলেন। অনেকদিন পরে,...Calcutta University-কে প্রস্তাব করেন, যদি তাঁরা সেটি কিনে নেন। যতদূর মনে পড়ে ৫০০৲ টাকায় তাঁরা বইখানি কিনে নেন। সেই অবধি সেটি Univ. Library-তে *Rare books*-এর মধ্যে সুরক্ষিত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ যোগ্য ব্যক্তির সাহায্যে বইটার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। বইটি দাদার অন্যান্য মূল্যবান্ সংগ্রহের মধ্যে রাখা ছিল। অনেক বই Receiver's sell-এর সময়ে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, শুধু দারাশিকোর বইটা ছাড়া।" কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের *Accession Register* অনুযায়ী বলা যায়, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ ফেব্রুআরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হরিনাথের স্ত্রী শরৎশোভা দের কাছ থেকে উপর্যুক্ত দুষ্প্রাপ্য অনুবাদটি পাঁচ শ টাকায় কিনে নেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে শো-কেসে রক্ষিত দারা শিকোহের উক্ত অনুবাদটির ওপর একটি লেবেলে লেখা আছে:

"Persian Translation of the Vedas entitled—Sirr-i-Akbar by Prince Dara Shikoh written in beautiful hand. The

beginnings and the ends of the various chapters are highly ornamented and beautifully decorated and each line in each page is written within golden line. The Manuscript is not dated, but it appears to be a copy of the time of Dara Shikoh himself. It is not complete."

হরিনাথের ছাত্র ডঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাকের বাড়িতে একদা আমি জিগ্‌ফ্রিট্‌ গোল্ড্‌শ্‌মিট্‌ (Sigfried Goldschmidt) সম্পাদিত *Râvanavaha oder Setubandha* (১৮৮০) গ্রন্থটি দেখার সৌভাগ্য লাভ করি। ডঃ বসাকের মুখে শুনেছিলাম গ্রন্থটি হরিনাথের সংগ্রহের। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে ডঃ বসাক একটি চিঠিতে (১০ এপ্রিল ১৯৬৭) আমাকে লেখেন : "Goldschmidt-এর সম্পাদিত 'রাবণবহো' (রাবণবধ, অপর নাম 'সেতুবন্ধ' বা 'দহ-মুহ-বহো') প্রাকৃত কাব্যের Edition খানি যাহা আমার পরমারাধ্য স্বর্গীয় অধ্যাপকের গ্রন্থ সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত ছিল আমি আচার্য্যের বন্ধু (আমাদেরও বন্ধু) স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বসুর নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। ৺আচার্য্যের স্ত্রী (অধুনা স্বর্গীয়া) সুরেন্দ্রকে কতকগুলি বই দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র আমাকে যে ৩/৪ খানা বই দিয়াছিল তন্মধ্যে এই প্রাকৃত গ্রন্থটিও ছিল। এই গ্রন্থ আমার নিকট না থাকিলে আমার 'রাবণবহো' গ্রন্থের নবাবিষ্কৃত সংস্কৃত টিকাসহ সম্পাদনা করা কঠিন কার্য্য হইত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গবেষণা গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে আমার সম্পাদিত সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মূল্য-সরকার করিয়াছেন ৪০৲ টাকা। সুরেন্দ্রের নিকট গ্রন্থখানির প্রাপ্তিসময়ে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই—এই গ্রন্থ পরবর্তী জীবনে আমার এতটা সহায়ক হইবে।..."

হরিনাথের মূল্যবান্‌ সংগ্রহটি থেকে প্রাপ্ত যেসব পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের মারফৎ শ্রীপ্রণব ঘোষ আমাদের ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'হরিনাথ দে সংগ্রহ'-কে উপহার দিয়েছেন তা থেকে নমুনা হিসেবে কয়েকখানির নামোল্লেখ করা যেতে পারে :

৪। Karl Brugmann : *Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen.*

৫। Fr. Eduard Koenig : *Historisch-Kritisches Lehrgebaeude der hebraeischers Sprache.*

৬। Friedrich Theodor Discher : *Shakespeare—Dortraege.*

৭। A. S. Pushkina : *Sochineniya.*

৮। *Svetasvataroparrisad of the Yajurveda* ; tr. into Persian under the instructions of Dara Sikoh (Typed copy).

৯। *Samavediya Upanishads* ; tr. into Persian under the instruction of Dara Sikoh (Typed copy).

১০। Transcription of some *Buddhist Hieratic writings in Chinese.*

১১। A transcribed copy of *Qasidah-i-Imra-'ul-Qais.*

১২। Transcribed copy of *Pratityasamutpada.*

ছয়

হরিনাথ সম্বন্ধে যেসব অভিসন্ধিমূলক প্রচারণা এদেশে চালু আছে তার মধ্যে বিষয় হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি তথা ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের চাকরি থেকে তাঁর অপসারণ। তাঁর ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকের পদ লাভের আগে থেকেই ওই প্রতিষ্ঠানের নিম্নস্থ কর্মচারীদের মধ্যে নানারূপ দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে হরিনাথ এদেরই সহকারীরূপে পেলেন। অধিকন্তু ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির প্রধান করণিক ও খাজাঞ্চী জে. এস্. ডি' সিল্‌ভা (J. S. D' Silva) ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে মারা গেলে হরিনাথ তাঁর এক বাল্যবন্ধু সরোজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে উক্ত পদটি-লাভে সাহায্য করেন। আকস্মিকভাবে এই নবাগত সরোজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাবে লাইব্রেরির প্রবীণ কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে (বস্তুতঃ ডি' সিল্‌ভার প্রশংসা-ধন্য কালিনাথ পালিতের) বলা চলে, এক অসূয়াপর অস্বস্তি স্বভাবতঃ শুরু হয়। পক্ষান্তরে সরোজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেকালে সুযোগসন্ধানী সাধারণ বাঙালী নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজেরই অন্যতম প্রতিভূ তাই হরিনাথের মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা এবং পরম মহানুভবতাকে তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে থাকেন। আর ব্যক্তিগতভাবে অসাধারণ বিদ্যাবত্তার অধিকারী হলেও ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার যথার্থ দক্ষতা হরিনাথের ছিল না। ইংরেজ সুধী ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে যে চারিত্রের পরিচয় দিতেন তা তাঁর অনায়ত্বে ছিল। অতএব লাইব্রেরির নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের পক্ষে তাঁর অকপট সারল্য ও সদা-প্রস্তুত সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে জঘন্য, অবিশ্বাস্য সব দুর্নীতিপরায়ণ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই সহজতর হয়। হরিনাথ ছিলেন আত্মভোলা জ্ঞানসাধনার প্রকৃত প্রতীক। বিদ্যাচর্চা ব্যতিরেকে সব বস্তুই ছিল তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর। ফলতঃ তাঁর নিজস্ব গবেষণার ইতিহাসে এই কটি বছরের (১৯০৭-১১) গুরুত্ব অনেক-খানি। এই সময় তিনি বহুবিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এবং গবেষণার বেশীরভাগ কাজই বলা যায়, তিনি এই লাইব্রেরিতে বসে সম্পন্ন করতেন। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের বিষয় গুরুত্বের গভীরে নিমগ্ন থেকে মুহুর্মুহুঃ প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখানোর মতো বহুধা ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি আদৌ ছিলেন না। তাই এই অনবধানতার মর্মান্তিক

পরিণতিকে মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁর আর উপায়ান্তর ছিল না। প্রসঙ্গতঃ ডঃ আব্‌দুল্লাহ অল্‌-মামুন্‌ সুহ্‌রাবর্দির মূল্যবান্‌ মন্তব্যটি প্রাণধানযোগ্য : "জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে হরিনাথের বিশিষ্ট যোগ্যতা ছিল ; তৎসত্ত্বেও তাঁর কোমল স্বভাব, দানশীল ও উদার মানসিকতা নিয়ে সঙ্কটপূর্ণ একটি বিভাগের প্রধান হওয়ার যোগ্যতা তাঁর নিশ্চয়ই ছিল না। সকলেই এই বিপুল আশা পোষণ করতেন যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ফলপ্রসূ হবে আর ঠিক সেই সময় ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির আকাশে অকস্মাৎ মেঘ দেখা দিল। ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির ভয়াল দেওয়ালগুলি ইতিমধ্যে প্রথম গ্রন্থাগারিকের অকালমৃত্যুর চিহ্ন বহন করছিল। তাঁর পূর্বগামীদের আমলে অধস্তন কর্মচারীদের এমন সব দুর্নীতি জানা যায়নি, যা এবারে লোকচক্ষুর গোচরে আনা হল এবং এক বিস্তারিত সরকারী তদন্ত-কার্যের সুবিধার্থে হরিনাথ দে ২০ জানুআরি গ্রন্থাগারের কার্য থেকে সরে দাঁড়ান।"[১]

ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি তথা ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের চাকরি থেকে হরিনাথের কর্মচ্যুতি সম্পর্কিত যেসব কাগজপত্র ভারত সরকারের জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে সেগুলির আলোক-প্রতিলিপি আমি পেয়েছি। আলোক-প্রতিলিপিগুলিতে অনেক গোপন মন্তব্যাদিসমেত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বর্তমান : "(a) Charges framed by Mr. J. A. Chapman, Officer on Special duty at the Imperial Library, and adopted by the Council as Charges, an answer to which was required from Mr. De by the Council in accordance with the instructions conveyed to the President by your letter under reply. (b) Mr. Harinath De's answers to the above charges. (c) The Metropolitan's own Report on Mr. De's answers. (d) The Hon'ble Mr. Justice Mookerjee's Report on the same. (e) The opinions of the Hon'ble Mr. A. Earle and Mr. Denison Ross, in confirmation of Dr. Asutosh Mookerjee's Report. (f) The Metropolitan's own brief summary, as President, of the conclusions arrived at. This has been seen by the Hon'ble Mr. Justice Mookerjee and has his

approval."[১] পাঠকের ধৈর্যের কথা ভেবে *Proceedings of the Education Departmant, January 1912* থেকে উপর্যুক্ত প্রথম ও শেষ প্রকরণ দুটি সম্পর্কিত তথ্যাদি এখানে যথাযথ উদ্ধৃত করা হল। অন্যান্য প্রকরণগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক পরিশিষ্ট—৪ দেখতে পারেন।

"To

HARINATH DE, ESQ.

You are charged with—

(1) not having reported to the Government the fact of the embezzlement of Rs. 255, Rs. 255 Rs. 102, Rs. 102, Rs. 146-1-0, Rs. 122-12-6, and Rs. 258-2-0, the sums drawn as the amounts of Bill No. 11 of the Asiatic Society of Bengal, Bill No. 51 of the Asiatic Society of Bengal, Messrs. Cambray & Co.'s Bill No. 6797, Messrs. Thacker, Spinks & Co.'s Bill for Rs. 146-1-0, Messers. Thacker, Spink's & Co.'s Bill for Rs. 122-12-6, and Messrs. Abdool Mojeed & Bros.' bill for Rs. 258-2-0 respectively, drawn in contingent bills dated 1st April, 1906, 4th April 1907, 1st February 1908, 2nd April 1908 and 10th June 1908 respectively for Rs. 809-1-0, Rs. 1, 746-7-3, Rs. 730-0-3, Rs. 942-8-9, Rs. 942-8-9 and *R*s. 1325-2-6 respectively ;

(2) having permitted the Contingent Register to be falsified in respect of the entries of 'Cambray & Co. Rs. 102', 'Cambray & Co. *R*s 102', 'Cambray & Co. Rs. 154-4-0' and 'Cambray & Co. Rs. 102' ;

(3) having bought from Mr. S. J. Ahmed, *Jones* : Poeseos Asiaticae, etc., a work entitled 'An Essay on the Usefulness of Oriental Learning'. *Edrehi* : Historical Account of the Ten Tribes, *Richardson* : Specimens of Persian Poetry, *Dubois* : Examen de la Géographie de Strabon, *Franck* : La Kabbale, *Neumann* : Translations from the Chinese and Armenian, and a work entitled 'East India Company Pamphlet', for *R*s. 1-4-0, 12 annas, 8 annas, Rs. 2-8-0, Rs. 2, Rs. 4-8-0, and Rs. 6-12-0 respectively, and having sold them to the Imperial Library through Babu Aswini Kumar Chatterjee for Rs. 8, Re. 1, Re. 1-8-0, Rs. 5, Rs. 4, Rs. 9-8-0, Rs. 10, and Rs. 9, respectively ;

(4) having sold to the Imperial Library through Babu Purna Chandra Bagchi on 2nd, 6th and 7th April 1910, respectively, three lots of books, and having received on your private account Rs. 369, in part payment of the price of one of the lots, and Rs. 253-8-0 and Rs. 249-8-0 in full payment of the price of the other two lots ;

(5) having bought, but not placed in the Library, books, etc., *e.g.* :—

'Steel engraving view of India in 1797' (Rs. 95)
The first book of the History of the Discovery and Conquest of the East Indies, etc. (Rs. 55)
Kerr : Voyages and Travels (Rs. 70)
D'ohsson : Tableau Général de l' Empire Ottomane (£5-5-0)
Vasilief : New Vocabulary, Russian-English (Rs. 2-6-0)

Nicholson : Arabic Grammar	(Rs. 4-120-)
Nicholson : Arabic Reading Book	(„ 4-12-0)
Echoes of Spoken German	(„ 2-8-0)
Echoes of Spoken French	(„ 2-8-0)
Judson : Grammar of the Burmese Language	(„ 1-8-0)
Weintz : Japanese Grammar	(„ 9-4-0)
Weintz : Appendix to Japanese Grammar	(„ 2-10-0)

(6) having committed breaches of the Rules in the Civil Account Code in :—

(a) not having paid into the Treasury on the day of receipt, or as soon after as was possible, money received on account of Government ;

(b) not having initialled the entries in the Contingent Register ;

(c) not having refunded money drawn to be paid as salary, but not paid, e. g., salary of Dukkhu, Gardener, for June 1909 and Buddhu, dusting bearer, for May 1910 ;

(d) having met part of the expenditure of each of the financial years 1908-1909 and 1909-1910 out of the grants of the following year ;

(7) having repeatedly drawn money in contingent bills under the subhead of 'cart and cooly hire' and distributed it partly to Babu Sarojendra Mukherji in reimbursement of the sum of Rs. 10 paid by him to Babu Kumud Kumar Basu in consideration of duty performed by him on behalf of Babu Sarojendra Mukherji, and partly in gratuities to certain menial servants of the Imperial Library, and, in particular,

having drawn Rs. 15 in a contingent bill, dated 15th December 1910, for Rs. 619-15-9, and distributed it as follows :—

	Rs.A.P.
to Babu Sarojendra Mukherji	10-0-0
„ Durgacharan	1-0-0
„ Bipat Khan	0-8-0
„ Prayag	0-8-0
„ Kisson	1-0-0
„ Mahadeb	2-0-0

(8) having repeatedly appended to contingent bills the false certificate that the conveyance hire charged was unavoidable, and having, in particular, appended such a false certificate in respect of the conveyance hire charged in contingent bills for Rs. 311-2-3, Rs. 502-0-1 and Rs. 501-10-3 dated 31st May 1910, 13th June and 29th July 1910, in which were drawn the sums of Rs. 3, Re. 1-8-0 and Re. 1-8-0 respectively, paid to C. V Subrahmanyam, not then a member of the staff of the Imperial Library but your private secretary ;

(9) having repeatedly appended to contingent bills the false certificate that vouchers for all sums above Rs. 10 in amount were attached to the bill, and having, in particular, appended such a false certificate to your contingent bills dated 2nd and 21st April 1908, for Rs. 942-8-9 and Rs. 1, 156-8-9 respectively ;

(10) having charged Government with the following amounts paid on your private account :—

Rs. 18-6-0 the cost of a cablegram to Japan ; Rs. 19-8-0 and Rs. 10-8-0 the cost of cablegrams to Messrs.

Probsthain & Co., London, in connexion with certain lots of Tibetan manuscript and Buddhist Chinese works, afterwards consigned to Calcutta, and received by you for your private account ;

(11) having permitted the following books, being some of those sold by yourself to the Imperial Library, to be placed in the Library unstamped :—

Scapula : Lexicon Graeco-Latinum.

Gesenius : Thesaurus Philologicus Criticus Linguae Hebracae et Chaldaeae.

Kloepper : Franzoesisches Keal-Lexikon.

Kloepper : Englisches Keal-Lexikon.

Diwan Al-Ahtal.

De Sacy : Les Séances de Hariri.

Meyer : Griechische Grammatik.

Scartazzini : Enciclopedia Dantesca.

(12) having mismanaged the affairs of the Imperial Library, particularly—

(a) by purchasing for it unsuitable books, *e.g.*, *Buck :* A Grammar of Oscan and Umbrian, *Bronisch :* Die Oskischen I-und E-Vokale, *Conway :* Dialectorum Italicorum Exempla Selecta ; indecent books, *e.g.*, *Bloch :* The Sexual Life of Our Time, and duplicate copies of books in the Library, *e.g.*, *Leitner :* History of Indigenous Education in the Panjab, *Grool :* The Religious System of China ;

(b) by lending confidential books to members of the Staff, *e.g.*, *Bloch :* The Sexual Life of Our Time to Babu Sarojendra Mukherji ;

(c) by carelessness in the custody of confidential books resulting in the loss of No. 50;

(d) by carelessness in the custody of the list of confidential books resulting in the mutilation of the list by the cutting out of the part of the page on which, on one side, the title of No. 50 was written and, on the other, of NO. 60;

(e) by allowing books remain uncatalogued for a very considerable time after the date of purchase; *e.g.*, *Tun Nyein*: The Student's English-Burmese Dictionary, purchased on 31st August 1909, and catalogued on 19th January 1911;

(f) by not taking care to see that the expenditure of each financial year was no more than could be met out of the grant of the year, with the result that while the amount drawn from the Treasury during the current financial year to defray expenditure on books and publications has exceeded the grant of the year, the amount still to be drawn excecds Rs. 7,000;

(13) having mismanaged the affairs of the Imparial Library, particularly in ordering from Mr. Bernard Quaritch, without the sanction of the Council, a set of 'Autores Classici Graeci' in 53 volumes (price £21) and in allowing the books to remain unstamped and uncatalogued for over ten months;

(14) having mismanaged the affairs of the Imperial Library particularly by neglect of the Rules in the Civil Account Code, and continued and wilful negligence in the checking of accounts, resulting in the loss of money;

(a) by embezzlement, *e.g.*, Rs. 255, Rs. 102, Rs. 102, Rs. 122-12-6, Rs. 146-1-0, and Rs. 258-2-0, the amounts of Bill No. 51 of the Asiatic Society of Bengal, Messrs. Cambray and Co.'s Bill No. 6797, and Messrs. Thacker, Spink and Co.'s Bills for Rs. 122-12-6 and Rs. 146-1-0, and Messrs. Abdool Mojeed and Bros.' Bill for Rs.258-2-0 respectively ;

(b) by incurring of avoidable conveyance hire, *e.g.*, the incurring of conveyance hire at the expense of Government by Mr. C. V. Subrahmanyam on 2nd May, 9th May, 8th June, and 18th July 1910 ;

(c) by misappropriation of Rs. 10 per mensem, drawn, as cooly hire by Babu Sarojendra Mukherjee, *e.g.*, the sum of Rs. 10 so drawn in contingent Bill dated 15th December 1910 for Rs. 619-15-9 ;

(d) by the payment of unauthorized gratuities to members of the menial staff of the Library, *e.g.*, the payment of Rs. 2, Re. 1, 8 annas, to Mahadeb, Kisson, Durgacharan, Bipat Khan, and Prayag respectively in December 1910.

(e) by the wrongful charging to Government of expenditure incurred on your private account, *e.g.*, the wrongful charging to Government of :—

Rs. 18-6-0 the cost of a cablegram to Japan ; Rs. 19-8-0 and Rs 10-8-0 the cost of cablegrams to Messrs. Probsthain & Co. London, in connexion with certain lots of Tibetan manuscript and Buddhist Chinese works, afterwards consigned to Calcutta, and received by you for your private account ;

(f) by fraud on the part of Babu Charu Krishna Ghose *e.g.*, his fraudulent sale to Government, through his brother Babu S. K, Ghose, for Rs. 40 and 26 of Harmsworth's Encyclopaedia and two maps of Asia, purchased by him at an auction sale by Messrs. Mackenzie., Lyall & Co. for Rs. 20 and Re. 1 respectively.

Adopted, on behalf of the Council of the Imperial Library.

R. S. Calcutta
March 9th 1911."

"*Summary by the President of the Council.*

All the members of the Library Council agree in finding Mr. De guilty of gross and culpable negligence ; they agree in considering the character and method of his answers very unsatisfactory, both as failing to meet the charges and as endeavouring to throw the blame on those who cannot be called to account. Dr. Mookerjee intimates in several places that he does not accept as true the statements made by Mr. De in his defence : the President occurs in this doubt, and so, apparently, do the other two members.

The President, in a report written before he had the advantage of seeing that of the learned Judge, lays emphasis on Mr. De's dereliction of duty, not only in the management of funds and expenditure, but in what is more especially a Librarian's duty, the selection and care of books.

On the other hand, no Member states that he has found actual proof of Mr. De's having himself received the moneys which have been misapplied through his neglect or connivance.

The President is not aware how far it is the duty of the Council to suggest the penalty which Mr. De has deserved, but he would point out that the Honourable Mr. A. Earle expresses, and Dr. Ross endoreses, the opinion that Mr. De ought to be summarily dismissed. The President regrets that he has nothing to urge in mitigation of this opinion.

R. S. Calcutta."

হরিনাথের পরে ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক হয়েছিলেন জন্ আলেক্‌জাণ্ডার চ্যাপ্‌ম্যান্। সুনিপুণ গাণিনিক ব্যতীত চ্যাপ্‌ম্যান্ সাহেব ছিলেন একজন সুলেখক। পরবর্তীকালে একটি গ্রন্থে তিনি হরিনাথ সম্পর্কে এক বিবরণী রেখে গেছেন। হরিনাথের কর্মজীবনের ট্রাজেডি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য যথেষ্ট আলোকপাত করে। চ্যাপ্‌ম্যান্ সাহেব লিখেছেন: "আমার পরবর্তী বৃত্তান্ত এমন একজন মানুষ সম্পর্কিত যিনি অন্য যে কোনও জনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। তিনি হলেন ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আমার পূর্বগামী হরিনাথ দে। তিনি ছিলেন একজন বিস্ময়কর ভাষাবিদ্।··· তিনি সার্ জর্জ গ্রিয়ার্সনের পর্যায়ের মেধাসম্পন্ন ভাষাবিদ্ ছিলেন। শ্রীযুক্ত উইলিয়ম্ হর্নেল্ বলতেন, হরিনাথ যখন নতুন একটি ভাষাবিশেষ আয়ত্ত করতে চাইতেন তখন তিনি নিতেন একখানি অভিধান এবং যেসব কথা তাঁর মনে হত তিনি কোনদিন প্রয়োগ করবেন না, সেগুলি চিহ্নায়িত করে বাকি সব কথা আত্মসাৎ করে ফেলতেন। আর আমি বা আপনি এই ভাষার প্রথম দু এক পাতায় শব্দজ্ঞ হওয়ার আগেই তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে যেত।

তিনি ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ ভাষাবিদ্; কিন্তু ততোধিক তিনি কিছুই ছিলেন না। শুরুতেই বলা যেতে পারে, তিনি একান্তভাবে বিবেকহীন ছিলেন। হর্নেলের দফতরে তিনি হাজির হতেন, তাঁরা দুজনেই ছিলেন বেশ বাকপটু। এবং বেশ কিছু সময় পরে যখন একটা বাজতে পনের মিনিট বাকি, তিনি তখন বলতেন: 'আমি এবার যাব—কলেজে বারটার সময় আমার একটি ছাত্রভাষণ আছে।' আড়চোখে চেয়ে তিনি এই কথাগুলি বলতেন। তাঁর মাথার প্রকাণ্ডত্বে ঘাড় ঘোরাতে তাঁর প্রয়াস করতে হত। চূড়ান্ত ব্যর্থ গ্রন্থাগারিক হিসেবে তাঁর কোনও জুড়ি ছিল না। তিনি

যে শুধু কখনও কোনও কাজ করতেন না তা নয়, তাঁর অধিকাংশ কর্মচারীদের তিনি নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত করেছিলেন। তিনি এটা করেছিলেন তাদের কাছ থেকে টাকা ধার করে। এই টাকা ধারের উদ্দেশ্য ছিল কোনও পাণ্ডুলিপি কেনা কিংবা কতকগুলি অসদ্ব্যাপারে ব্যয় করার জন্যে। এইসব টাকা তিনি তাদের প্রত্যর্পণ করেননি। তাঁর কর্মচারীরা দুটি আলমারি কিনেছিল যার মোট মূল্য দুশ টাকার ঠিক ওপরে। তারা সরকারী কোষাগার থেকে ওই অঙ্কের টাকা উপর্যুপরি পাঁচবার তুলে নিয়েছিল। সমস্ত দুঃখজনক ব্যাপারটি আমাকে তদন্ত করতে হয়; তাদের কোনও কোনও পদ্ধতির চূড়ান্ত চাতুর্যহীনতায় আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। যেমন, টাকার অঙ্ক দুটি ক্যাশ-খাতায় তৃতীয় বা চতুর্থবার লেখার পর এক সময় হঠাৎ তাদের মনে হয়েছিল যে এত ঘন ঘন ওই টাকার অঙ্ক দুটি দেখে কারও সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। তাই তারা ছুরি নিয়ে ওগুলিকে চেঁচে তুলে ফেলে তার পরিবর্তে এমন দুটি অঙ্ক লিখেছিল যেগুলি একত্রে মোট টাকার পরিমাণের সমান হয়। কিন্তু চাঁচা অংশের ওপরে লেখা অঙ্কগুলি অন্যান্যের তুলনায় অনেক স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল।"

যেসব ব্যক্তি এইসব ব্যাপারে লিপ্ত ছিল চ্যাপ্‌ম্যান্ সাহেব তাদের নির্মম সমালোচনা করেন। তাদের দায়িত্বহীনতা, নৈতিক অধঃপতন ও মিথ্যাচার চ্যাপ্‌ম্যান্‌কে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। চ্যাপ্‌ম্যানের নিজের ভাষায়: "I could have said at one time, for they had all been too lazy to destroy papers, who had suffered from venereal disease, and what kind, and lying about, in the hand-writing of one of these precious knaves, was a long story that I think can never have had its ingenuity of detail of pornographic filth. That was the worst I ever saw myself in India."

"সরকারী চাকরির নিয়মানুসারে," চ্যাপ্‌ম্যান্ লিখেছেন, "যে-পদাধিকারীকে সরকার বরখাস্ত করতে চান তার বিরুদ্ধে রীতিবদ্ধ অভিযোগ দায়ের করতে হবে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে লাইব্রেরির দুজন কর্মচারীকে কোনরকম রীতি-পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে না গিয়ে সরাসরি বরখাস্ত করা হল; প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়ে একজন ব্যক্তি তাদের বহিষ্কৃত করলেন। হরিনাথের বিরুদ্ধে রীতিবদ্ধ অভিযোগ প্রস্তুতিকরণের প্রয়োজন ছিল—যে-কাজটি আমাতে বর্তায়। আমাকে নির্দেশ

দেওয়া হয়, হরিনাথকে অভিযোগ-তালিকার একটি অনুলিপি দিতে এবং তাঁকে জানাতে যে তিনি খাতাপত্র, রসিদ পরীক্ষা করার সুযোগ পাবেন। জবাবে তিনি জানান যে লাইব্রেরিতে তিনি উপস্থিত থাকতে অনিচ্ছুক। তবে তিনি আমার বাড়িতে কথাবার্তা চালাতে রাজী আছেন।"

কারণ হিসেবে হরিনাথ যা বলেন চ্যাপ্‌মানের নিজের ভাষায় সেটি হল: "His saying that he did not want to be seen at the library goes with his writing to tell me that the feelings of his cousin, a subordinate member of the staff, were being lacerated by the talk that was going on about the librarian, talk behind the cousin's back and to his face."

চ্যাপ্‌ম্যান্ সাহেব এ ব্যাপারে দ্বন্দ্বে পড়েন। এই ধরনের কথাবার্তা তিনি কি বন্ধ করবেন, এই প্রশ্ন তাঁর মনে জাগে। শেষ পর্যন্ত তিনি হরিনাথের এই আত্মীয়টিকে ডেকে পাঠান এবং তাকে বোঝান যে ওই ধরনের কথাবার্তা বন্ধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি অন্যদের হরিনাথের এই আত্মীয়ের সামনে হরিনাথকে নিয়ে কেচ্ছা করার ব্যাপারে বারণ করতে পারেন। অন্যদের তিনি বলতে পারেন যে হরিনাথ তার আত্মীয়; সুতরাং তাঁর সম্পর্কে অপপ্রচার তার সামনে না করাই ভাল। হরিনাথের আত্মীয়টি চ্যাপ্‌ম্যান্‌কে জানিয়েছিল যে অন্যদের এই অপপ্রচারে তার চুড়ান্ত আপত্তি আছে। চ্যাপ্‌ম্যান্ তারপর এই অপপ্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করেন। যদিচ তাঁর মতে আত্মীয়টিও শেষ পর্যন্ত এইসব কেচ্ছায় যোগ দেয়।

হরিনাথের মতামত জেনে চ্যাপ্‌ম্যান্ তাঁকে জানান যে তাঁর কথামতো বুধবার সন্ধ্যে ছটায় তিনি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবেন। সেই অনুসারে তিনি ৬-৪৫ মি. অবধি অপেক্ষা করা সত্ত্বেও হরিনাথ তাঁর বাড়িতে হাজির হলেন না। শেষ পর্যন্ত চ্যাপ্‌ম্যান্ যখন সান্ধ্যভ্রমণে বেরলেন তখন হরিনাথ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। হরিনাথকে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। চ্যাপ্‌ম্যান্ লিখেছেন: "আমার সঙ্গে বসে তিনি এমন একটি স্বরে অতি দ্রুতভাবে কথা শুরু করলেন যে তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কাছে অপরিচিত লাগল। তিনি যা বলছিলেন তা বোঝাও হল দুঃসাধ্য। সুতরাং আমি যখন বুঝতে পারলাম যে তিনি বরখাস্ত প্রধান করণিকটিকে গালিগালাজ করছেন কিংবা তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করছেন তখন আমি তাঁর কথা শোনা বন্ধ করলাম। কেননা এই কাজগুলি আমারই

ছিল। এবং আমি অন্য কিছু ভাবতে শুরু করলাম। তখন তিনি কথা থামালেন এবং তাঁর চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। তারপর তিনি আবার বলতে শুরু করলেন। এবার শোনা গেল তাঁর সেই অতি পরিচিত স্বর। যেসব কথায় তিনি চির অভ্যস্ত ছিলেন। এখন তিনি তাই নিয়েই বলছিলেন। যেমন অন্তযুগের লাটিন নাটক ইত্যাদি তাঁর বক্ষ্যমান বিষয় ছিল। যদি আপনারা কেউ যে কোনও লাটিন নাটক থেকে একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করতেন অনেক সময়েই হরিনাথ ঠিক তার পরের পঙ্‌ক্তিটি আপনাদের যুগিয়ে দিতে পারতেন। অন্ততঃ আমি তাই শুনেছি। সবশেষে তিনি উঠলেন। আর দাঁড়িয়ে পড়লেন আমার সামনে। তাঁর বিরাট গোলাকৃতি মুখমণ্ডলে একটি দিব্য আভার মতো কিছু বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আর আমি জাদুঘরে দেখা বুদ্ধের মুখমণ্ডলগুলির কথা ভাবছিলাম। তারপর তিনি বললেন: 'চ্যাপ্‌ম্যান্‌, এইসব ব্যাপার চুকে গেলে আমি তোমাকে কতকগুলি বিষয় জানাব, যেগুলি তুমি নিজে উদ্‌ঘাটিত করতে পারনি।'

তদন্তপর্ব শেষ হওয়ার আগেই তিনি মারা গেলেন; তাই তিনি আর আমাকে বলতে পারেননি। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই এটা বলতেন। তিনি ছিলেন এই জাতের মানুষ।"[১]

ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির প্রচলিত দুর্নীতি সমস্যার স্বরূপ সম্বন্ধে চ্যাপ্‌ম্যান্‌ সাহেবকে হরিনাথ নিজে যেকথা বলবেন বলেছিলেন তা তিনি বলে যেতে পারেননি। নতুবা নিশ্চয়ই তাঁর ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে চাকরি যাওয়ার বিষয়টি অনেকদিক থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হত। তবে চ্যাপ্‌ম্যানের বিবৃতি থেকে আমরা হরিনাথ প্রতিভার আলো ও অন্ধকার এই দুই দিকেরই বিশিষ্ট পরিচয় পাই। প্রতিভা ব্যক্তিত্বের সর্বাধিক আলোকিত অংশবিশেষ-মাত্র। কিন্তু সেই আলোকসৃষ্টির পেছনে সমগ্র ব্যক্তিত্বপ্রসূত যে অন্ধকারময় উদ্বেগ থাকে, এযুগে মনোবিজ্ঞানীরা তার স্বরূপ আলোচনা করেছেন। হরিনাথ চরিত্রের অবক্ষয় কোনও মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু চ্যাপ্‌ম্যান্‌ সাহেব যে-ভাবে একমাত্র ভাষাজ্ঞান ছাড়া আর সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁকে এক দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিত্ব হিসেবে রায় দিয়েছেন তা অনেক ক্ষেত্রে মিড্‌-ভিক্টোরীয় ছুৎমার্গ মনোভাবেরই পরিচায়ক। এই মনোভঙ্গীর ষড়যন্ত্রেই অস্‌কার ওয়াইল্ড্‌

(Oscar Wilde)-কে পথের কুকুরের মতো মরতে হয়ে ছিল। জর্জ বর্নাড্‌শ (George Bernard Shaw) এই মনোভঙ্গীকে চাবকানোর মধ্যে দিয়েই তাঁর বিপ্লবী শিল্পকর্ম শুরু করেছিলেন।

ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির চাকরিতে যখন গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়েছে, কলকাতা থেকে হরিনাথ তাঁর মাকে এই ব্যাপারে একটি চিঠি লেখেন। চ্যাপ্‌ম্যানের লেখায় এই প্রসঙ্গে হরিনাথের ব্যক্তিত্বের যে অশান্ত প্রতিক্রিয়ার বিবরণী আমরা পাই, এই চিঠিতে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ভগবৎ বিশ্বাস মানুষের জীবনে ভবিতব্যতার ভূমিকায় অন্ধ আস্থা প্রভৃতি পিছনমুখী দৃষ্টিভঙ্গী হরিনাথ হয়তো প্রকাশ করেছেন এখানে। কিন্তু যে দার্শনিকতায় আপন আত্মার অনবধানতার দিক তিনি অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন, সমস্ত সঙ্কটটিতে ব্যক্তিগত দায়িত্বটির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন তা তাঁর ব্যক্তিমানসের দুর্লভ বৈশিষ্ট্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। সজ্জিত সাহস আর সুনিপুণ কৌশলে জীবনকে গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখতে হরিনাথের হৃদয় একটুও কম্পিত হয়নি। অর্ধ সত্য, মিথ্যার বিপুল কারচুপির সামনে সাময়িক পরাজয়কে তিনি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করেননি। মৃত্যু এসে না হানলে ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির চাকরি যাওয়ার পরে হরিনাথ কিভাবে আপন লক্ষ্যে স্থির থাকতেন, আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে তা একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের সংযোজন হতে পারত। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্তটি প্রাসঙ্গিকভাবে মনে আসে। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সচিবের পদ ত্যাগ করলে তিনি আর কি করবেন, এই মূঢ় প্রশ্নে বিদ্যাসাগর ঘোষণা করেছিলেন যে দরকার হলে তিনি আলু-পটল বেচে দিনাতিপাত করবেন। পরিবেশের মর্কটসুলভ খেলোয়াড়ীকে অগ্রাহ্য করার এই সহজ মনুষ্যত্ব পৃথিবীর যে কোনও সমাজেই দুর্লভ। বড় চাকরির ব্যাপারে মেরুদণ্ডহীন মানুষদের তাঁবেদারি করতে যেদেশে আজও মানুষ বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়; আমাদের জাতীয় চৈতন্যের এই সুদীর্ঘ অন্তঃসারশূন্য পটভূমিকায় ব্যক্তিসত্তার অতি প্রয়োজনীয় এক দার্ঢ্য আপন তারুণ্য সত্ত্বেও হরিনাথ স্বভাবে অর্জন করতে পেরেছিলেন। হরিনাথের জীবনীর দিক থেকে এই চিঠির আর একটি বিষয় হল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর বাবা ভূতনাথকেও সংস্কৃত কলেজের চাকরি থেকে ষড়যন্ত্র করে উৎখাত করা হয়। পুত্রের ক্ষেত্রে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। ঘটল অবশ্য এমনই একটি অভিব্যক্তিপূর্ণ ক্ষেত্রে যাকে প্রায় ইতিহাসের সামগ্রী হিসেবে গণ্য করা যায়।

হরিনাথকে কেন্দ্র করে ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যে ধূলিঝড় ওঠে তার মূলের ঘটনাগুলি ছিল আরও অনেক আবর্জনাবহ। প্রশাসন কর্মে চূড়ান্ত ব্যর্থতা, নিম্নস্থ কর্মচারীদের জাল-জোচ্চুরি, এইসব দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজে হরিনাথের জড়িয়ে পড়া চ্যাপ্‌ম্যান্‌ তদন্তে শুধু এই দিকগুলিই তুলে ধরা হয়েছে। চ্যাপ্‌ম্যানের বিবরণী পাঠেও মনে হয়, শেষ পর্যন্ত একান্ত তহবিল তছরূপ জাতীয় অন্যায় কার্যের পোষকতার জন্যেই বুঝি বা হরিনাথের মতো ব্যক্তিত্বকে ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকপদ থেকে অপসারণের দরকার হয়ে পড়ে। চ্যাপ্‌ম্যান্‌ সাহেব সম্ভবতঃ নিজেও জানতেন যে আসল সত্যটি তাঁর তদন্তে সম্পূর্ণ অপ্রকাশিতই থেকে যাচ্ছে। হরিনাথ সেই সত্য প্রকাশের যে আভাস তাঁকে দেন চ্যাপ্‌ম্যান্‌ তাতে বিচলিত না হয়ে পারেননি। যে মানসিক চাঞ্চল্যের সঙ্গে হরিনাথের এই দুর্জ্ঞেয় উক্তিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা প্রমাণ করে চ্যাপ্‌ম্যান্‌ আপন তদন্তের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকের পদাধিকারকে হরিনাথ ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছিলেন।[১] তখনকার দিনে শিক্ষাবিভাগের ইংরেজ প্রশাসকবর্গ এই ধরনের স্বীকৃতি অনেক ভারতীয়কেই দিতেন। এইসব পদাধিকার অর্জনে ইংরেজদের সঙ্গে যে সম্পর্কে আসতে হত সেই সম্বন্ধে কোনও সমালোচনামূলক মনোভাবের মানসিকতা আদৌ থাকত না। স্বদেশ আত্মার সঙ্গে যে সাযুজ্যবোধে আপ্লুত হয়ে অরবিন্দ তাঁর আই. সি. এস্‌. পরীক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারলেন না, হরিনাথ চরিত্রে সেই স্বাদেশিকতার বলিষ্ঠ বীজ ছিল অনুপস্থিত। ইংরেজ সংস্কৃতির যে দিকগুলি প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল হরিনাথের তরুণ বয়সে সেই দিকগুলি তখনও অঙ্গারে পরিণত হয়নি। ভারত-বিদ্যাচর্চার ব্যপদেশে য়ুরোপীয় বিদ্বৎসমাজের ফলপ্রসূ প্রভাবগুলিই হরিনাথের মনের ওপর পড়ে। হরিনাথ ব্যক্তিত্বকে চুরমার করার প্রয়োজনে তাই প্রথমেই অপরিহার্য ছিল তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত কর্মক্ষেত্র থেকে তাঁকে নির্বাসিত করা। যে গ্রাম্যতা, স্বাজাত্যবোধের

অভাব একদল ভারতীয়কে হরিনাথের মতো ব্যক্তিত্বকে অসম্মানিত অবহেলিত দেখার ফন্দিবাজিতে লিপ্ত করেছিল ইংরেজ প্রশাসকবর্গ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ভারতবাসীকে শাসন করার দায়িত্ব তাঁদের ছিল কিন্তু মানুষ করার নয়। তাই হরিনাথকে কোনও আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব তাঁদের ছিল না। তাঁর আপাত অপদার্থতা 'শ্বেত মানুষের বোঝার' ওপর শাকের আঁটি হিসেবেই তাঁরা দেখেছিলেন। এবং প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতির একটি প্রচলিত প্রকরণ হিসেবেই তাঁর অন্যান্য যোগ্যতাগুলি অটুট থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি তথা ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের চাকরি থেকে কর্মচ্যুত করা হয়। এই ঘটনার অব্যবহিতপূর্বে তাঁর মাকে লেখা হরিনাথের পূর্বোক্ত চিঠিটি (৩ মার্চ ১৯১১) উদ্ধৃত করছি:

"পরম পূজনীয়া শ্রীমত্যা মাতাঠাকুরানী

শ্রীচরণকমলেষু

মা,

আপনার পত্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। আপনি যে আমাকে ক্ষমা করিবেন আমি জানিতাম এবং যে ক্ষমা করিয়াছেন তাহাতে আমার কতশত উন্নতির পথ পরিষ্কার হইল।

মানুষের বাঁচিয়া থাকাই পরম সৌভাগ্য। এবং মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে কোন কোন সময় ঈশ্বর তাঁহার অসীম করুণায় মানুষকে যথার্থ পথ দেখাইয়াছেন। আমারও অবস্থা গত তিন বৎসরের মধ্যে সেইরূপ হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের কৃপায় জগতের যাবতীয় বস্তুর হাত হইতে এড়াইতে শিখিতেছি। আশা করি এই পথ হইতে জীবনে স্খলিত হইব না।

আমার ভবিষ্যতের বিষয় আমার কোন ভয় কিংবা ভরসা মনে আনি না। ভবিতব্যের গতি মানুষ কখন রোধ কিংবা পরিবর্তন করিতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নাটু এবং আমি এবং সরোজের বিবেচনাহীনতা এবং দুর্ভাগ্য। ব্যাঘ্র যে মানুষকে খায় তাহাতে ব্যাঘ্রের কি দোষ? কারণ মানুষের মাংস খাওয়া তাহার স্বভাব। কিন্তু মানুষের ব্যাঘ্র হইতে সাবধান হওয়া কর্তব্য। কারণ দুই একবার মানুষ ব্যাঘ্রের হাত হইতে এড়াইতে পারে কিন্তু সতর্ক না হইলে ব্যাঘ্রের কবলগ্রস্ত হইতে হয়। আমি এই সব কথা লিখিয়া কাহাকেও দোষ দিতেছি না। সকলেই নিজের কর্মফল ভোগ করে। ঈশ্বরও মধ্যে মধ্যে দেখাইয়া দেন যে মানুষেরা সকলে স্বীয় স্বীয় পথ অবলম্বন করুক।

অনাদির হস্তাক্ষর দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তাহাকে আমি অনেক ভাল ভাল বই ও বাইসেকল শীঘ্রই পাঠাইব।

আমার কাজের বিষয় কিছুই ভাবিবেন না। কারণ ঈশ্বর যাহা করেন মানুষের মঙ্গলের নিমিত্ত করেন। এই নাড়াচাড়াতে যে আমার ভাল হইবে তাহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

আমি এর মধ্যে আপনার সহিত কিছুক্ষণের জন্য বৈদ্যনাথ আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।

ঠাকুর মহাশয়কে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন। বলিবেন যে আমার মনের বিশ্বাস তাঁহার কথাতে আরও অধিক দৃঢ় হইল। ধরুন যদি চাকরিই যায় (এটা অবশ্য অসম্ভব) ঈশ্বর যখন মুখ দিয়াছেন নিশ্চয় আহারও দিবেন। আর কেহ কাহারও কপাল কাড়িয়া লইতে পারে না। আমার ঈশ্বর ৺পিতাঠাকুরকে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার হিত ছাড়া অহিত হয় নাই। আমিও নিজের কথা সেইরূপ মনে করি। যদি ভবিতব্যতার স্রোতে আমার উন্নতি থাকে তাহা হইলে কেহ রোধ করিতে পারিবে না। যদি না থাকে তাহা হইলে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নেই।

ধর্মানন্দ আজকাল আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত। আমরা জনের কোন সংবাদ মিশর দেশ হইতে অনেকদিন হইল পাই নাই।

আপনি শুনিয়া নিশ্চয় দুঃখিত হইবেন যে আমাদের কেম্ব্রিজের অধ্যাপক ডাঃ জন পীল (John Peile) সাহেব মাস কতক হইল পরলোকগত হইয়াছেন।

আমার প্রণাম জানিবেন ও গুরুজনকে দিবেন। অনাদিকে আমার আশীর্বাদ দিবেন। ইতি

আপনার আহ্লাদিত পুত্র
শ্রীহরিনাথ দে"

যদিচ হরিনাথ সম্বন্ধে চ্যাপ্‌ম্যানের বিবৃতিটি তাঁর চরিত্র সম্পর্কে একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রেক্ষিত হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বিদ্যার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের এক অসহ অসমান পরিস্থিতি সারাজীবন হরিনাথের সঙ্গী ছিল। পৃথিবীর সবকটি প্রধান ভাষায় বিস্ময়কর প্রবেশ সত্ত্বেও পরিণত চারিত্রের অধিকারী কেন হরিনাথ হতে পারেননি সেই জটিল সমস্যাটির বিশ্লেষণ তাঁর

ীকারের এক গুরুভারদায়িত্ব। চ্যাপ্‌ম্যান্ যে চিত্রটি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তা একটি বিশেষ পরিবেশে একটি মতিচ্ছন্ন মানুষের চরিত্র। ব্যক্তিত্বের এক অপরিসীম বিষাদ, সংযোগবিহীনতার এই ভয়াবহ দৃশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ নিতান্ত সহজ কাজ। কিন্তু এর প্রকৃত উৎস সন্ধানের চেষ্টা যতই ক্লান্তিকর হোক না কেন তাছাড়া হরিনাথ প্রতিভার স্বরূপ নির্ধারণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বলা চলে, হেনরি ভিভিআন ডিরোজীও (Henry Vivian Derozio) সৃষ্ট নব্য বাঙালী যৌবন স্রোতে হরিনাথ আসেন আর একটি মাতাল তরণী হিসেবে। গরুড়ের মতো অমৃতের ক্ষুধা এই নব্য বাঙালী শিক্ষিত সমাজের শিরায় শিরায় অগ্নি উৎপন্ন করেছে। এক সর্বগ্রাসী উদগ্র আগ্রহে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার লুণ্ঠন করেছেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের আত্মায় ছিল না সেই শুশ্রূষার বীজ যা প্রতিভার উদ্বেগকে শান্ত করে ; প্রলাপের রাতের পর যার স্পর্শে শান্ত সমাহিতিসূচক প্রভাত আসে। দেশাত্মবোধ, ধর্মচিন্তা, সমাজচিন্তা, জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান ইত্যাদি কর্মের গভীরতম খাতে প্রতিভাপ্রসূত অকস্মাৎ বিকাশকে প্রবাহিত করার প্রচেষ্টা তাঁদের আয়ত্তে ছিল না। ফলে তাঁদের চেতনা জাতীয় মানসে নিজেদের যথাযথ স্থান আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়েছে। হরিনাথও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর গবেষণার মূল ধারায় শেষ পর্যন্ত আমরা শুধু একটি অসাধারণ অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাই। কিন্তু তাঁর অন্বিষ্টের খুব সামান্য অংশই জাতীয় সংস্কৃতির অগ্রগতির সাধনার অঙ্গীভূত হয়েছে। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো জাতীয় মানসে জেগে ওঠার সিদ্ধি এখানে অনুপস্থিত। রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবনও হরিনাথের মতোই নানা তরঙ্গসঙ্কুল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামমোহন প্রতিভা কূল পেয়েছে বিরাট এক সামাজিক বিপ্লবসাধনে। ওয়াল্‌ট্যার্ পেট্যার্ (Walter Pater) অনুপ্রাণিত 'য়েলো নাইন্‌টিজ্'-এর প্রতিনিধিদের মতো হরিনাথ বিদ্যাচর্চার অভ্রংলিহ মিনারেই চিরকাল থেকে গেলেন। তাই পরিবেশের অবক্ষয় খুব সহজে তাঁর রক্তমাংসে প্রবেশ করে তাঁকে অনেক সময় এক ভৌতিক অস্তিত্বে পরিণত করেছে। তাঁর আশেপাশের প্রতিভাহীন মাংসলুব্ধ মানুষেরা তাঁর এই স্বাস্থ্যের অভাবের সুযোগ নিয়েছেন। আর তাই বুদ্ধের মতো মুখমণ্ডল, আরিস্তোতলেসের মতো আবিশ্বজ্ঞানের অধিকারী হয়েও ব্যর্থতার এক করুণ মুখোশে মুখ ঢেকে মানবেতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে হরিনাথকে বিদায় নিতে হয়েছে। মৃত্যুই হয়েছে তাঁর সুচিরসখা।

তাঁর ব্যক্তিত্বের অস্বস্তিকর পরিণতির সবটুকু দায়িত্ব নির্বিচারে হরিনাথের স্কন্ধে ন্যস্ত করলে তাঁর প্রতি গভীর অবিচার করা হবে। ব্যক্তিত্বের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে যে সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব আধুনিক মনোবিজ্ঞান তথা সমাজবিজ্ঞান আমাদের আয়ত্তে এনেছে সেগুলির সাধারণ প্রয়োগ এক্ষেত্রে যথেষ্ট তাৎপর্যপুর্ণ। য়ুরোপীয় সংস্কৃতির যে মানবতাবাদী পরিবেশে হরিনাথের যৌবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশমুখীন দিকের বিশাল আকৃতির তাই ছিল প্রধান নির্মাণপদার্থ। কেম্‌ব্রিজের হিউম্যানিটিজ্‌ চর্চার সেই উদার আবহাওয়া থেকে হরিনাথ যে ভারতবর্ষে চালান হলেন সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করবার সামাজিক আধার আদৌ গড়ে ওঠেনি। কেম্‌ব্রিজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শুধুমাত্র অনড় প্রাকৃতিক দূরত্বই ছিল না, ছিল আরও দুস্তর অনেক বাধা। নিছক পরীক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠান—কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যদি প্রধান পরিচয় হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন সৃজনশীল গবেষণার পরিবেশ পাওয়া দুর্লভ হয়ে পড়ে। তার অন্যতম কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল এক ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায়। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কিছু কিছু খণ্ডযুদ্ধে পেছু হটলেও আমাদের জাতীয় শিক্ষার মূল পটভূমিকাটি তাঁরা যা রাখতে চেয়েছিলেন তাই ছিল। ইংরেজ ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়ার পর এই সত্যটি আমাদের কাছে মর্মান্তিকভাবে স্পষ্ট হয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, বিলেত থেকে এসে হরিনাথ তাঁর উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পাননি। এদিক থেকে এশিয়াটিক সোসাইটি হয়তো কিছুটা অভাব পুরণ করতে পারত এবং করেও ছিল। কিন্তু এখানেও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সেই ভারতবিদ্যার চর্চায় পরোক্ষ উৎসাহ দিয়েছেন যা মূলতঃ ভারতমাহাত্ম্যের অতীত স্মৃতিচারণামূলক এবং কার্যতঃ সুদূর য়ুরোপীয় প্রভাবে প্রভাবিত। এই ধরনের পরিবেশের অন্তঃসারশূন্যতা বুঝেই বিদ্যাসাগর আপন বিপুল সক্রিয় ভূমিকা সংবরণ করে শেষ জীবনে সাঁওতাল পল্লীর বিদ্যাহীন, নামহীন নিরক্ষর পরিবেশে নিজেকে আশ্রয় দেন। হরিনাথের মনের এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। স্বদেশের বিদ্যাচর্চার পরিবেশের ঐতিহাসিক অসম্পূর্ণতা বোঝা তাঁর অনায়ত্তে ছিল। এই পরিবেশকে তিনি সাড়ম্বরে মেনে নিয়েছিলেন। আপাত সাফল্যও এসেছিল। ইংরেজরা তাঁকে ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নির্বাচন করতেও দ্বিধা করেননি। এইসব সাফল্যের মূল কিন্তু জাতীয় জীবনে ছিল না। তাই পৃথিবীর যে কোনও দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা

হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হরিনাথ প্রতিভা আপন ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করে জাতীয় সাংস্কৃতিক অগ্রগতির একটি ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাংস্কৃতিক অগ্রগতির স্তর তাঁর ওপর এই দাবী উপস্থিত করতে পারেনি। হরিনাথ প্রতিভা তাই কার্যতঃ এগ্‌জটিকই থেকে গেল। লক্ষ্য করবার বিষয় হল, সমসাময়িক যে সমস্ত দিক্‌পাল ভাষাবিদ্‌দের সঙ্গে সমান যোগ্যতায় ভাষাবিদ্‌ হিসেবে তিনি কাজ করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশে গবেষণার বিরাট সুযোগ, সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষ, তার আকারহীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি, ব্যক্তিতান্ত্রিক কর্তৃত্ব অভিষিক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হরিনাথ প্রতিভাকে লালন করার এই জাতীয় কোনও দায়িত্বই গ্রহণ করেনি। যে শ্লথগতি, চিন্তার জড়ত্ব আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল হরিনাথ প্রতিভার বিদ্যুদ্‌গতি বিস্তার সে পরিবেশে এক দুর্জ্ঞেয় প্রাকৃতিক ঘটনার মতোই আবির্ভূত হয়। তাই একদিকে হরিনাথের অনন্যসাধারণ ভাষাজ্ঞানের বিষয়টি অনেক সময় হয়ে দাঁড়িয়েছে আজগুবি ব্যাখ্যার বস্তু; অপরদিকে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে চলেছে হৃদয়হীন নির্বোধ কালিমালেপন। চ্যাপ্‌ম্যান্‌ সাহেব যে হরিনাথের মুখমণ্ডলে এক আলোকসামান্য বিভা দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তা তাঁর ইংরেজ চারিত্রেরই প্রকাশ। আমাদের আধুনিক সাংস্কৃতিক বিবর্তন আমাদের জাতীয় চরিত্রকে এখনও এই পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেনি। তাই হরিনাথ প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন আমরা আজও করে উঠতে পারিনি।

সাত

ইংরেজীতে দুটি শব্দের প্রায়ই খুব অপব্যবহার হয়। কিংবা বলা যায়, শব্দ দুটির ব্যবহারিক অর্থ অত্যন্ত অস্পষ্ট। শব্দ দুটি হল genius এবং talent। বাংলায় genius-এর সমার্থক শব্দ প্রতিভা কথাটির ব্যবহার যথেষ্ট প্রচলিত। কিন্তু প্রতিভা কথাটির কোনও ব্যবহারিক সংজ্ঞায় আমরা আজও উপস্থিত হতে পারিনি। ফলে যখনই কোনও সাধারণের ঊর্ধ্ব মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাই তখন আমাদের অতি ব্যবহৃত প্রতিভা কথাটির সংজ্ঞাত্মক অসম্পূর্ণতাটি ধরা পড়ে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এইসব বিশিষ্ট মানসিকতার অধিকারী মানুষদের আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আত্ম-সার্থকতা অর্জন আত্ম-সাধনার নামান্তর। প্রত্যেকটি মানুষ কেন আপন আপন ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এই স্বাধিকার অর্জন করতে পারে না তার শারীরতাত্ত্বিক, স্নায়বিক ও মানসিক সমস্যাবলীতে আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রচুর আলোকপাত করেছে। পদ্ধতি ও প্রকরণের দিক থেকে এক্ষেত্রে মানুষের মনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় জিগ্‌মুণ্ট্‌ ফ্রয়্‌ট্‌ (Sigmund Freud)-এর এক অসাধারণ অবদান। সাম্প্রতিককালে ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্য নিয়ে মনোবিজ্ঞানে যে বিশেষ গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে তারও প্রথম বীজ ফ্রয়্‌টের গবেষণাতেই নিহিত ছিল। ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্য নিয়ে সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানের এই গবেষণা নানাস্তরের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বকে বুঝতে যথেষ্ট সহায়ক হয়। পুর্বে আমরা যা হস্তরেখা, কোষ্ঠিবিচার, বংশধারা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করে এসেছি আধুনিক মনোবিজ্ঞান সেই অসম্পূর্ণ বোঝার প্রচেষ্টাকে বাতিল করে এক সুসংহত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর গবেষণা প্রণালী আমাদের আয়ত্তে এনে দিয়েছে।

হরিনাথকে যথার্থ অর্থে আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব বলা যায়। তাঁর আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের নানাবিধ আভাস ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। সেই সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করার আগে আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কতিপয় সিদ্ধান্তের এক রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান মানসিক অস্বাস্থ্যের গতিপ্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ করার মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে। এজন্যে আধুনিক

মনোবিজ্ঞানকে মনোবিকলনতত্ত্বের সঙ্গে এক করে দেখার একটি ভ্রান্তি খুব প্রচলিত। ফ্রয়্‌টের পরে সর্বপ্রথম আল্‌ফ্রেট্‌ আড্‌ল্যার্‌ (Alfred Adler) ও কার্ল গুস্তাফ্‌ ইয়ুং (Carl Gustav Jung) মানবচৈতন্যের অপরিসীম সুস্থতা ও সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে লুড্‌ভিক্‌ বিনস্‌ভাঙ্‌গের্‌ (Ludwig Binswanger), কুর্‌ট্‌ গোল্ড্‌স্টাইন্‌ (Kurt Goldstein), প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের ব্যক্তিত্বকে একটি সামগ্রিক প্রাণময় প্রক্রিয়া হিসেবে পর্যবেক্ষণ করার পদ্ধতিপ্রকরণ নিয়ে গবেষণা চালান। শারীরবিদ্যা সম্পর্কে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের আধকারী গোল্ড্‌স্টাইন্‌ দেখান, মানুষের মস্তিষ্কের শারীরতত্ত্বমূলক জটিল পরিস্থিতিগুলি কিভাবে মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। রুশ শারীরতত্ত্ববিদ্‌ মহাপণ্ডিত ইভান্‌ পেত্রোভিচ্‌ পাভলভ্‌ (Ivan Petrovich Pavlov)-এরও অনেক গবেষণা এইসব সমস্যায় আলোকপাত করেছে। বর্তমান শতকের তৃতীয় দশক থেকে গার্ডন্যার মার্ফি (Gardner Murphy), গর্ডন উইলার্ড অ্যাল্‌পর্ট (Gordon Willard Allport), অ্যাব্রাহাম্‌ হ্যারল্ড্‌ মাস্‌লো (Abraham Harold Maslow) প্রমুখ দিক্‌পাল মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিচৈতন্যের সম্ভাবনা, গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর গবেষণা চালান। এইসব গবেষণার ফলশ্রুতি আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের নানাদিক সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব সুপ্রচুর গবেষণানির্ভর তথ্যাদির সাহায্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাস্তব পরিস্থিতিতে স্বচ্ছন্দ বিহারের এক অসাধারণ যোগ্যতা। এইসব মানুষ বলা যায়, প্রায় জন্ম থেকেই সদাসৎ, সত্যমিথ্যা আবিষ্কারে অসাধারণ নৈপুণ্যের অধিকারী। বাস্তব পরিস্থিতির ফন্দি ফিকিরের বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রামের জন্যে তাঁরা আবাল্য প্রস্তুত। রঘুনাথ শিরোমণি সম্পর্কে একটি গল্প আছে যে একবার কোনও টোলে তাঁর গুরুদেবের তামাক সেবনের জন্যে তিনি অগ্নি সংগ্রহ করতে গেলে এক টুলোপণ্ডিত নির্মম পরিহাস করার লোভে তাঁর হাতে একখণ্ড জলন্ত অঙ্গার তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বালক রঘুনাথ আপন স্বভাবসুলভ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়ে তৎক্ষণাৎ একমুঠো ধুলো সংগ্রহ করে সেই অগ্নিকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করে টুলোপণ্ডিতের ফন্দিবাজির উত্তর দেন। এই সামান্য ঘটনাটি রঘুনাথ চরিত্রের আত্ম-সার্থককারী ক্ষমতার নির্ভুলসূচক হিসেবে ধরা যায়। আত্ম-সার্থককারী মানুষেরা এইভাবেই পরিবেশকে হেলায় জয় করেন। এ

সম্পর্কে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একবার একটি মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালানো হয়। এই পরীক্ষায় দেখা যায়, যেসব ছাত্রের মধ্যে আত্ম-সার্থককারী ক্ষমতা বর্তমান তারা অন্যান্য সাধারণ ছাত্রের থেকে নিজেদের অধ্যাপকদের অধ্যাপনার যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট বেশী সজাগ। এই পরীক্ষাটিকে আরও একটু বিস্তৃততর পরিধিতে পরিচালিত করে দেখা যায় যে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এইসব ছাত্রেরা অপরাপর ছাত্রদের থেকে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আর একটি পরীক্ষায় যখন এই ধরনের আত্ম-সার্থককারী সম্ভাবনাপুর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ভবিষ্যৎ বোধের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয় তখন দেখা যায় যে এইসব ব্যক্তিত্বে কার্যতঃ কোনও অলীক মনোভাব, অহেতুক উদ্বেগ, ভয় প্রভৃতি নেতিমূলক মনোভঙ্গী সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিছক সুরুচি বা সৎবিবেচনার ক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নিরিখে এটি সুপ্রমাণিত হয়েছে যে এই ক্ষমতাগুলির শিকড় ব্যক্তিত্বের অনেক গভীরে। এগুলি রুচি মাত্র নয়, perception। এবং মনোবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে একটি উদ্বায়ু ব্যক্তিত্ব আপেক্ষিকভাবে নয়, নিত্যই জীবনের সমস্ত ব্যাপারে অক্ষম। বাস্তব জগৎকে এই ব্যক্তিত্ব মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষদের মতো যথাযথভাবে অথবা প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য সহকারে কখনও বিচার করতে পারে না। উদ্বায়ু ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র অনুভবের ক্ষেত্রেই নয়, তার চিন্তনপদ্ধতিও থাকে ভুলে ভরা। এইখানেই জীবন সম্বন্ধে প্রাথমিক মূল্যবোধের সমস্যাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। মোরিস্ ম্যার্‌লো-পঁতি (Maurice Merleau-Pontey) দেখিয়েছেন যে উদ্বায়ু ব্যক্তিত্ব কিভাবে দেহমনের প্রতিটি ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে ভুলের মাশুল দেয়। সাম্প্রতিক কতকগুলি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বমাত্রেই বাস্তব অনুধাবনের ক্ষেত্রে আপন স্বভাবের কোনও অসম্পূর্ণতার দ্বারাই প্রভাবিত নন। এইসব পরীক্ষায় প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলির ওপর নির্ভর করে বলা যায়, বাস্তব পরিস্থিতির ধারণার ক্ষেত্রে, শ্রেষ্ঠত্বে, বিচারবুদ্ধি অর্জনের ক্ষমতায়, সত্য উপলব্ধির অসাধারণ যোগ্যতাতে, জীবন সম্বন্ধে নানাবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিশিষ্ট নৈপুণ্যে, চিন্তা ও বিশ্ববীক্ষায় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনে আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব সাধারণ মানুষকে অনায়াসে ছাপিয়ে যায়।

আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের অন্যতম দুর্লভ গুণ বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে বাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগশূন্য বিমূর্ত ধারণাগুলি সম্বন্ধে চূড়ান্ত অনীহা এবং

নতুন, বিশিষ্ট ও প্রত্যক্ষ বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অন্তহীন আগ্রহ। হারবার্ট রীড (Herbert Read) এই বৈশিষ্ট্যকেই অপাপবিদ্ধ দৃষ্টি অথবা হেন্‌রি মিলার্‌ (Henry Miller) cosmological eye বলেছেন।

আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব অজানার সামনে চিরস্থির। উপনিষদের ভাষায় যাকে বলা যায় বৃক্ষ ইব। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই চিত্তপ্রশান্তি নেই। আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব আপনার প্রেমে বিমুগ্ধ। তাই যা কিছু পরিচিত, গণ্ডিবদ্ধ অভ্যাসের স্পর্শে মলিন তার প্রতি এই ব্যক্তিত্বের কোনও আগ্রহ নেই; যা এখনও আকার নেয়নি, যে সম্ভাবনার বীজ মাটিতে সবেমাত্র বিকশিত হতে শুরু করেছে, যা নক্ষত্রের আলোর মতো অজানা আকাশে অনন্তকালের বাধা পেরিয়ে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে তার সম্বন্ধে এঁদের অদম্য কৌতূহল। আলবার্ট আইন্‌স্টাইন্‌ (Albert Einstein)-এর ভাষায় আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বেরা বলে ওঠেন: "যা কিছু রহস্যময় তাই হল আমাদের কাছে সবচেয়ে রমণীয় অভিজ্ঞতার উপকরণ। শিল্প ও বিজ্ঞানের এই হল উৎসমুখ।"[১]

যেহেতু আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের কাছে অজানা অচেনায় কোনও অহেতুক শঙ্কা নেই, তাই অহেতুক শঙ্কা, উদ্বেগ ইত্যাদির সঙ্গে লড়াই করার অপব্যয় তাঁদের চরিত্রে অনুপস্থিত। তাঁরা অজানাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করেন না। অজানার থেকে পালিয়ে যাবার মতলবও তাঁদের নেই। কোনও মনগড়া তত্ত্বের আড়ালে অজানার রুদ্র মুখ তাঁরা ঢেকে দিতে চান না। পক্ষান্তরে চেনা জগৎ আঁকড়ে থাকতে তাঁদের একান্ত অনুৎসাহ। তাঁরা সত্যকে খোঁজেন সত্যের সুনিশ্চয়তা, নিরাপদ পরিস্থিতি, সুনির্দিষ্ট গণ্ডি, সুসংগঠিত আকার এইসবের আকর্ষণে নয়। গোল্ড্‌স্টাইন্‌ দেখিয়েছেন যে মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে অথবা চূড়ান্ত উদ্বায়ু অবস্থায় মানুষ এইভাবে গণ্ডির মধ্যে আশ্রয় নিতে চায়। আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব প্রয়োজনানুরূপ বুদ্ধের মতো রাজ্যপাট ত্যাগ করেন; চৈতন্যের মতো সুখের নীড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন; রবীন্দ্রনাথের মতো জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজখেতাব ত্যাগ করে বসেন। যেসব পরিস্থিতি সাধারণ মানুষকে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেইসব তুফানে আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব স্বেচ্ছায় তরী ভাসান।

আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের অপর একটি দিক হল এক প্রবল চিত্তমুক্তির

ক্ষমতা। ওয়াল্ট্ হুইটম্যান্ (Walt Whitman)-এর কাব্যে যে বিপুল স্বাস্থ্যোজ্জল রাজসিক ব্যক্তিত্বের ছবি আমরা পাই তা যেন আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের একটি দর্পণ। আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব বাঁচার নিছক আনন্দে এত বিমুগ্ধ যে কোনও দোষবোধই তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারে না। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এইসব নায়কদের চরিত্রে এক বিস্ময়কর গতিবেগ বর্তমান ছিল। বাস্তব জীবনেও আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বে এই গতিবেগ জীবনের তুচ্ছ ন্যায় অন্যায় বোধকে হেলায় অতিক্রম করে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর মাত্র অল্প কিছুদিন পরেই তিনি রামকৃষ্ণের সমাধি হওয়ার ঠিক পূর্ববর্তী দৈহিক অবস্থাটিকে অনুকরণ করে মাঝে মাঝে অন্যান্য শিষ্যদের আনন্দ দিতেন। ধর্ম, গুরু প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের ভারতীয় স্বভাবে যে ধরনের ভাবপ্রবণতা আছে সেই জড়ত্বের পটভূমিকায় এই কৌতুকলীলা অবিশ্বাস্য। বিবেকানন্দের মতো আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব রামকৃষ্ণের মতো গুরুকে নিয়েও হাস্যপরিহাস করবার ব্যাপারে অহেতুক কোনও দোষবোধেই ভোগেননি। হরিনাথের একটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য রচনার কথা আমরা জানি। রচনাটির নায়ক হিসেবে যে চরিত্রটি চিত্রিত হয়েছে, শোনা যায়, সেটি বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত বিচারকের একটি নির্মম ব্যঙ্গচিত্র। তাঁকে ব্যঙ্গ করে এইরূপ কৌতুকবিলাস সাধারণ মানুষের পক্ষে অকল্পনীয় ছিল।

আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বে আপন সত্তাকে তার সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে মেনে নেওয়ার এক দুর্লভ ক্ষমতা দেখা যায়। এর মানে এই নয় যে এইসব ব্যক্তিত্ব আত্মসন্তুষ্ট। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় বহু তথ্য প্রমাণ করে যে এইসব ব্যক্তিত্ব নিজ নিজ চরিত্রের দোষ, গুণ, দুর্বলতা সব কিছুকেই এক অটল চিত্তপ্রশান্তির সঙ্গে মেনে নেন। অর্থাৎ জলে কেন সিক্ততা এ নিয়ে তাঁদের কোনও অভিযোগ নেই অথবা পাথর কেন রুক্ষ কিংবা বৃক্ষ কেন স্বভাবতঃ সবুজ এইসব আত্মক্ষয়ী জিজ্ঞাসায় তাঁদের কোনও কৌতূহল নেই। শিশু যেমন খোলা চোখে বিনা সমালোচনায় সরল চাহনিতে জগৎ সংসারের সবকিছু দেখছে, লক্ষ্য করছে অথচ পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে একমাত্র কৌতূহল ছাড়া আর কোনও অহেতুক সচেতন বিব্রতভাব তার মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই; এমন কি রোগশয্যায় আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থাতেও আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব এই প্রশান্তি অনায়াসেই বজায় রাখতে পারেন। সুকুমার রায়ের জীবনে কয়েকটি বিশেষ

সঙ্কটের কথা যাঁরা জানেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক চিঠিতে বলেছেন, মৃত্যুর মুখোমুখি এসে সুকুমার রায়ের সমগ্র ব্যক্তিত্বে যে প্রশান্তি দেখা গিয়েছিল তা সাধারণ মানবজীবনে একান্ত দুর্লভ।

আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বে জীবনকে মেনে নেওয়ার এই দিকটি তাঁদের সমগ্র জীবন সম্বন্ধে যে সত্যদৃষ্টি থাকে তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জীবনকে এই সহজভাবে গ্রহণ করার মনোভাবটি জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ক্ষেত্রেও প্রকাশ পায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটি হল প্রবৃত্তির স্তর। আত্ম-সার্থককারী মানুষ আপন স্বভাবে এই স্তরকেও সার্থক করে তোলেন। উদ্বায়ু ব্যক্তিত্বের মতো তাঁরা আহার বিহারের বাদবিচার নিয়ে কদাচ বিব্রত নন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয় তৃপ্তিসাধক যা কিছু মানবস্বভাব বিকাশের অন্যতম পোষণপদার্থ হিসেবে কাজ করে এই তৃপ্তিঅর্জনে এইসব ব্যক্তিত্বে বিন্দুমাত্র কোনও দ্বিধা নেই। জীবনকে বিভিন্ন স্তরে এই সহজ স্বীকৃতির সঙ্গে এইসব ব্যক্তিত্বে যুক্ত হয় সততা এবং অন্যদের মধ্যে এই সততার অভাব পরিলক্ষিত হলে সেই সম্বন্ধে সীমাহীন অনীহা ও ঘৃণা। ছল চাতুরী, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, মুখোশ ধারণ, তোষামোদ ইত্যাদি সমস্ত নেতিমূলক ঝোঁকের অভাব আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বে বরাবরই সঙ্কট আনে। সন্ত আউরেলিউস্ আউগুস্তিনুস্ (Aurelius Augustinus) যেমন বলেছিলেন, আপন বীণাটি ছাড়া তাঁর আর কোনও সম্বলই থাকা সম্ভব নয়। আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও একমাত্র প্রতিভা অথবা স্বভাবজ নৈপুণ্যবিশেষ ব্যতীত আর কোনও সম্বলই থাকে না। হরিনাথ যদি তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কপটাচারণ করতে পারতেন; ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষকে তোষামোদ করার মতো স্তরে নেমে যেতে দ্বিধা না করতেন তাহলে আমাদের দেশের শিক্ষাসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সহজ এবং আপাতসাফল্য তাঁর জীবনেও আসার সম্ভাবনা ছিল পুরোমাত্রায়। কিন্তু হরিনাথ আপন প্রতিভার সুস্থ অহঙ্কারবোধকে কখনই বর্জন করতে পারেননি।

আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের একটি অবিসংবাদী দিক্ হল স্বভাবের অনন্য-সাধারণ সারল্য ও স্বাভাবিকতা। এর অর্থ এই নয় যে এইসব ব্যক্তিত্ব আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে উদ্ভট সব আচরণ করে বসেন। তাঁদের আচরণে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই থাকে। প্রসঙ্গতঃ হরিনাথের অত্যাশ্চর্য দানশীল-তার বিষয়টি স্মর্তব্য। কিন্তু যে বৈশিষ্ট্য অথবা সারল্যে এইসব চরিত্র বিভূষিত তা তাঁদের সমগ্র সত্তার সঙ্গে বিজড়িত। সমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণার সঙ্গে

এইসব ব্যক্তিত্বের যে সঙ্ঘাত তা নিছক ওপরের সমস্যা নয়, এইসব সঙ্ঘাতের তাৎপর্য বহুদূর প্রসারী। তাই এইসব সঙ্ঘাতের পটভূমিকায় এইসব স্বতন্ত্রী মানুষের একান্ত নিজস্ব মূল্যবোধ, জীবনদর্শন, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি আপন আপন স্বকীয়তায় ফুটে ওঠে। আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব নিয়ে যেসব গবেষণা সম্প্রতি হয়েছে সেগুলির মাধ্যমে একটি সাধারণ তত্ত্বে পৌছনো সম্ভবপর। এতকাল মানবস্বভাবে যে সমস্ত পরিস্থিতিকে বৈপরীত্যসূচক হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে সেইসব বৈপরীত্য উদ্বায়ু ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে এইসব ব্যত্যয়ের সুচারু সমাধান ঘটে থাকে। তারই ফলস্বরূপ স্বভাবের নানাবিধ ক্ষয়-ক্ষতি, অপব্যয়, মূঢ়তা, অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতা, নৈরাজ্য সব এক সুবিপুল মানসিক স্বাস্থ্যের দিগন্তে সুবিস্তীর্ণ ব্যক্তিত্বের মহিমায় যথাযথ স্থান লাভ করে। যেমন বুদ্ধি ও অনুভূতির চিরাচরিত দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক অথবা যুক্তি ও প্রবৃত্তিনিচয়ের পরস্পরবিরোধিতা, কিংবা ইচ্ছার সঙ্গে ভাবনার বিরোধ সুস্থ মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে খুব সহজে অবসিত হয়। এক কথায়, এইসব ব্যক্তিত্বে বাসনা ও ভাবনার সার্থক সমন্বয় ঘটে। অবশ্য এই সমন্বয় কোনও চিরস্থির আকার নিতে পারে না। ব্যক্তিত্বের নানাবিধ বিকাশের প্রতিটি জটিলতার সংস্পর্শে এই সমন্বয়েও স্তর বদল ঘটে। লেভ নিকোলেইভিচ্ তলস্তয় (Lev Nikolayvich Tolstoy), মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আল্‌বার্ট শভাইট্‌-স্যর্ (Albert Schweitzer) প্রমুখের জীবনে আমরা তাই দেখি এই সমন্বয় অর্জনের আকুল আগ্রহ। অনেক সময় এই সমন্বয় ব্যক্তিত্বের সৃজনশীলতার অতি গভীরে ফল্গুধারার ন্যায় চলতে থাকে। তাই অনেক সৃজনশীল ব্যক্তিত্বে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সমন্বয় প্রায় দৃষ্টিগোচরে আসে না।

আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের সমস্ত ঝোঁকটি হল অদ্বৈতের দিকে। ব্যক্তি-মানস, সমাজমানস, স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি সাধারণ ব্যক্তিত্বসুলভ দ্বৈতভাবগুলি তাই এইসব ব্যক্তিত্বে আদৌ থাকে না। তাঁদের কর্ম ও সাধনায় ব্যক্তিগত রুজি-রোজগারের সমস্যাবলীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে সমগ্র জাতির তথা বিশ্বের সমস্যাবলী। তাঁদের আত্মবিকাশের মধ্যে দিয়ে সমকালীন বিশ্বের বিরাট সমস্যাবলীর সার্থক সমাধান সূচিত হয়। এই প্রক্রিয়াতেই কবিরা হন দ্রষ্টা, দার্শনিক হন সত্যের প্রবক্তা, নেতা হন মুক্তির পতাকাবাহী। সৃজন-শীলতার এইসব যুগান্তকারী ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও কর্মবিশেষে এই আত্মসাধনা ও সমাজসাধনার নিবিড় যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়।

আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আধুনিক বাংলা জীবনীসাহিত্যে যে কতিপয় রচনার সন্ধান মেলে তার মধ্যে তিনটি রবীন্দ্রনাথ লিখিত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব ও জীবন—রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের ধ্যানধারণাকে প্রভাবিত করেছে। এই তিনটি ব্যক্তিত্বে ভারতীয় নবজাগরণের বিকাশমুখীন ধারাগুলির সাগরসঙ্গম ঘটে। তাঁদের আত্মসাধনার সঙ্গে আমাদের জাতীয়সাধনার প্রাণদধারাগুলি বিশিষ্ট আকার পায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস মূলতঃ আবেগপ্রধান। এবং তাঁর রচনায় তথ্যের দিক্ সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা থেকে আহরিত হয়েছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের যে দিক্‌গুলি সবচেয়ে প্রভাবান্বিত করেছে শুধু সেই দিক্‌গুলির পর্যালোচনাতেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তাই এইসব আলোচনা সামগ্রিক বিচারে আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের পরিণত অবস্থার আলোচনা। কিন্তু যে মানসিক প্রক্রিয়ায় রামমোহনের মতো লুট্যার্ (Martin Luther)সুলভ ব্যক্তিত্ব সম্ভব হয়েছে বা আজীবন ভারতীয় পরিবেশের মধ্যে থেকেও য়ুরোপীয় মানসিকতার যুক্তিশীলতার, দার্ঢ্য, মানবিকতা দিগন্তের বিশাল মহীরুহের মতো সুস্পষ্টভাবে বিদ্যাসাগর চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তার মর্মানুসন্ধান রবীন্দ্রনাথের রচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আমাদের ভারতীয় জীবনের জড়ত্বের আবহাওয়ায় রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সর্বজনীন মানবিকত্বের উদার আকাশে স্বচ্ছন্দ বিহারের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের নিজের আকাশবিহারী মনকে বিস্ময়ান্বিত না করে পারেনি। কিন্তু সেই বিস্ময় নিয়ে তিনি শুধুমাত্র রামমোহনের সাহস কি বিদ্যাসাগরের চারিত্র, এইসব ব্যক্তিগত গুণাবলীর বিবরণীদানেই শান্ত হয়েছেন। এইসব বিবরণীতে নিঃসন্দেহে অসাধারণ সব অন্তর্দৃষ্টি প্রযুক্ত হয়েছে। মহাকবির দুর্লভ সংবেদনশীলতায়, অন্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাযুজ্য অর্জনের বিপুল প্রতিভায়, প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটি ছত্র চকিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলির যে অসম্পূর্ণতা তার কারণ ঐতিহাসিক। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের নিরিখে ছাড়া ব্যক্তিচরিত্র বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের পর্যায়ে এসে থেমে যেতে বাধ্য। মানবমনের ফ্রয়্‌ট্ উপস্থাপিত প্রকল্প, ফ্রয়্‌ট্ পরবর্তী মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন শাখায় ব্যক্তিত্বের নানাদিক নিয়ে গবেষণা-চিন্তন আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। এই আধুনিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ,

বিবেকানন্দ প্রমুখ আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা আমাদের আত্ম-দাবিকে আরও স্পষ্টতর করবে।

অবশ্য এটা ঠিক যে হরিনাথের ব্যক্তিত্ব পূর্বোক্ত ব্যক্তিত্বপুঞ্জে যুক্ত করা সম্ভব নয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্র ছিল সীমিত। তবে হরিনাথের তরফে এখানে একটি যুক্তি উত্থাপন করা যায়। পূর্বোক্ত ব্যক্তিত্বগুলির প্রত্যেকেই আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের একটি সুসমৃদ্ধ পটভূমিকায় আপন আপন আত্ম-সাধনা শুরু করেন। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই রকম কোনও পটভূমিকা হরিনাথ পাননি। যদি কাল্পনিকভাবে ধরা যায়, আমাদের দেশে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে সেই পটভূমিকা ছিল; তবু যেহেতু বিষয় হিসেবে আজও ভাষাতত্ত্ব পাণ্ডিত্যের বাঁধাধরা গণ্ডিতে নিবদ্ধ তাই ভাষাতত্ত্বের চর্চায় নিরত থেকে বিদ্যাসাগর কি রবীন্দ্রনাথের মতো বিশাল সামাজিক আভিব্যক্তিসম্পন্ন সার্থকতায় উপনীত হওয়া কোনও ব্যক্তিত্বের পক্ষেই আজও সম্ভবপর নয়। অথচ শুধু জ্ঞানের নিজস্ব জগতে নয়, আধুনিক সংস্কৃতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান এসেছে ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে। জোন্‌জের ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি শুধু ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাবলীতেই নয়, ওইসব ভাষাভাষী মানুষের সুদূর অতীতকেও আলোকিত করে তুলেছে। সাম্প্রতিককালে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতির একত্র প্রয়োগে ইন্দো-য়ুরোপীয় মানবগোষ্ঠীর প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আরও তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে। ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এটি একটি বিপ্লব সূচিত করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর য়ুরোপ-আমেরিকায় ভাষাতত্ত্বকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার বিপুল প্রয়াস চলেছে। আধুনিক অঙ্কশাস্ত্র, যুক্তিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যানতত্ত্বে, ভাষাতত্ত্বে নতুনতর পদ্ধতি প্রকরণ প্রয়োগের পক্ষে বহু যুক্তি উপস্থিত করা হচ্ছে। আধুনিক চিন্তার এই অভিযাত্রায় ভাষাতত্ত্ব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে চলেছে। হরিনাথের সমকালীন ভারতে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভাষাতত্ত্বে এই বিস্তৃততর সাংস্কৃতিক পটভূমিকা খুব স্পষ্ট ছিল না। ভাষাবিদ্ হিসেবে হরিনাথের প্রতিভার নিজস্ব পরিমিতির কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার। এই বিষয়গত পরিমিতি, ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিমাপ এইসব মেনে নিয়েও হরিনাথ যে যথার্থই আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন সে বিষয়ে প্রতর্কের কোনও অবকাশ নেই। হরিনাথের সম-কালীন অনেক মনীষী এ সত্য উপলব্ধি করেছেন এবং অকুণ্ঠভাবে তা স্বীকার করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একদা

হরিনাথের মনীষাকে বিশ্বের বিস্ময়কর ভাষাবিদ্ মেৎসোফান্তির সমপর্যায়ের মনে করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ করেননি।

আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গবেষণা পদ্ধতির বিস্তৃততর পরিধির মধ্যে না গিয়ে ওই পদ্ধতিগুলি থেকে কতকগুলি কার্যকরী সূত্র গ্রহণ করা যায়। হরিনাথের ব্যক্তিত্বের স্বরূপবিচারের ক্ষেত্রে অধুনা এই সূত্রগুলির প্রয়োগই হবে লক্ষ্য। যেমন সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের বাস্তব সম্বন্ধে একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। হরিনাথের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত প্রযোজ্য। হরিনাথ আপন পরিবেশ সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকেই নিজস্বভাবে সচেতন। কিংবা অন্যভাবে বলা চলে, পরিবেশের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বে আশৈশব একটি নিজস্ব রীতি ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্কুলে পড়ার সময় অঙ্ক শিক্ষায় তিনি কোনদিনই মনোনিবেশ করতে পারেননি। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে তিনি অনুত্তীর্ণ হন। এটা প্রমাণ করে বিমূর্ত বিষয় আয়ত্ত করা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিত্বে কোথায় যেন একটি বাধা উপস্থিত ছিল। পরিবেশকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুদ্‌গতি অনুধাবনের ক্ষমতাও ছিল হরিনাথের প্রচুর পরিমাণে। পরিবেশের কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করলেও তার স্বরূপ তিনি বুঝতে পারতেন। তাঁর ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির চাকরিতে যখন নানা বিঘ্ন ও সঙ্কট দেখা গেল, এই সব কিছুর মধ্যে একটি সামগ্রিক যোগসূত্র তিনি খুব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরিতে হরিনাথের কার্যকলাপ সম্পর্কে চ্যাপ্‌ম্যানের তদন্ত শেষ হলে হরিনাথ তদন্তাতীত কতকগুলি দিক্ চ্যাপ্‌ম্যানের সামনে তুলে ধরবেন,—চ্যাপ্‌ম্যানের সঙ্গে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময় হরিনাথের এই নাটকীয় উক্তি তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতারই আর একটি দিক্।

আমাদের দেশের জীবনযাত্রার সামগ্রিক পটভূমিকায় হরিনাথের অজানা অচেনা সুদূরকে জীবনে বিপুল উৎসাহে গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের আর একটি প্রমাণ। তাঁর অসংখ্য ভাষাশেখার প্রচেষ্টার মূলেও ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনমতো তিনি যে এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খলভাবে জ্ঞানের অনেক ধাপ হয়তো বা অসম্পূর্ণ রেখেই কোনও একটি ভাষাশিক্ষা অথবা ক্ষেত্রবিশেষের গবেষণায় প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পেরেছেন তার কারণ হল তাঁর ব্যক্তিত্ব আপন সৃজনশীলতার বেগে কোথাও নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন মনে করেনি। তাই অনেক ক্ষেত্রে যে উচ্ছৃঙ্খলতা, নৈরাজ্য অন্যদের অকল্পনীয়,

হরিনাথের ব্যক্তিত্বে সেগুলি খুব সহজে সমন্বয় অর্জন করেছে। হরিনাথের মতো এই ধরনের আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বে কোনও তথাকথিত দোষবোধ, কোনও অহেতুক উদ্বেগ প্রভৃতি নেতিমূলক মানসিক পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র স্থান নেই। হরিনাথ কটি গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ করে যেতে পেরেছেন, কটি নতুন তত্ত্ব তিনি ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে সংযোজিত করতে পেরেছেন,—এইসব মাপকাঠি দিয়ে বিচার হয় না তাঁর ব্যক্তিত্বের সেই প্রচণ্ড সদাসর্বদা উদ্দীপনা ও প্রেরণার পতাকা-তোলা দিক্‌টির। আমাদের সাবেকী সংস্কৃতিতে লালিত মন অসংখ্য অহেতুক লজ্জা, দোষবোধ, উদ্বেগের চাপে অক্ষমনীয়ভাবে জড়ত্বে আক্রান্ত। হরিনাথের ব্যক্তিত্ব এর এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তাঁর মদ্যপান নিয়ে ধর্মানন্দ কোশম্বী পীড়িত হয়েছিলেন, তিনি নিজে বিন্দুমাত্র হননি। ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরিতে তাঁর সহকারীদের কেউ কেউ যৌনরোগে ভুগছিলেন আর হরিনাথ তাদেরই কাছ থেকে টাকা হাওলাত করতেন; আর সেই টাকা যথেচ্ছাচারে, পাণ্ডুলিপি কেনায় ব্যয় করতেন; অথবা আরও কোনও ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার ব্যাপারে হয়তো বা ব্যয় করতেন। চ্যাপ্‌ম্যান্‌ তাঁর লেখায় হরিনাথ প্রসঙ্গে এই রকম কিছু ইঙ্গিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চ্যাপ্‌ম্যান্‌ শেষ পর্যন্ত হরিনাথের সুডৌল মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে যে বুদ্ধসুলভ আলোকাভাস কল্পনা করেছিলেন হরিনাথ চরিত্রের প্রাণবেগে, সত্যই তাঁর সমস্ত কর্ম ও জীবনে সেই আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে। এই আলো হল সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের তীক্ষ্ণ তীব্র প্রয়োজন-মতো নির্মমভাবে বাঁচার আলো। আসলে হরিনাথ আপন ব্যক্তিত্বকে তাঁর সমস্ত সম্পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতাসহ সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলেন। এই আত্মস্বীকৃতির মূলে ছিল প্রথমতঃ আত্মদোষক্ষালনের অপচেষ্টা থেকে প্রশস্ত মুক্তি; নিজের সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক অতিরঞ্জন বা ভণ্ডামিমূলক মনোভাব বর্জন। এরই অপরদিকে হল অন্যদের মধ্যে এই সমস্ত কৃত্রিমতা যা জাগতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক সেগুলি সম্পর্কে বিতৃষ্ণা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হরিনাথের সঙ্ঘাতের মূলে ছিল এই অনমনীয় মনোভাব। যে স্বতঃস্ফূর্ততা হরিনাথের মতো আত্ম-সার্থককারী মানুষের প্রধান সম্বল তার সঙ্গে পরিবেশের বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। এই স্বতঃস্ফূর্ততাই হরিনাথকে আমাদের সমাজের প্রচলিত জীবনযাত্রা পদ্ধতি থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এই স্বতঃস্ফূর্ততার প্রেরণাতেই তিনি জীবনে বহু অসম্ভব কার্যকে সম্ভব করতে পেরেছেন। কেম্‌ব্রিজে য়ুরোপীয় ভাষাবিষয়ক পরীক্ষাগুলিতে তাঁর বিস্ময়কর সাফল্যের রহস্যও এখানে নিহিত। হরিনাথের

ব্যক্তিত্ব আত্মবোধ অতিক্রান্ত এক নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে বিশেষ সাধনার কেন্দ্রাভিমুখীন ছিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের মানসিক শক্তি তার জীবনে একটি বিশেষ লক্ষ্য, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কার্যসম্পন্ন করায় সম্পূর্ণ নিযুক্ত। অনেক সময় প্রতীয়মান হয় যে এইসব কর্তব্যসাধন তাঁদের জীবনে যেন ইমানুএল্ কান্ট্ (Immanuel Kant)-এর ভাষায় categorical imperative হিসেবে আসে। যেসব কর্মসূচী এইসব ব্যক্তিত্বকে উৎসাহিত করে তার পরিধি স্বাভাবিকভাবেই বিপুল। তাই আমরা দেখি ভাষাগত যে সমস্ত গবেষণায় হরিনাথ নিজেকে নিয়োজিত করেন তাঁর ব্যক্তিগত কর্মের সাফল্য-অসাফল্যের সঙ্গে সেগুলির যোগাযোগ ছিল সামান্যই। এই নৈর্ব্যক্তিকতা দেশকালের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব-জ্ঞানসাধনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা। জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে আজকের ভারতবর্ষে খুব দুর্লভ না হলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ভারতীয় পরিবেশে এ ছিল এক দুঃসাহসিক কর্ম।

সামাজিক তথা ঐতিহাসিক পরিবেশকে অতিক্রম করার স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বে অন্যতম প্রধানসূচক। হরিনাথ তাঁর ব্যক্তিত্বসংলগ্ন পরিবেশ থেকে মূলতঃ কোনও প্রেরণাই পাননি। আপন ভাষাগত প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্যে একমাত্র নিজ ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনাকেই তিনি অবলম্বন করেছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে ভবিষ্যতের সমস্ত আঘাত, বিপর্যয়, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির চাকরি থেকে যে কুৎসিত অপবাদের ভাগী হয়ে তাঁকে সরে আসতে হয় তা অন্য যে কোনও মানুষকেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিত। কিন্তু যে প্রশান্তির সঙ্গে হরিনাথ এই সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিলেন তা কোনও পাকা অপরাধীর অনুভূতি, বুদ্ধিহীন প্রতিক্রিয়া নয়। তাঁর প্রশান্তি, স্থৈর্য, আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের একান্ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। চ্যাপ্‌ম্যানের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা যে খুব অদ্ভুত প্রতীয়মান হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এতবড় সঙ্কটও যে হরিনাথের কাছে সমস্ত জীবনকে বিষাদময় করে তোলেনি তাও তাঁর চরিত্রে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর।

হরিনাথের আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ তাঁর কয়েকটি গবেষণার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। যেমন তাঁর শকুন্তলা অনুবাদের ভূমিকাটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হরিনাথ শকুন্তলার দুটি অঙ্কের অনুবাদ করেন। তাঁর আগে মনিয়র্-উইলিয়মজের মতো দিক্‌পাল

পণ্ডিত শকুন্তলার অনুবাদ করেছিলেন; মনিয়র্-উইলিয়মজ্ ছাড়াও ইতিমধ্যে শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ প্রচলিত ছিল। হরিনাথ তাঁর ভূমিকাটিতে মনিয়র্-উইলিয়মজের অনুবাদের একটি সমালোচনা উত্থাপন করেন। এই সমালোচনার ধারাটি অনুধাবন করলে সৃজনশীল গবেষক হিসেবে হরিনাথের বৈশিষ্ট্যটি সুস্পষ্ট হয়। প্রথমতঃ তিনি সমালোচনাটিতে অনুবাদ পদ্ধতির একটি সম্পূর্ণ নতুন মান উপস্থিত করেছেন। কালিদাসের উপমাগুলির বা যেসব চিত্রকল্পের সৌন্দর্যকেন্দ্রে মনিয়র্-উইলিয়মজ্ আদৌ প্রবেশ করতে সমর্থ হননি; হরিনাথ য়ুরোপীয় সাহিত্যে শকুন্তলা অনুবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করে মনিয়র্-উইলিয়মজের এই ব্যর্থতার দিকটি সপ্রমাণ করেছেন। এখানে হরিনাথের সমালোচনামূলক অন্তর্দৃষ্টি কালিদাসের রচনা উদ্ঘাটনে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। বস্তুতঃ তুলনামূলক সাহিত্যবিচারের এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আমাদের দেশে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে আজও দুর্লভ। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'কালিদাস' (১৩১৫) গ্রন্থের ভূমিকায় হরিনাথ কালিদাসের কালবিচারে একটি স্বকীয়তাপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন।

টি. ডব্লিউ. রীস্ ডেভিডজ্ সম্পাদিত *Journal of the Pali Text Society*তে পাণিনি ও বুদ্ধঘোষের কালনির্ণয়ে হরিনাথ যথেষ্ট বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন। একথা অবশ্য আগেই বলা হয়েছে। এই প্রবন্ধে হরিনাথ প্রখ্যাত পণ্ডিত কাউএলের একটি বিশিষ্ট শব্দের ভ্রমাত্মক ব্যাখা নিয়ে পর্যালোচনা করেন। পরবর্তীকালের গবেষণায় হরিনাথের এইসব সিদ্ধান্ত ও মতামত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান না পেলেও আপন স্বকীয়তায় এগুলি সমুজ্জ্বল। কালিদাস সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় গবেষণায় পুরাতন বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তু-গুলি সম্পর্কে গবেষণাতেও অনেক সময় চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু হরিনাথ যে পদ্ধতিতে এই সমস্যার ওপর নতুন আলোকপাত করার চেষ্টা করেন তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাই যে সিদ্ধান্তগুলিতে তিনি উপনীত হয়েছেন সেগুলিও যথেষ্ট নিজস্বতার দাবি করতে পারে। দেশবিদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনায় এই ধরনের বিশ্বসাহিত্যের মান উপস্থাপিত করার দৃষ্টান্ত বিরল। ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় সংস্কৃতির বিশালত্ব তথা প্রাচীনত্ব অনেক ক্ষেত্রেই গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সর্বজনীন মান গ্রহণে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে অনেকক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি, সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনাতে বিশ্বসাহিত্য-সংস্কৃতির তুলনামূলক পরিস্থিতির বিশিষ্ট সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়নি।

হরিনাথের আলোচনা এই ক্ষেত্রে যদি অর্বাচীনও প্রমাণিত হয় তা হলেও তাঁর সৃজনশীল দুঃসাহসিকতা পরবর্তীকালের গবেষকদের নতুন মান সন্ধানের প্রেরণাস্থল হয়ে থাকবে।

হরিনাথের ব্যক্তিত্বে আত্ম-সার্থককারী দিকটি আরও বিশিষ্টরূপে ফুটে ওঠে যখন সেটিকে আমরা তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে দেখি। পূর্বেই বলা হয়েছে, কেমব্রিজে যে উদার পরিবেশে তাঁর যৌবনের আকাঙ্ক্ষা-আগ্রহ সমাকুল প্রেরণাময় দিনগুলি কাটে, ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বদেশে সেই পরিবেশ তিনি কোনদিনই পাননি। শুধু ঐতিহাসিক বা দেশগত সীমাবদ্ধতাই নয়, ব্যক্তিগত প্রাত্যহিকতাতেও হরিনাথের নিজেকে অনেকখানি সঙ্কুচিত করতে হয়েছে। জন্মগত সম্পর্কগুলি ছাড়াও দাম্পত্যসম্পর্কেও হরিনাথ সামাজিক সঙ্কীর্ণ গণ্ডিকে মেনে নিতে বাধ্য হন। লক্ষ্য করবার বিষয় হল, তাঁর জীবনে তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির চাকরিতে সঙ্কটের সময় বিপুল মানসিক অশান্তি নিয়ে তিনি মাতৃদেবীর স্নেহনীড়েই আশ্বাস বা সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন। অথচ যে য়ুরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যের উৎসমুখে হরিনাথ তাঁর যৌবনের একটি প্রধান তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করেছিলেন সেই জগতে ব্যক্তিত্বশালিনী, প্রেমের স্বভাবে প্রকৃতির মতো অকৃপণা নারীর প্রতিমা কত না ভাবে চিত্রিত হয়েছে। আমাদের যে সামাজিক পরিবেশে সন্ন্যাসধর্ম, ব্রহ্মচর্য, মাতৃতন্ত্র, পুরুষ-নারী সম্পর্কের মূল নিয়ামক সেখানে ব্যক্তিজীবনের বিকাশ, পরিণতি, প্রতিভার স্ফুরণ, প্রতিভার বিপর্যয় ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যায় দাম্পত্যসম্পর্কের বিশিষ্ট ভূমিকাটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। এখানে শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের মুখে শোনা কয়েকটি কাহিনী প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ করা যায়। হরিনাথ তখন বিদ্যাপতি অনুবাদে রত ছিলেন। বিদ্যাপতি ব্যবহৃত 'কবরী' কথাটির যথার্থ তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্যে তিনি পরিহাস সহকারে তাঁর স্ত্রীকে এই কথাটির অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে হরিনাথের স্ত্রী এতই মূঢ় ছিলেন যে এই প্রশ্নের জন্যে তিনি হরিনাথকে নির্মম তিরস্কার করেন। শোনা যায়, দাম্পত্য কলহ হরিনাথের জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। ফলে অনেক সময় হরিনাথ হোটেলের অন্নব্যঞ্জনে উদর পূর্তি করে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কর্মে যেতেন। হরিনাথের স্বভাবের নানাবিধ অবক্ষয় সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত। কিন্তু এইসব অবক্ষয়ের মূলে তাঁর প্রেমহীন দাম্পত্যজীবন কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা আদৌ

কখনও হয়নি। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে আরও জানা যায় যে হরিনাথের মা তাঁর ছেলের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। এবং হরিনাথের মা সাধারণতঃ দেওঘর, রায়পুর প্রভৃতি স্থানে থাকতেন। এই অসন্তোষের যথাযথ কারণ অন্বেষণ অধুনা অসম্ভব হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে টাকা পয়সার খরচখরচার ব্যাপারে হরিনাথের যথেচ্ছ বেহিসেবীপনা তাঁর মায়ের অসন্তোষের অন্যতম কারণ। প্রসঙ্গতঃ হরিনাথের একটি চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকা থেকে হরিনাথ তাঁর মাকে এই চিঠিটি লিখিছিলেন (১৫ অক্টোবর ১৯০৩): "তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার অবগত হইলাম। পান্নালালের চিঠি তোমাকে পাঠাইলাম। আমার হাতে প্রায় কিছুই নাই, অতএব তোমাকে আর কিছু এই মাসে পাঠাইতে পারি নাই বলিয়া নিতান্ত লজ্জিত আছি। কলিকাতায় আমার কিছু টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহা পাইলে এবং বেতন পাইলে তোমাকে নিশ্চয় বেশী টাকা পাঠাইব। এটা ১লা নভেম্বরের আগে পাইবে। জানুয়ারী মাস হইতে আমি যাহা মাহিনা পাইব তাহা সমস্ত তোমার হাতে থাকিবে। তোমার যেরূপ ইচ্ছা তুমি সেইরূপ খরচ করিও। আমি তোমাকে সমস্ত ভার দিলাম। ৺বাবার ধারের বিষয় মেসোমহাশয় অম্বিকা বাবুকে বলিও। আমার পরীক্ষা ৪ঠা জানুয়ারী। আমি যে বই লিখিতেছি তাহা লইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। লণ্ডন ল্যাঙ্কেশায়ারের পলিসি এখানে পাঠাইয়া দিও। তোমার যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই করিবে। আমার অত্যন্ত কষ্ট হয় যে লোকে আমাকে অবাধ্য সন্তান বলে এবং আমার পিসিমা আমার মৃত্যু পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। ম্যাগ্রা মারা গিয়াছে। বাবার দেনার তুমি আমাকে একটি ফর্দ করিয়া পাঠাইও, আমি সমস্ত শোধ করিব। খুচরা দেনার হিসাব আলাদা পাঠাইও। মা বাপের অপেক্ষা ছেলে কাহাকে অধিক বিশ্বাস করিতে পারে। আমি তোমার ছেলে, আমাকে তোমার কি পর ভাবা উচিত। লোকে খুনী ছেলেকেও নিয়ে ঘর করে। আমি তোমার চক্ষে এত কি দোষ করিয়াছি। আমি আর অধিক কি লিখিব। আমাকে পর মনে করিও না। সন্তান বিধর্মী হইলেও তাহাকে বাপ মা ত্যাগ করে না। তবে আমি এত কি দোষ করিলাম। ইতি তোমার হরি

পুঃ অনাদি কেমন আছে। আমাকে প্রায় ১৪ ঘণ্টা প্রতিদিন খাটিতে হইতেছে।..." ব্যক্তিগত জীবনের এই অসম্পূর্ণতা হরিনাথ প্রতিভার অপরিণতির অন্যতম মূল কারণ হিসেবে পরিগণিত করা যায়।

হরিনাথের বিপুল আত্ম-সার্থককারী ক্ষমতা পরিবেশের এই সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করেই আপন গতিপথ স্থির করে নিয়েছিল। আপন স্বভাব, দেশগত পরিবেশ, সবকিছুকে হরিনাথ এক স্থির দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন। এই প্রত্যয়ের প্রেরণাতেই পরিবেশের সঙ্গে তিনি এক সৃজনশীল সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হন। জীবনের অসংখ্য জড়ত্ব, নেতিমূলক পরিবেশ, এক সর্বজনীন কর্মসূচীর পটভূমিকায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে গিয়েছিল। তাই এই-সব কোনও সমস্যাই তাঁর জীবনকে চূড়ান্তভাবে আক্রমণ করতে পারেনি। সামাজিক রাজনীতি তথাকথিত নৈতিকবোধ নানাবিধ নেতিমূলক সঙ্ঘাত সবকিছু উপেক্ষা করে হরিনাথ একটির পর একটি গবেষণায় মনোনিবেশ করে চলেছিলেন। এই স্বৈর্যের মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র বেপরোয়া ভাব ছিল না। আপন মূল্যবোধের সৃজনশীল পরিধির মাধ্যে তিনি নিজ কর্মকে আকার দিচ্ছিলেন। এই মূল্যবোধ অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বভাবের খামখেয়ালীপনা-প্রসূত হলেও কখনও বৈশিষ্ট্যচ্যুত হয়নি। আমাদের দেশে আপন কর্মে আস্থাহীন পরিবেশে হরিনাথ তাই বিস্ময়কর আস্থার সঙ্গে ভাষাবিদ্ হিসেবে নিজস্ব কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর ডঃ আব্‌দুল্লাহ অল্-মামুন্ সুহরাবর্দি এশিয়াটিক সোসাইটিতে যে শোকবার্তাটি পাঠ করেন তাতে দেখা যায়, হরিনাথ প্রতিভার সম্ভাব্য পরিণতির চেয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিণতি নিয়েই ডঃ সুহরাবর্দি অনেক বেশী আলোড়িত হয়েছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির ভাষাগত গবেষণার ক্ষেত্রে হরিনাথের সুবিপুল অবদান আজ কিংবদন্তিতে পরিণত হলেও তাঁর সমকালীন পণ্ডিতদের চোখে তা ছিল ভাষাতাত্ত্বিক প্রতিভা বিকাশের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগত দিক্ থেকে দেশবিদেশে হরিনাথ যে সাফল্যলাভ করেছিলেন, সাংস্কৃতিক কর্মের গুরুভারদায়িত্বের পরিমাপে সেগুলি ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বস্তু। বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় তাঁর মতো সামগ্রিক নৈপুণ্যের নজির ইতিহাসের পাতায় হয়তো মেলে। কিন্তু বহু ভাষার সার্থক ব্যুৎপত্তিকে হরিনাথ যেভাবে সুকঠিন সব গবেষণা ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়াস করেছিলেন এবং যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করেছিলেন তা কার্যতঃ আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। আমাদের আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে য়ুরোপীয় সংস্কৃতিচর্চার ধারাটি সাধারণতঃ একটি বিশেষ আকার ধারণ করে এসেছে। এই আকারটি হল, এই সংস্কৃতি ধারা

চর্চা করেছেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশজ সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীতে নিজেদের অর্জিত য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পদ্ধতি প্রকরণ সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হননি। এই প্রসঙ্গেই এটি লক্ষণীয় যে কার্যতঃ তাঁরা সকলেই নিজেদের ভাবনাচিন্তা গবেষণা ইংরেজী ভাষাতেই প্রকাশ করেছেন। হরিনাথও অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। এর ফলে শ্রীঅরবিন্দের মতো মনীষাও যথার্থ ভারতীয়ত্ব অর্জনে বলা চলে, ব্যর্থ হয়েছেন। অরবিন্দের সমস্ত দর্শন এমন কি কাব্যসাধনা ইংরেজী শিক্ষিত মানুষেরই সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মিটিয়েছে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস প্রণয়ন জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্তব্যসাধনের বিশিষ্ট প্রচেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় পরিবেশে এই ধরনের গবেষণার অভাব পূরণে এই অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাটিও সম্পূর্ণ সম। হয়নি। হরিনাথ তাঁর ভাষাগত নৈপুণ্যকে জাতীয় সাহিত্যের ব্যাখ্যা কার্যে সম্পূর্ণ উৎসর্গিত করেছিলেন। তাই অনুবাদকর্মের মতো আপাত অতি সাধারণ কাজে তিনি তাঁর অফুরন্ত কর্মোদ্যম, বিপুল উৎসাহকে নিয়োজিত করেন। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখের রচনার অনুবাদ তিনি করেছেন। তাছাড়া লোকসঙ্গীত ও সমকালীন কবিদের রচনাও তিনি অনুবাদ করেন। কেম্‌ব্রিজে থাকাকালীন লাটিনে মৌলিক কাব্যরচনার জন্যে তিনি পুরস্কার পান। কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর সাফল্যবিলাসে সারাজীবন মত্ত না থেকে লাটিন ভাষায় তিনি বাংলা সাহিত্যকে প্রতিফলিত করার কঠিন প্রচেষ্টাতেও পরাঙ্মুখ হননি। লাটিনে 'বন্দে মাতরম্‌' সঙ্গীতটির অনুবাদ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোনও প্রত্যক্ষ প্রেরণা হরিনাথের স্বভাবে ছিল না। তৎসত্ত্বেও বিশিষ্ট সরকারী কর্মে নিয়োজিত থেকেও 'বন্দে মাতরম্‌' তিনি প্রথমে ইংরেজীতে ও পরে লাটিনে অনুবাদ করেছিলেন। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে 'আনন্দ-মঠ'-এর কিছু অংশও তিনি *The Indian Mirror*এ প্রকাশ করেন। যদিও অনেক সময় তিনি স্বনামে এইসব রচনা প্রকাশ করেননি; তবু এইসব প্রচেষ্টার মূলে যে গভীর দেশজ সাংস্কৃতিক প্রেম ছিল তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। এশিয়াটিক সোসাইটিতে য়ুরোপীয় সহকর্মীদের সঙ্গে ভারত-বিদ্যার যে সমস্ত গবেষণায় তিনি সহযোগিতা করছিলেন নিছক পাণ্ডিত্যখ্যাতি লোভী হলে তিনি সেইসব কর্মের মধ্যেই নিজেকে নিবদ্ধ রেখে আত্মসন্তুষ্ট থাকতে পারতেন। আকৈশোর যে সাহেবীয়ানার মধ্যে তিনি প্রতিপালিত

হয়েছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার পরিধিতে য়ুরোপীয় জীবনচর্যার ভালমন্দ অনেক কিছুতে তিনি যেভাবে আসক্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে দেশজ সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক প্রীতিশূন্য হওয়ার বিপদ সদাসর্বদাই ছিল। কিন্তু বিশ্বসংস্কৃতিতে আকুল আগ্রহী হয়েও দেশজ সংস্কৃতির মহিমা তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। হরিনাথের প্রতিভার এইখানেই বৈশিষ্ট্য, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির কতকগুলি ধারায় সার্থকভাবে দীক্ষিত হয়েও আপন জাতীয় পরিবেশে তিনি নিজেকে কখনও নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন এক সত্তা হিসেবে ভাবেননি। স্বদেশী সংস্কৃতির পরিধিতে ফিরে আসতে মধুসূদনকে যে অন্তহীন অন্তর্দ্বন্দ্ব, অস্তিত্ব বিলাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল, হরিনাথের জীবনে এই সঙ্কট কখনও আসেনি। মনে হয় তিনি যেন জাতীয় সংস্কৃতির পরিধিকে বিস্তৃততর করার প্রয়োজনেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতিতে পাঠ নিয়েছিলেন। এই সংহতি, চৈতন্যের গভীরে ব্যক্তিগত ইতিহাস ও সামাজিক ইতিহাসের অতি প্রয়োজনীয় সাযুজ্যবোধ, নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে হরিনাথ ছিলেন যথার্থ প্রতিভাধর মানুষ। এর অর্থ এই নয় যে তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাবে কোনও নৈরাজ্য ছিল না। এটি একটি নির্মম সত্য যে তিনি নিজেকে অনেক সময় এক মর্মন্তুদ লক্ষ্যহীনতায় ঠেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজেকে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বারবার ছড়িয়ে উড়িয়ে দিয়েও হরিনাথ আপন অস্তিত্বের অভাবনীয় সৃজনশীল ক্ষমতাকে যথেষ্ট ফলপ্রসূ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেহেতু মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সেই তাঁর সমগ্র কর্মজীবনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে তাই তাঁর জীবনের সার্থকতাগুলির চারপাশে অনেক বেশী অসার্থকতা পরিকীর্ণ হয়ে আছে। সেই অসার্থকতাগুলির নির্মম বাস্তবতা সত্ত্বেও তাঁর কর্মজীবনের সার্থকতার সবটুকু নিশ্চয়ই কাল নিঃশেষে মুছে দিতে পারে না। তার কারণ তাঁর সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে আপন বৈশিষ্ট্যে একটি সুনির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করে আছে।

ভাষাবিদ্ হিসেবে হরিনাথকে আজ আমরা যে সম্মানেই ভূষিত করি না কেন তাঁর ব্যক্তিত্বের মর্মান্তিক পরিণতির বিষাদ তাঁর স্মৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে উপস্থিত। এই পরিণতির স্বরূপ বিশ্লেষণ এক সুকঠিন কাজ। তার কারণ এ সম্পর্কিত যে কোনও আলোচনাতেই হরিনাথের ব্যক্তিত্বের নানা বিপরীতমুখী আকারের সম্মুখীন হতে হয়। হরিনাথের জীবৎকালেই তাঁর প্রতিভাকে অপমানিত করার যে বিরাট উদ্যোগপর্ব চলেছিল সেটাই প্রমাণ করে হরিনাথের স্বভাবে, জীবনচর্যায়, সমগ্র ব্যক্তিত্বে এমন একটি দুর্জ্ঞেয়

বৈশিষ্ট্য ছিল যা সাধারণ মানুষের ভাবনাচিন্তা বিচারবুদ্ধিকে যথেষ্ট বিব্রত করে। হরিনাথের ভাষাচর্চার মূল্যায়নে যদি সাধারণ কতকগুলি মাপকাঠি প্রয়োগ করা হয় তাহলে দুর্জ্ঞেয়তার দিক্ আমাদের কাছে বিশেষ কোনও অভিব্যক্তির পরিবাহক হবে না। অথচ বাইবেলে টাওয়ার অভ্ ব্যাবেলে আমরা যে রোমহর্ষক বিবরণী পাই হরিনাথের জীবনে অন্ততঃ একবার সেই রকম ঘটনা ঘটে। চ্যাপ্‌ম্যানের সঙ্গে অতি তুচ্ছ কতকগুলি বিষয় আলোচনা করতে করতে মুহূর্তের মধ্যে তিনি তাঁর খণ্ডব্যক্তিত্বের পরিধি অতিক্রম করে বিশ্বভাষার সর্বজনীন চেতনার স্রোতে বুঝি বা ভেসে চলে যান। তাঁর চৈতন্যের এই বিস্ময়কর রূপান্তর শব্দময় বর্ণালীতে কিছুক্ষণের জন্যে প্রকাশ পায়। হরিনাথের পূর্বে এবং পরে অনেক ভাষাবিদ্ জন্মেছেন; কিন্তু ভাষার এই সর্বজনীন কূলহীন স্রোতে ভেসে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আর কটি আমরা পাই? হরিনাথের জীবন একটি মর্মান্তিক পরিণতির চিত্র হিসেবে যে বর্ণনা করেছি তার অন্যতম কারণ তাঁর ব্যক্তিত্বের এইসব বিরাটত্ব আর সেই একই ব্যক্তিত্বে বহুবিধ নৈরাজ্যের উপস্থিতি—এই দুয়ের মর্মন্তুদ অমিল উপেক্ষা করার উপায় নেই।

আট

আমাদের ক্লাসিক্যাল যুগের কতকগুলি অভ্যাসবদ্ধ ধারণা আমাদের আধুনিক শিল্প-সাহিত্যকে অতিরিক্তমাত্রায় প্রভাবিত করেছে। তার ফলে আমাদের শিল্প-সাহিত্যে বাস্তববাদ যথেষ্ট পরিণতি লাভ করতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের চিত্রকলায় মানবদেহসংস্থান, মুখাবয়ব ইত্যাদি মূলতঃ কতিপয় উৎক্ষিপ্ত শিল্পশাস্ত্রের সূত্রানুসারেই পরিকল্পিত হয়েছে। তাই প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলাতে বর্ণবিন্যাস, রেখার ব্যবহার এবং অন্যান্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর নৈপুণ্য সত্ত্বেও এই চিত্রকলায় চলমান বাস্তবজীবনের কোনও প্রতিলিপি পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের চিত্রকলাতেও বাস্তব পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। মুঘলযুগে এসে ভারতীয় চিত্রকলায় সুপ্রচুর পরিমাণে মানববিষয় চিত্রিত হলেও বাস্তবের রক্তমাংসের অভিব্যক্তিবহ মানবিক প্রতিকৃতি মুঘল চিত্রকলাতেও অনুপস্থিত। এমন কি নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের চিত্রপটে আজও সম্পূর্ণভাবে শিল্পীর স্বকপোলকল্পিত মানবমুখচ্ছবিই মেলে। ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসও তাই। মোঅনজোদড়োতে মানবযাত্রার বিচিত্র বাস্তব পরিস্থিতিগুলির দর্পণ হিসেবে যে ভাস্কর্যের সূত্রপাত হয়েছিল ভারহুত বা সাঁচির বৌদ্ধশিল্পের ওপর তা বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তবু বৌদ্ধশিল্পের এই আদি অধ্যায়ে জাতকের কাহিনী কি বুদ্ধজীবনী মূক পাথরে মুখরভাবে প্রকাশ করার সময় বৌদ্ধ ভারতবর্ষের গ্রাম নগর ফুল ফল লতা পাতা সাধারণ মানুষ জীবজন্তু ভিড় করে এসেছে শিল্পীর কল্পনায়। কিন্তু বৌদ্ধ-শিল্পের পরবর্তী অধ্যায়ে যখন বৌদ্ধমূর্তি শিল্পের সমস্ত ধ্যানধারণা সিদ্ধিকে অধিকার করে বসল তখন বুদ্ধের এক অতি অবাস্তব নিটোল সুন্দর অপার্থিব মুখাবয়ব সৃষ্টির কুয়াশায় মানবসংসার শিল্পীর চৈতন্যে অবলুপ্ত হয়ে গেল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও বাস্তববাদের এই সঙ্কট লক্ষিত হয়। নায়ক-নায়িকার বর্ণনা পুঁথিগত সূত্রের উৎস থেকে সৌন্দর্য প্রেরণা আহরণ করেছে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য। কালিদাসের মতো অসাধারণ plastic imagination-ও এর ব্যতিক্রম নন।

শিল্প-সাহিত্যের এই বাস্তবজীবন উপেক্ষা আমাদের সমগ্র কাল্পিতত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে। সাম্প্রতিক সাহিত্যের নায়কদের আকার-আকৃতি, মুখাবয়ব

বর্ণনায় এই ভাববাদী কান্তিতত্ত্বের প্রভাব আজও সমানে কাজ করে চলেছে। আমাদের মঞ্চ, সিনেমায় যেসব নায়ক-নায়িকাদের চাহিদা দেখা যায় তাও কার্যতঃ এই সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভাবিত। এই রুচির জড়ত্ব আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বত্র আজ প্রকট। এই কারণেই আমাদের দেশে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ দেখেছেন তাঁদের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের গায়ের রং, চোখের দৃষ্টি, দাড়ির সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে জীবনীরচনার সময় নায়ক যদি ঘটনাক্রমে সৌন্দর্যের চলতি মাপকাঠিতে পাসের নম্বর না পান তাহলে তাঁর জীবনবৃত্তান্তে কৌশলে তাঁর শরীর ও অবয়ব সম্পর্কিত বৃত্তান্তটি বাদ দেওয়া একটি প্রচলিত রীতি। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর অপরদিক্ হল ব্যক্তিবিশেষের মুখাবয়বের জন্মঘটিত গঠনবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বুদ্ধি, প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, চারিত্র প্রভৃতির একটি মনগড়া সংযোগ আবিষ্কার করা। যেমন আমাদের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত যে খড়্গনাসা ব্যক্তিমাত্রেই অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী। অথচ গ্রীক দর্শনের জনক সোক্রাতেস্ (Socrates)-এর নাসিকা খড়্গসুলভ হওয়া দূরে থাকুক সম্পূর্ণ চাপাই ছিল। যে প্রশস্ত ললাটের মহিমা বর্ণনায় আমাদের সাহিত্য মুখর কাণ্টের মতো বিস্ময়কর দার্শনিক প্রতিভা জন্মগত ঘটনা হিসেবে আদৌ সেই ললাটাকৃতির অধিকারী ছিলেন না। চিত্রশিল্পী বলতে আমরা সাধারণতঃ যে আয়ত চক্ষুসম্পন্ন একটি পেলব মুখমণ্ডলের ধারণা পোষণ করি পাব্‌লো পিকাস্‌সো (Pablo Picasso), নীরদ মজুমদার, ফিদা হোসেন, সতীশ গুজরাল প্রমুখ কেউই মুখাবয়বে সেই পেলবত্বের অধিকারী নন। কোনও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের মুখমণ্ডলে তাঁর অস্তিত্বাশ্রিত সৃজনশীলতার যে স্পর্শ লেগে থাকা সম্ভব তার কিঞ্চিৎ আভাস মেলে রদাঁ-কৃত বাল্‌জাকের মর্মরমূর্তিতে। এই মূর্তিটি নিরীক্ষণ করলে তথাকথিত মুগ্ধতার পরিবর্তে আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব মূলে নাড়া খায়। দূর থেকে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দেখলে হয়তো আমরা এই আলোড়ন অনুভব করতে পারি। অনোরে দ্য বাল্‌জাক্ (Honoré de Balzac) ব্যক্তিগত-জীবনে বৃষস্কন্ধ কি স্থূলাকৃতি ছিলেন এই সাধারণ বিবরণী ফ্রাঁসোআ ওগ্যুস্ত্ রদাঁ (Francois Auguste Rodin)-র প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। পিকাস্‌সো আপন কল্পনায় রেম্‌ব্রাণ্ট্ (Rembrandt)-এর একটি রেখাচিত্র সৃষ্টি করেছেন। চিত্রটির বিষয়বস্তু হল নিরাবরণ তরুণী মডেলের মুখোমুখি উপবিষ্ট শিল্পী রেমব্রান্ট। মধ্যরাত্রের অরণ্যে ক্রুদ্ধ সিংহের

মতো যেন ইন্দ্রিয়ের কেশর ফুলিয়ে বসে আছেন রেম্‌ব্রাণ্ট্‌। এই হল তাঁর যথার্থ প্রতিকৃতি।

আসলে যে কোনও প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তিরই মুখাবয়ব, শারীরসংস্থান, হাঁটা, চলা, বসা, দৃষ্টিনিক্ষেপ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা তাঁর প্রতিভার অন্যান্য দিকের মতোই নিতান্ত দুরূহ কাজ। অনেক সময় দেখা যায়, এইসব ব্যক্তিত্বের শরীরে নানা অঙ্গ প্রতিভার ছাপ বহন করে। যদিচ প্রতিভাধর ব্যক্তির শারীরিক বর্ণনার ক্ষেত্রে মামুলী পদ্ধতি হচ্ছে শুধুমাত্র মুখাবয়ব বর্ণনা। মাক্সিম গোর্কি (Maxim Gorky) তাঁর তল্‌স্তয় সংক্রান্ত স্মৃতিপুস্তকে বারংবার তল্‌স্তয়ের জটিল শিরাবহুল হাতের বর্ণনা করেছেন। যে হাতে 'যুদ্ধ ও শান্তি' (*Voyna i mir*)-র মতো উপন্যাস রচিত হয়েছে; যে হাত তাসের টেবিলে শ্যেনপক্ষীর ক্ষিপ্রতায় তাস তুলে নিয়েছে; আপন মনের বিশাল রহস্যপ্রণোদিত হয়ে মুখের সামনে যেন মাকড়সার জাল সরাচ্ছেন, এই ভঙ্গীতে তল্‌স্তয়কে দিনের অনেক মুহূর্তে গোর্কি সেই হাত ব্যবহার করতে দেখেছেন। উইলিয়ম্‌ ব্যাট্‌ল্যার্‌ য়েট্‌স্‌ (William Butler Yeats)-কে যাঁরা তাঁর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছেন বা দেখেছেন আইরিশ্‌ সেনেটে পদচারণা করতে তাঁদের একথা মনে না হয়ে পারেনি যে য়েট্‌সের প্রতিভার সঙ্গে এই গতিভঙ্গীর একটি অঙ্গাঙ্গি যোগাযোগ ছিল। মহাপ্রভু চৈতন্য কি ভঙ্গীতে পুরীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে থাকতেন; কি বিচিত্র গমনভঙ্গীতে তিনি রাঢ়ের জঙ্গল অতিক্রম করেছিলেন; কি প্রেম, ধৈর্য ও মর্যাদা নিয়ে তিনি জগাই-মাধাইয়ের মাতলামির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন; কি প্রচণ্ড উল্লাসে বিচিত্র হরষিত ভঙ্গীতে তিনি নগর-সংকীর্তনে মেতে উঠতেন; নিত্যানন্দের মৃত্যুর পরে তাঁর মরদেহ নিয়ে তিনি কি অসহ্য শোকনৃত্য করেছিলেন, এইসবের কিছু কিছু ছবি আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যে পাই। চৈতন্য চরিত্রের বৈভব বর্ণনায় এই প্রত্যেকটি ঘটনার নাট্য-রহস্য আমাদের অপরিহার্য উপকরণ জোটায়। গান্ধীবাদ নিয়ে অনেক তথ্য ইতিহাস সাম্প্রতিককালে রচিত হচ্ছে। কিন্তু অনশনরত গান্ধীর উপবেশন ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা; ডাণ্ডি কি নোয়াখালি অভিযানে রত গান্ধীর গমনভঙ্গীর ইতিহাস আমরা কতটুকু পাই! অথচ এইসব অনশন, গোলটেবিল বৈঠকের সেই দন্ত-বিহীন হাস্যকৌমুদী, ডাণ্ডি নোয়াখালিতে সেই পদযাত্রা আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের কতকগুলি অতি নির্ভরযোগ্য দলিল।

আচার্য হরিনাথের দৈহিক আকৃতি সম্পর্কে খুব সামান্য বিবরণই পাওয়া

যায়। হরিনাথের জীবৎকালে গৃহীত যে সমস্ত আলোকচিত্র দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এবং তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রদের লিখিত ও মৌখিক বিবরণী থেকে হরিনাথের মুখাবয়ব, অন্যান্য শারীরসংস্থান, গমনভঙ্গী ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা পাওয়া সম্ভব। তাঁর বাল্য ও কৈশোরের কোনও ছবি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কেম্‌ব্রিজ যাত্রার প্রাক্‌কালে গৃহীত হরিনাথের প্রথম যৌবনের একটি আলোকচিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্রটি রায়পুরে তাঁর পিতার কর্মস্থলে গৃহীত হয়েছিল। এটি একটি সম্মিলিত চিত্র। মধ্যের সারিতে তরুণ হরিনাথ উপবিষ্ট। হরিনাথের পোশাক পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়, উপবেশনের ভঙ্গী ও মুখাভিব্যক্তি অতিরিক্তমাত্রায় আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ। এর পরবর্তী সময়ের যে আলোকচিত্রটি অধুনা পাওয়া যায় সেটি ঢাকায় গৃহীত হয়। চিত্রে হরিনাথ পূর্বের মতো য়ুরোপীয় পোশাকে উপবিষ্ট অবস্থায় আছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, হরিনাথ আগের তুলনায় যথেষ্ট স্থূলকায় হয়ে পড়েছেন। উপবেশন ভঙ্গী, চোখের দৃষ্টিতে পূর্বের আত্মপ্রত্যয় প্রায় অনুপস্থিত। হরিনাথ দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যান ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে। এই সময় য়ুরোপে কয়েকজন বন্ধুসহ গৃহীত একটি আলোকচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এই আলোকচিত্রটির ভারতবর্ষে একটি প্রতিলিপি করা হয়। এই প্রতিলিপিতে শুধুমাত্র হরিনাথের প্রতিকৃতিটি পৃথক্‌ভাবে সংস্থাপিত হয়েছে। হরিনাথের তখন বয়স উনত্রিশ। সমস্ত চিত্রটি নবযৌবনের দৃপ্ততায় অভিষিক্ত। ঢাকাতে গৃহীত আলোকচিত্রের আত্মপ্রত্যয়-হীনতা এই চিত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আপন ব্যক্তিত্বের ভার আর দাম অনুভব করে অনন্যসাধারণ স্থির আত্মপ্রত্যয়ের আভাস দিয়ে এই চিত্রে হরিনাথ উপবিষ্ট। আর সবকিছুকে ছাপিয়ে সমস্ত ভঙ্গীটিতে ফুটে উঠেছে এক অন্তর্মুখিনতা। এর পরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্রটি হল তাঁর সন্তানতুল্য মিশরবাসী জনের সঙ্গে গৃহীত একটি চিত্র। এই আলোকচিত্রটির একটি বিরাট প্রতিলিপি হরিনাথের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আজও দেখতে পাওয়া যায়। চিত্রটিতে হরিনাথ এক আত্মভোলা ভঙ্গীতে জনের পাশে উপবিষ্ট অবস্থায় আছেন। এই জনের সম্বন্ধে আগেই বলেছি। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে এই কপ্‌টিক যুবকটিকে হরিনাথ একটি ছাপাখানা থেকে নিজগৃহে আশ্রয় দেন। যে মানবপ্রীতি হরিনাথ চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই চিত্রটিতে তা মূর্তভাবে ফুটে উঠেছে। জনের পাশে হরিনাথ এখানে যেন সত্যই তার

পিতার মতো উপস্থিত। তাঁর ভাষাসাধনার মধ্যে দিয়ে কর্ম ও সাধনায় হরিনাথ যে সর্বজনীনতা অর্জন করেছিলেন ; ব্যক্তিগত জীবনচর্যাতেও সেই সর্বজনীনতার আর একটি দিক্ তাঁর স্বভাবে সুস্পষ্ট আকার নিয়েছিল। জনের দেশ, জাতি, ধর্ম কোনও কিছু নিয়েই বিব্রত না হয়ে হরিনাথ তাকে আপন প্রাণের খুব কাছাকাছি স্থান দিতে পেরেছিলেন। এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আরবী বা হামীয় গোষ্ঠীর কোনও ভাষাশিক্ষার সুযোগ লাভ করা ছিল না ; সমাজের যে স্তর থেকেই মানুষ তাঁর সংস্পর্শে আসুক হরিনাথ তার সঙ্গে নির্বিচারে আত্মীয়তা অর্জন করতে পারতেন। জনের পাশে তাঁর এই স্নেহমুগ্ধ চিত্র তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সর্বজনীনতারই দৃশ্যরূপ। এই আলোকচিত্রটি হরিনাথের প্রকৃতির তথা দৃষ্টিভঙ্গীর একটি বিশিষ্ট পরিচয় বহন করছে। বাইরের জগতে যিনি পুরোদস্তুর সাহেব ছিলেন ; ঘরোয়া জীবনে বাঙালীর আটপৌরে পোশাক পরিচ্ছদে থাকতে তাঁর কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্বই ছিল না। অনেক সময় তিনি নিছক নগ্ন পদেই রাস্তায় বেরতেন। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের মুখে শুনেছি, এই রকম নগ্ন পায়ে একবার নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষকে গাড়িতে তুলে দিতে এলে সে সাহেবের এই আচরণে গিরিশচন্দ্র নিতান্ত অস্বস্তিবোধ করেছিলেন।

হরিনাথের ঢাকায় অধ্যাপনাকালীন আলোকচিত্রটির কথা বলেছি। এছাড়া হরিনাথের ছাত্রদের লেখাতেও তাঁর সম্বন্ধে কিছু নির্ভরযোগ্য বিবরণী আমরা পাই। যেমন অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের লেখাতে হরিনাথের গমনভঙ্গীর একটি রূপরেখা মেলে। তিনি লিখেছেন যে হরিনাথ খুব ধীর পদক্ষেপে চলতেন। এই ধীরগতির অন্যতম কারণ হিসেবে ছাত্রটি হরিনাথের চিন্তামগ্নতার কথা উল্লেখ করেছেন। হরিনাথ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন তখন তাঁর বয়স আঠাশ বছর। তিনি যেদিন সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজে ক্লাস নেন তার একটি বিশদ বর্ণনা আমরা তাঁর ছাত্র অঘোরনাথ ঘোষের লেখা থেকে পাই। অঘোরনাথ ঘোষের বর্ণনা থেকে দুটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়। প্রথমতঃ ওই তরুণ বয়সেই হরিনাথ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। আর এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তা। এই ব্যক্তিত্ব তাঁর সমস্ত ভাবভঙ্গী, কণ্ঠস্বর, চোখের চাহনি প্রভৃতির মধ্যে একটি সহজ জাদু নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে অনেক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বিকৃতি অনেক সময় মুখোশের আকার ধারণ করেছে। এই মুখোশ অতি নাটকীয়

সব অভিব্যক্তিতে পরিবেশকে পীড়িত করে তোলে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, হরিনাথের শারীরিক উপস্থিতি সমস্ত ক্ষেত্রেই এক দুর্লভ অন্তর্মুখিনতা প্রভাবিত। হরিনাথের আলোকচিত্রগুলিতে এই দিকটি আভাসিত। তিনি যখনই ক্যামেরার সামনে বসেছেন তাঁর সমস্ত উপবেশনভঙ্গী, লেন্‌জের মুখোমুখি আসার ব্যাপারে শারীরিক উদ্যোগ সবকিছুর মধ্যেই একটা প্রস্তুতির অভাব চোখে পড়ে। প্রায় প্রত্যেকটি আলোকচিত্রতেই মনে হয় যেন তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় হাজির করেছেন নিজের শরীরকে। আলোকচিত্রগুলিতে পোশাক-পরিচ্ছদ, কেশবিন্যাস প্রভৃতিতে য়ুরোপীয় প্রভাব খুব স্পষ্ট। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই বছরগুলি অগ্নিযুগ নামে আখ্যাত হয়। অধিকাংশ য়ুরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়ের মনেই জাতীয় আন্দোলনের এই প্রত্যুষ খুব স্বাভাবিকভাবেই একটি দ্বৈতভাবের সৃষ্টি করেছিল। য়ুরোপীয় সভ্যতার বহিরঙ্গের দিকগুলি সম্পর্কে অন্ধ আকর্ষণের দিন ক্রমেই শেষ হয়ে আসছিল। এই পরিস্থিতিতেও যে য়ুরোপীয় আদবকায়দা ত্যাগ করার জন্যে হরিনাথ খুব বেশী আগ্রহী ছিলেন না সেটা তাঁর স্বভাবের একটি বিশেষ দিক্। হরিনাথের কাছে য়ুরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, আদবকায়দা খুব কাছের বস্তু ছিল। এইসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে তিনি নিজেকে কখনও বিব্রত করেননি। য়ুরোপীয় জীবনের সঙ্গে তাঁর এই সাযুজ্যের আভাস তাঁর সমস্ত চালচলন, আদবকায়দা, জীবনচর্যাতে খুব সহজে চোখে পড়ত। অথচ তাতে উনিশ শতকীয় উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ বিন্দুমাত্র ছিল না।

হরিনাথের শারীরসংস্থানের একটি বৈশিষ্ট্যের বিবরণী আমি তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও ছাত্রদের কাছ থেকে পেয়েছি। চ্যাপ্‌ম্যানের লেখাতেও এ সম্পর্কে দু একটি তথ্য আছে। যাঁরা হরিনাথকে ব্যক্তিগতভাবে দেখেছেন তাঁরা সকলেই প্রায় বলেন যে হরিনাথের মাথাটি আকারে বেশ বড় ছিল। আমাদের দেশে একটি ধারণা আছে যে মাথার আকারের তারতম্যে বুদ্ধিরও তারতম্য ঘটে। জওহরলাল নেহরুর মাথাটির সুডৌল গড়ন নিয়ে অনেক অর্থহীন প্রশস্তি ইদানীংকালে আমরা শুনেছি। হরিনাথের অনন্যসাধারণ ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে অনেকে আকারে ইঙ্গিতে তাঁর মাথার এই আকৃতিবিশেষকে যুক্ত করে দেখেন। হরিনাথের অসাধারণ আত্ম-সার্থককারী প্রতিভার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে এক বৃহদাকার মাথার প্রত্যক্ষ কোনও যোগাযোগ থাকা সম্ভবপর নয়। যদিচ হরিনাথের শারীরসংস্থান হিসেবে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ চ্যাপ্‌ম্যান্ সাহেবের

লেখায় এ প্রসঙ্গে এমন কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি আছে যে সেগুলির মধ্যে দিয়ে হরিনাথ চরিত্রের বহু ব্যর্থতা ও অসাধারণত্বের যুগপৎ ধারণা আমাদের হয়। চ্যাপ্‌ম্যান্ লিখেছেন যে হরিনাথের ঘাড ঘোরাতে একটু বিশেষ প্রয়াস করতে হত। এটা যদি হরিনাথের কোনও শারীরিক ত্রুটি হিসেবে বিচার করা যায় তাহলে তাঁর সমগ্র মানসিকতার ওপর এর কোনও গভীর প্রভাব আছে কিনা সেই রহস্য উদ্ঘাটনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি আজও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের করায়ত্ত নয়। চ্যাপ্‌ম্যানের লেখাতে আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ পাই। হরিনাথ প্রায়ই তাঁর বন্ধু উইলিয়ম্ হর্নেলের দফ্‌তরে গালগল্প করতে যেতেন। গল্প করতে করতে তিনি প্রায়ই বিস্মৃত হয়ে যেতেন তাঁর ক্লাসের কথা। শেষে তা মনে পডলে তিনি এক বিশিষ্ট ভঙ্গীতে পাশ ফিরে ঘডি দেখার চেষ্টা করতেন। এই ঘাড ঘোরাতে তাঁর বেশ কষ্ট হত। অন্ততঃ চ্যাপ্‌ম্যান্ তাই বলেছেন। এই একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে হরিনাথের সমগ্র ব্যক্তিত্ব এক বেদনাবহ অসহায় ভাবের সৃষ্টি করে। স্যামুএল্ জন্‌সন্ (Samuel Johnson) সম্পর্কে জানা যায় যে বিশেষ এক ধরনের রোগের জন্যে জন্‌সনের গমনভঙ্গী অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ছিল। কিন্তু প্রতিদিনের প্রতিটি পদক্ষেপের সময় শরীরের সঙ্গে এই যে লড়াই তাতে জন্‌সনের অসাধারণ অনুভূতিপ্রবণ মন ব্যাহত হয়নি বরং পূর্ণতর হয়েছে। জন্‌সনের মনের যে ক্ষিপ্রগতি, বিস্ময়কর ঋজুতা সবই যেন তার গমনভঙ্গীর এই শারীরিক সমস্যার পরিপূরক হিসেবে তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন। হরিনাথ তাঁর পরিবেশের সমস্যাসমূহকে সাধারণ মানুষের মতো শারীরিকভাবেই দেখে উঠতে সমর্থ ছিলেন না। পার্শ্ব-গতভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপের এই অপারগতা নিয়ে হরিনাথ খুব বিব্রতও ছিলেন না। অথবা হয়তো তিনি নিজে এটা কখনও লক্ষ্য করেননি। আলোকচিত্রেও অবশ্য এর কোনও আভাস পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায়, হরিনাথ মধ্যমাকৃতির ছিলেন। তাঁর শরীরও ছিল সুগঠিত। শোনা যায়, তিনি নাকি নিজেই বলতেন যে কেম্‌ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে অধ্যয়নকালে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে তিনি বেশ গা ভাসিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অমিত প্রাণশক্তিতে তিনি এই উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা শারীরিক বা অন্যকোনভাবেই শেষপর্যন্ত বিপর্যস্ত হননি।

হরিনাথ মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। যৌবন পরবর্তীকালে যখন মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বে অর্জিত পরিণতির ছাপ তার চোখের চাহনি, ঠোঁটের রেখায়, কপালের কুঞ্চনে, কণ্ঠস্বরে, গমনভঙ্গীতে পরিলক্ষিত হয়; হরিনাথের

ক্ষেত্রে সেই পরিণতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ আসা সম্ভব হয়নি। হরিনাথের ব্যক্তিত্ব তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার বিভিন্ন দিকে যেভাবে প্রকাশ করেছিল তার মধ্যে সর্বত্র তারুণ্যের একটি স্পর্শ লেগে আছে। এই তারুণ্য তাঁর সমগ্র গবেষণা-রাজিকে এমন একটি বিশেষ প্রাণশক্তি দান করেছে যার উৎস তাঁর পাণ্ডিত্যে নয়, তাঁর তরুণ অস্তিত্বে। এই তারুণ্য অনেক সময় তাঁর গবেষণায় গভীরতার থেকে বিষয় বিশেষে উৎসাহকে অনেক বেশী স্থান করে দিয়েছে। হরিনাথের প্রতিভা তাই অনেকখানি উচ্ছ্বাসে আবিষ্ট। জীবনসাধনার যে বিশেষ স্তরগুলির মধ্যে দিয়ে গেলে এই উচ্ছ্বাস ক্রমশঃ অতিক্রান্ত হয়ে প্রতিভার আপন স্বরূপটি ধীর স্থিরভাবে বিকশিত হতে সমর্থ হয় হরিনাথের জীবনে সে সাধনার সূত্রপাত প্রায় হয়নি বলা যায়। তিনি সবে যৌবনের দিগ্‌বিদিক্‌হীন আলোড়নকে, প্রলাপ অথবা জ্বরকে অতিক্রম করতে শুরু করেছিলেন। হরিনাথের কর্মজীবনে এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি তাঁর মুখের অভিব্যক্তি বিচার বিশ্লেষণ করি; উপবেশন ভঙ্গী নিয়ে চিন্তা করি বা তাঁর গমনভঙ্গী, বাচন, কণ্ঠস্বর এইসব সম্বন্ধে প্রাপ্ত বৃত্তান্তগুলি আমাদের কল্পনায় প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টা করি তাহলে এখানেও আমরা একটি তরুণের ছবি পাই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'আশুতোষ-স্মৃতিকথা'-য় হরিনাথ প্রসঙ্গে কিছু লেখেন। লেখাটি যে কোনও লোকের কাছেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হবে। উদ্দেশ্যটি হল হরিনাথের একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন, প্রায় উদ্বায়ু, ছবি পাঠকের কাছে তুলে ধরা। যে প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বিবরণীটি উপস্থিত করেছেন তা হল সার্‌ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হরিনাথের কোনও একটি বিশেষ বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার। দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে হরিনাথ ব্যক্তিত্বের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলি দিকের সঙ্গে আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় ঘটে যায়। হরিনাথের সমস্ত আলোকচিত্রে মুখমণ্ডলে বিশেষ করে চোখের দৃষ্টিতে একটা সুগভীর অস্তিত্বসঙ্কটের আভাস পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কোনও চিত্রেই এটা মনে হয় না যে হরিনাথ খুব হাসিখুশি, আনন্দিত, সুখী। প্রত্যেকটি আলোকচিত্রে উপবেশন ভঙ্গী মুখমণ্ডল উপস্থাপনে একটি tension লক্ষণীয়। আর একটি বিষয় প্রত্যেকটি আলোকচিত্রে বারংবার চোখে পড়ে, সেটি হল হরিনাথের সুগঠিত স্বাস্থ্য। দীনেশচন্দ্র সেনের বিবরণীটি এই :

"হরিনাথ দে যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার বহু ভাষার উপর বিস্ময়কর অধিকার এবং অদ্ভুত পাণ্ডিত্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

এইরূপ গুণী ব্যক্তিকে পাইয়া আশুবাবুর আনন্দের অবধি ছিল না। সর্ব্ব বিষয়ে তিনি হরিনাথকে স্মরণ করিতেন, অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পদোন্নতি করিয়া দিয়া তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিলেন। হরিনাথের সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিত, আশুবাবু তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি শুধু দেখিতেন হরিনাথের প্রতিভা, তাঁহার ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় আশ্চর্য্য দখল। তাঁহার ল্যাটিনে লেখা কবিতা লইয়া তিনি গৌরব করিতেন,—ল্যাটিনের মত শক্ত বিদেশী, প্রাচীন ভাষায় কবিতা লিখিয়া হরিনাথ য়ুরোপে যশঃ অর্জন করিয়াছিলেন। শকুন্তলার এমন সুন্দর ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার সহাধ্যায়ী ইংরাজ পণ্ডিতদেরও লেখা দুঃসাধ্য। কালিদাসের সময় এবং সমুদ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের সম্বন্ধে তাঁহার কাব্যের ইঙ্গিত ইত্যাদি নানা মৌলিক তত্ত্বের উপর হরিনাথের প্রতিভা রশ্মিপাত করিয়াছিল। এই গুণে আশুতোষ হরিনাথকে ভালবাসিতেন, তাঁহার জীবনের সার কথা তো এইগুলি। যাহা অসার ও ক্ষণবিধ্বংসী, জীবন-কথার সেই সকল অংশের উপর তিনি কোন জোর দেন নাই,—তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

তবুও কেন প্রীতির এই সুবর্ণ-বন্ধন ভাঙ্গিয়া গেল?

এই দুর্ঘটনার আভাস আমি পাইলাম একদিন সন্ধ্যাকালে, তখন এস্প্ল্যানেড্ জংসনে হরিনাথ পায়চারি করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তিনি কাঁধ ধরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিতা আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র বিশেষ প্রশংসা করিতেন, এজন্য পুত্রের কাছেও আমার খুব খাতির ছিল।

তিনি সেইদিন আমার কাঁধ ধরিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন,—কত যে গোলা-গুলি ও বোমা আশুবাবুর বিরুদ্ধে বর্ষিত হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সমস্ত ব্যক্তিগত আক্রমণ, সেগুলি ঝুটো কথা,—কিন্তু যেন ইট-পাট্‌কেলে তাঁহার থলিয়াটি পূর্ণ ছিল। প্রত্যেক কথার শেষে আমাকে সায় দিতে বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম,—'আপনার মতিভ্রম হইয়াছে। আপনার মহোপকারী এতাদৃশ বন্ধুর বিরুদ্ধে আপনি এই প্রকাশ্য পথে তারস্বরে কি বকিয়া যাইতেছেন? এগুলি কি বিশ্বাস্য,—এগুলি কি আপনার মত লোকের বলা যোগ্য?' আমার কথায় তিনি বিরক্ত হইয়া আমার কাঁধে একটা ঝাঁকি দিয়া দ্রুত বেগে চলিয়া গেলেন,—এমন জোরে ঝাঁকি দিয়াছিলেন যেন আমার মনে হইয়াছিল যে কাঁধে Sprain হইয়াছে।

সেই দিনই বুঝিলাম, এই ঘটনাটি একটি আসন্ন ঝড়ের চিহ্ন; কথাটা ভাল

নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কাহাকেও বিন্দুমাত্র কোন কথা বলি নাই। পনের দিন পরে জানিলাম, আশুবাবু হরিনাথের উপর অগ্নিমূর্ত্তি হইয়াছেন। যাঁহাকে তিনি অত্যাদরে প্রশ্রিত করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা শুনিলে তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠেন। ঠিক কি ভাবে কি হইল, জানি না। কিন্তু হরিনাথ আমার কাছে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিশ্চয়ই আর কয়েক জনের কাছে না বলিয়া ক্ষান্ত হ'ন নাই,—কারণ তাঁহার চরিত্র ছিল সরল এবং সংযম-হীন। তিনি কটূক্তিগুলি পথে পথে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পরে হরিনাথের যে অবস্থা দাঁড়াইল, তাহা প্রকৃতই শোচনীয়। তিনি কর্ত্তব্যে ত্রুটি বশতঃ তাঁহার উচ্চপদচ্যুত হইলেন এবং অল্প পরেই টাইফয়েড জ্বরে কয়েকদিন ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।"[১]

হরিনাথের এইসব অদ্ভুত আচরণের কোনও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য উপলব্ধি করার মতো মানসিকতা দীনেশচন্দ্র সেনের ছিল না। তাই তাঁর বর্ণনায় হরিনাথ এখানে নিছক একটি খামখেয়ালি যুবক হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে চ্যাপ্‌ম্যান্ সাহেবের সামনে হরিনাথের এই তথাকথিত অদ্ভুত আচরণের প্রায় পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরিতে হরিনাথের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে যে তদন্ত চ্যাপ্‌ম্যান্ করেন সেই তদন্ত উপলক্ষে হরিনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি পূর্বে অনেকবার উল্লেখ করেছি। এই তদন্ত উপলক্ষে চ্যাপ্‌ম্যানের সঙ্গে একদিন দেখা করতে গিয়ে হরিনাথ অকস্মাৎ একটি রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয় বাচনিক পরিস্থিতিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। চ্যাপ্‌ম্যানের মনের মানবতাবাদী পটভূমিকা তাঁকে হরিনাথের এই বিশেষ অবস্থাটি বুঝতে বেশ সাহায্য করে। অন্ততঃ তিনি এটুকু বুঝেছিলেন যে হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে হরিনাথ তাঁর সামনে যে প্রলাপে নেমে যেতে শুরু করেছিলেন তা শুধু নিছক প্রলাপই ছিল না। হরিনাথের সমগ্র ব্যক্তিত্বের এক অন্তহীন মূকযন্ত্রণার আভাস তাতে মেশানো ছিল। চ্যাপ্‌ম্যান্ লিখেছেন যে হরিনাথের এই প্রলাপস্রোতের সামনে তিনি বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। আর সেই প্রলাপ আসার পরেই সমগ্র মানবজীবনের দৈনন্দিন ক্ষয়ক্ষতির থেকে যে বিস্ময়কর দূরত্বাভাস হরিনাথের মুখের দিগন্তে ফুটে উঠেছিল সে রহস্যকে চ্যাপ্‌ম্যান্ বুদ্ধের মুখমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করতেও দ্বিধা করেননি। দীনেশচন্দ্র সেন ও চ্যাপ্‌ম্যান্ উভয়ের বর্ণনা থেকেই হরিনাথের ব্যক্তিত্বের যে ছবি আমরা পাই তা যে কোনও আলোকচিত্র,

১। দীনেশচন্দ্র সেন: আশুতোষ-স্মৃতিকথা। কলিকাতা ১৯৩৬।

চাক্ষুষ বিবরণী থেকে হরিনাথ ব্যক্তিত্বের শারীরিক আচরণের অনেক বেশী পরিচয় বহন করে।

মৃত হরিনাথের একটি আলোকচিত্র এখনও পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মৃত্যুকে সাধারণতঃ এত বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে দেখা হয় যে মৃতব্যক্তির দেহ সম্পর্কে আর কোনও ঔৎসুক্যই আমাদের থাকে না। মৃত্যুর পরে দেহকে আমরা যেন একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখি। বিবেকানন্দের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের একটি বিস্ময়কর কাহিনী আজও শোনা যায়। বিবেকানন্দ যখন মারা যান তখন তাঁর গুরুভাই শশী মহারাজ মাদ্রাজে ছিলেন। শোনা যায়, বিবেকানন্দের মৃত্যুর ঠিক পরেই শশী মহারাজ স্বপ্নে দেখেন যে বিবেকানন্দ যেন তাঁকে এসে বলছেন, "শশী, আমি এই দেহটাকে থুথু করে ফেলে দিয়ে এলাম।" মনোবিজ্ঞানী ইয়ুংয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই ধরনের significant co-incidence সম্ভব। এই স্বপ্নের সম্ভাব্যতার প্রশ্নে না গিয়েই বলা চলে, বিবেকানন্দের এই স্বপ্নকথিত উক্তি আজও যে কোনও ভারতীয়ের উক্তি। তাই আমাদের দেশে মৃত্যুর পর death-mask রাখার কোনও রীতি প্রচলন হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমরা যখন লুড্‌ভিক্ ফান্ বেটোফেন (Ludwig van Beethoven) কিংবা জন্ কীট্‌স্ (John Keats)-এর death-mask দেখি; লেনিন মসলিয়মে ভ্লাদিমির্ ইলিচ্ লেনিন (Vladimir Ilyich Lenin)-এর আজও সযত্নে রক্ষিত মানবশরীরের বৃত্তান্ত জানি তখন আমাদের স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখের death-mask যদি রক্ষিত হত তাহলে তাঁদের চৈতন্য সম্পর্কে আর একটি অতিরিক্ত মাত্রা আমাদের অবহিতিতে যুক্ত হত। মৃত হরিনাথের মুখমণ্ডল আমরা যখন আলোকচিত্রে নিরীক্ষণ করি তখন মনে হয় যেন আমরা এক বিরাট প্রাকৃতিক বিস্ময়ের সামনে উপস্থিত। আমাদের দেশের অতি আটপৌরে শবাচ্ছাদনে ঢাকা দেহটি আমাদের সমগ্র মনে মৃত্যুর অতি-পরিচিত ছবিটিকে একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিব্যক্তিতে উপস্থিত করে। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় হল, শবশয্যায় শায়িত মৃত্যুর আধারে রক্ষিত হরিনাথের সমস্ত শরীর যখন প্রস্তরের মতো স্থির, তাঁর মুখমণ্ডলে তখনও একটি সুস্পষ্ট সক্রিয়তার ছাপ। হরিনাথের সমগ্র মুখে যে ব্যগ্রতা, ওষ্ঠাধরে যে প্রত্যয়, নাসিকায় যে স্থিরত্ব, আকাশমুখীন কপালে যে উন্মুখ ভাব তা যেন তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের দেহ অতিক্রান্ত অন্য একটি পরিস্থিতিতে উপস্থিত হওয়ার সাক্ষ্য বহন

করছে। নিতান্ত কতকগুলি সাধারণ শবযাত্রী পরিবেষ্টিত হরিনাথের মৃত শরীর তাঁর জীবনেরই একটি প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রতিভাত হয়। তিনি সারাজীবন এই রকমই নামগোত্রহীন সাধারণ কর্তব্য প্রয়াসী কতকগুলি নিতান্ত খেলো মানুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। জীবনেও যেমন মৃত্যুর এই মানচিত্রেও হরিনাথ পরিবেশের সমস্ত সামান্যতা অতিক্রান্ত এক বিরাট natural phenomenon হিসেবে চিত্রিত। মৃত্যুর স্পর্শে তাঁর বিপুলত্ব বিন্দুমাত্র আকার পরিবর্তন করেনি।

নয়

Omnia perfunctus vitai praemia maircs

লুক্রেতিউস্‌

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৫ অগস্ট হরিনাথ হঠাৎ টাইফয়েড্‌ জ্বরে আক্রান্ত হন। তিন চার দিন পরেই তিনি প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়েন। কলকাতা মেডিক্যাল্‌ কলেজের অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল জে. টি. ক্যাল্‌ভার্ট (Lieut.-Colonel J. T. Calvert), ডঃ নীলরতন সরকার, ডঃ প্রাণধন বসু, ডঃ হরিনাথ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। পনরো ষোল দিন নির্মম ব্যাধির আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে ৩০ অগস্ট সকাল সাড়ে দশটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আচার্য হরিনাথের মৃত্যুর পরবর্তী ছবিটি সাহিত্যের অমর বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্য। মানবতাবাদ আমরা মূলতঃ য়ুরোপ থেকে গ্রহণ করলেও আমাদের জাতীয় জীবনের গভীরে এর শিকড় প্রবেশ করেছিল। এই মানবতাবাদের প্রতিভূ হলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ। দেশকালের সীমা ছাপিয়ে তাঁদের ব্যক্তিত্বের মানবতাবাদী অভিব্যক্তি সমগ্র বিশ্বের ওপর পড়েছে। হরিনাথও আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী। ভাষাতীর্থের বিঘ্নসঙ্কুল পথে যাত্রার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন এক গভীর মানবতাবোধে। তাঁর মৃত আত্মার প্রতি সম্মান দেখাতে তাই বিশ্বমানবের এক শোকাকুল উপস্থিতি হয়েছিল তাঁর গৃহে।

মৃত্যুর কিছু পরে হরিনাথের নশ্বর দেহটিকে ঘর থেকে বার করা হয়। রেভারেণ্ড ইয়ামাকামি সোগেন তাঁর মাতৃভাষা জাপানীতে নিঃশব্দে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পেছনে সরে সরে চলেছেন। একটি ছাত্র শেষবারের মতো তাদের প্রিয় অধ্যাপকের কোলে একটি বই তুলে দেয়। বেলা দুটোর সময় বাহির মির্জাপুর রোড থেকে হরিনাথের মৃতদেহকে বহন করে শবযাত্রা বেরল নিমতলা ঘাটের দিকে। বহু ছাত্র, বন্ধু, গুণগ্রাহী বিদ্বজ্জন, আত্মীয়েরা এই বেদনাতুর শবযাত্রায় যোগ দেন। তারপর নিমতলা শ্মশান। কলকাতার

বিদ্বৎসমাজ ভেঙে পড়ল নিমতলায়। ধীরে ধীরে আচার্য হরিনাথের দেহটিকে চিতায় তোলা হল। এই সময় হরিনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ডঃ আব্‌দুল্লাহ অল্-মামুন্ সুহ্‌রাবর্দিকে সান্ত্বনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। শোনা যায়, তিনিও তাঁর বন্ধুর চিতায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই মহান্ আত্মার পৃথিবীর সঙ্গে সব যোগাযোগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। প্রশ্ন থেকে গেল,— কে আবার প্রাচ্যের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক মানে প্রতিষ্ঠিত করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করবেন ?—কে আবার চৌত্রিশ বছরে ভাষা-সমুদ্র মন্থন করবেন ? সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

"আজ শ্মশানে বহ্নিশিখা অভ্রভেদী তীব্র জ্বালা,—
আজ শ্মশানে পড়ছে ঝ'রে উল্কাতরল জ্বালার মালা !
যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব্ব,—শ্মশান শুধু হচ্ছে আলা,
যাচ্ছে পুড়ে নূতন ক'রে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।..."[১]

হরিনাথের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে (৬ সেপ্টেম্বর ১৯১১) কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সভায় ডঃ আব্‌দুল্লাহ অল্-মামুন্ সুহ্‌রাবর্দি তাঁর প্রাণাধিক বন্ধুর মৃত্যুতে এক শোকবার্তা পাঠ করেন। সভাপতির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন লেঃ কর্নেল ডি. সি. ফিলোট্। এই সমিতির সভ্যদের মধ্যে সেদিন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন : মৌলবী আবদুল ওয়ালি, মিঃ এ. সি. অ্যাট্‌কিন্‌সন্ (A. C. Atkinson), মিঃ প্যার্সি ব্রাউন্ (Percy Brown), মিঃ আই. এইচ্. বার্কিল্ (I. H. Burkill), ডঃ এল্. এল্. ফের্‌মোর্ (L. L. Fermor), মিঃ এফ্. এইচ্. গ্রেভ্‌লি (F. H. Gravely), মিঃ কে. এ. কে. হ্যালোজ্ (K. A. K. Hallowes), মিঃ এইচ্. এইচ্. হেডেন্ (H. H. Hayden), মিঃ ডি. হূপার্ (D. Hooper), রেভারেণ্ড এইচ্. হোস্টেন্, এস্. জে. (H. Hosten, S. J.), মিঃ ডব্লিউ. কার্কপ্যাট্রিক (W. Kirkpatrick), ডঃ ইন্দুমাধব মল্লিক, মিঃ জি. থোর্‌প (G. Thorpe), ও ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন : মিঃ ডব্লিউ. আর্. সি. ব্রিয়ার্‌লি (W. R. C. Brierley) মিসিজ্ ফের্‌মোর্, মিসিজ্ কার্কপ্যাট্রিক, এবং ডঃ ও মিসিজ্ এল্. শের্‌মান (L. Scherman)।[২]



অন্তিমশয্যায় হরিনাথ দে

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ৭ ফেব্রুআরি এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে কর্নেল জি. এফ্. এ. হ্যারিস্ (G. F.A. Harris) হরিনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন: "By his death not only India, but the whole world is the poorer, and, speaking for ourselves, we have lost a brilliant scholar with exceptional linguistic talents, and one who had he lived might have gone far and done much."[১]

হরিনাথের মৃত্যুর পর *The Amrita Bazar Patrika* মারফত তাঁর বন্ধু ডঃ আব্দুল্লাহ অল্-মামুন্ সুহ্রাবর্দির লেখা থেকে মৃত্যুর আগে হরিনাথের একটি মন্তব্য আমরা পাই যেটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই মন্তব্যটিতে যে বিষাদ যে মৃত্যু-অবহিতি ফুটেছে তা যথার্থই দুর্জ্ঞেয়। ডঃ সুহ্রাবর্দি লিখেছেন: "১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনজন বন্ধু একটি টেবিলে বসে শিল্পসাহিত্য আলোচনা করছিলেন। তাঁরা ছিলেন সকলেই বয়সে তরুণ; সকলেই এই [এশিয়াটিক] সোসাইটির সভ্য। জ্ঞানসাধনা ও কর্মের এক আগ্রহ সোসাইটির জ্ঞানচর্চার পরিবেশে তাঁদের মধ্যে তখন সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। তাঁরা ছিলেন ভবিষ্যৎ স্বপ্নে সমাকুল; উত্তরসূরিদের উত্তরাধিকার হিসেবে দেওয়া যায় এবং যা 'উত্তরসূরিরা স্বেচ্ছায় নশ্বরতায় বিলীন হয়ে যেতে দেবেন না'—এমন একটি কাজে মনোনিবেশ করে তাঁরা খুঁজেছিলেন অমরত্ব। পূর্বোক্ত কথোপকথন সূত্রে তাঁরা বলছিলেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে একজন হিন্দু, একজন মুসলমান এবং একজন খ্রীস্টানের সমবেত প্রচেষ্টায় একদিন তৈরি হয়েছিল এক সংস্কৃতি ও চিন্তার জগৎ। উপনিষদীয় সৌন্দর্যলোক ও দর্শনের সঙ্গে যার সাযুজ্য অর্জিত হয়েছিল। তাঁরা উপলব্ধি করছিলেন যে আবার একজন হিন্দু, একজন মুসলমান এবং একজন খ্রীস্টানের সমবেত প্রয়াস আধুনিক গবেষণা ও বিদ্যাবত্তায় আলোকিত সেই মহান্ রচনাবলীর এক নবতর সংস্করণ উপহার দেবে। তারপর তাঁদের মধ্যে একজনের যেন এক চিন্তাবেশ ঘটল এবং তিনি যেন ভাবতে শুরু করলেন: অন্ধত্বে আর দারিদ্র্যে আঁকেতিল্ দ্যু পেরঁর জীবনের করুণ পরিণাম, মিষ্টিক রাজপুত্র দারা শিকোহ্‌র মর্মান্তিক মৃত্যু ও তাঁর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিষ্ঠুর নিয়তির বিষয়। তাঁর মনে শাস্ত্রজ্ঞদের তদানীন্তন সেই উক্তিটি বোধহয় ভেসে উঠেছিল: 'এই হচ্ছে তাদের ভাগ্য যারা দেবতাদের রোষ উৎপন্ন করতে সাহস করে, সাহস করে বিদেশীদের জন্যে বিদেশী ভাষায় গুহ্যতম রহস্যের ব্যাখ্যা

খুলতে।' তারপর তিনি বিমর্ষভাবে আরও বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের পরম দুর্ভাগ্য এড়াতে পারব কি পারব না একথা কে জানে? আমার মনে হচ্ছে সেই সময় আসন্ন যখন আমাদের এই ত্রয়ীর একজনের জন্যে আমাদের বিলাপে রত হতে হবে।' ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ২০ অক্টোবর এ্যর্‌নস্ট্‌ টেওডোর্‌ ব্লথ্‌ হঠাৎ পৃথিবী থেকে অপসারিত হলেন আর ভারতবিদ্যা জ্যোতিঃহারা হল। তখন হরিনাথ দে আমাকে তাঁর উক্তির এই prophetic fulfilment-এর বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভবিষ্যৎ বাণীতে আসলে ব্লথের মৃত্যু আভাসিত হয়নি। এবং মিস্টিকদের এক উত্তরপুরুষের কথাগুলি দেল্‌ফির ভবিষ্যৎ বাণীর মতো নিতান্ত দ্ব্যর্থকভাবে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে যাচ্ছিল না; কথাগুলির অব্যর্থ সত্যতা পরিস্ফুট হল ১৯১১ খ্রীস্টব্দের ৩০ অগস্ট। মনে হয় যেন, মাত্র গতকাল হরিনাথ দে তাঁর মৃত সহকর্মী ব্লথের শোকবার্তাটি পাঠ করলেন এবং তারপর সহসা মৃদুস্বরে আমাকে বললেন, ফিলোট্‌ অথবা তোমাকে শীঘ্রই এমন আর একটি দায় পালন করতে হবে।' আজকের রাত হল তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর বিষাদময় সত্যতার রাত।"[১]*

এতবড় প্রতিভাধর মানুষের এই অকালমৃত্যুতে আমাদের দেশের সংস্কৃতির ধ্বজাধারী অনেক প্রতিষ্ঠান কিন্তু এক অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার পরিচয় দেয়। তৎকালীন দৈনিক সংবাদপত্রাদির বহু তথ্যে এই বিকৃতির ছবিটি স্পষ্ট। যেমন ধরা যাক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় তখন আর ইংরেজ শাসকদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হচ্ছে না। অনেক ব্যাঘ্রবিক্রম ভারতীয়ের কর্মক্ষেত্রে তা পরিণত হয়েছে। কিন্তু এইসব মহান্ ভারত-

সন্তানেরা তাঁদের কর্তব্যে এতই স্থির ছিলেন যে হরিনাথের মতো সামান্য মানুষের মৃত্যুতে তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়া প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় আপন সাধ্যমত প্রাণপণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন হরিনাথ। সমগ্র সাহিত্য বিভাগের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে তিনি প্রায় বিপ্লব এনেছিলেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ব্যাপারে হরিনাথ ছিলেন সক্রিয়। সাহিত্য-বিষয়ক প্রায় প্রত্যেকটি পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন তিনি।[১] এই সেবার কোনও স্বীকৃতি তাঁর মৃত্যুর পরেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকবৃন্দ দিতে বোধহয় নারাজ হলেন। এই বিতৃষ্ণার অন্যতম কারণ হয়তো এই ছিল যে হরিনাথের অনলস সারস্বত কর্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সরস্বতীর বরপুত্রদের মনে এক অস্বস্তিকর প্রতিযোগিতা-বোধের সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া চিরদিন বেহিসেবী মুক্তকচ্ছ এই মানুষটি কোনরকম ধূর্ততারই অধিকারী ছিলেন না। তাই প্রয়োজন মতো ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের অনুগ্রহভাজন হওয়া সব সময় তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। বরঞ্চ আপন স্বভাবের চালের ভুলে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল কর্তৃত্ব-কারীদের রোষভাজন হওয়া তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। হরিনাথের জীবৎকালে তাঁর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির উচ্চতম পদ হারানোর ব্যাপারে এঁদের কি ভূমিকা ছিল তা প্রায় এক সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত করা যায়। তাঁর মৃত্যুর পরেও হরিনাথকে রেহাই দেওয়া হয়নি, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়নি, তার মূল রহস্য এখানে নিহিত।

হরিনাথের মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পরেই (২ সেপ্টেম্বর ১৯১১) বিশ্ব-

১। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলো নিযুক্ত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উপাধ্যায় পদ লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত পরীক্ষায় তিনি প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হল:

পরীক্ষার নাম:	বিষয়:
এন্‌ট্রান্‌স্	গ্রীক, লাটিন ও পালি।
এফ্. এ.	গ্রীক, লাটিন, ফরাসীস, আরবী ও পালি।
বি. এ.	গ্রীক, লাটিন, ইংরেজী, ফরাসীস, আরবী ও পালি।
এম্. এ.	গ্রীক, লাটিন, ইংরেজী, আরবী, সংস্কৃত ও পালি।

নিম্নলিখিত Board of Studies-এ হরিনাথ সদস্যপদে ছিলেন: গ্রীক, লাটিন, ইংরেজী, ফরাসীস, গের্মনীয়, আর্মানীয়, সংস্কৃত, সংস্কৃত বিষয়ক গবেষণা, আরবী, পারসীক ও উর্দু।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে Library General Committee ও Library Executive Committee-তে হরিনাথ সদস্য হিসেবে ছিলেন।

বিদ্যালয়ের সেনেটে সভা ছিল। সেনেট সেদিন এতই কর্মব্যস্ত থাকে যে আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে হরিনাথের মৃত্যুর মতো অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের স্থান করা সম্ভব হয়নি। প্রাসঙ্গিকভাবে *The Indian Daily News* থেকে একটি চিঠি উদ্ধার করছি। পত্রলেখক "আর্. ডি." এই সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরে পত্রটি লেখেন। পত্রটি এই : "আমি স্বর্গত হরিনাথ দের সহপাঠী ছিলাম এবং ভারতে তাঁর ছাত্র-জীবনের দিনগুলিতে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম। তাই অদ্যকার 'ইণ্ডিয়ান্ ডেলি নিউজ'-এ যে প্রশস্তি [প্রশস্তি বেরিয়েছিল *The Indian Daily News*এর যথাক্রমে দুটি সংখ্যায় ৩১ অগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ১৯১১] বেরিয়েছে তাতে আমি কি কিছু সংযোজন করতে পারি? তাঁর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও সর্বতোমুখী বিদ্যাবত্তা; সম্ভবতঃ এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্ হিসেবে তাঁর পরিচিতি; তাঁর বিস্ময়কর বিশ্ববিদ্যালয়গত কৃতিত্ব,—এইসব যা কিছু তিনি একটি অবিশ্বাস্য সময়ের মধ্যে অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, আপনাদের পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে সেগুলির যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক গবেষণা, ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুতে যে ক্ষতি হল তার পরিমাণ বিরাট। এবং এমন কোনও ভারতীয় নেই যিনি তাঁর স্থান পুরণ করতে পারেন। যদি পরিণততর বয়সে পৌছনোর সুযোগ তাঁর হত তাহলে তিনি যে গবেষণাকর্মে নিযুক্ত ছিলেন তা তিনি সম্পন্ন করতে পারতেন এবং কতকগুলি সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত দিগন্তে উল্লেখযোগ্যভাবে আমাদের জ্ঞান সম্প্রসারিত হতে পারত। এটা তাই খুব আশ্চর্যের বিষয় যে গত শনিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে যে সভা হয় তাতে হরিনাথ দের মৃত্যুর কথা কোনভাবেই উল্লিখিত হয়নি। যখন যে কোনও একজন স্থানীয় মহাত্মান ইহলোক ত্যাগ করেন তখন সেনেটের অধিবেশনে যে ভাবালু বাগাড়ম্বরের সৃষ্টি হয় তার অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায়ই ঘটে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত এর একজন ভূতপূর্ব ছাত্রের অকালমৃত্যুতে এই নীরবতা সেই একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক। এইসব ব্যক্তিরা যে কোনও যোগ্যতাসম্পন্নই হন না কেন হরিনাথ দের মৃত্যু-বিষয়ে তাঁরা বিশিষ্ট জনমতের প্রতিনিধিত্ব করেন না। হরিনাথের ধীশক্তির মহাদ্যুতিকে তাঁর প্রতিভাময় জীবনের শেষদিকে যে কালো মেঘ উঠেছিল তা কখনই ঢেকে দিতে পারে না। আর অবশেষে বিদ্বেষ ও তিক্ততার স্তর থেকে মৃত্যু এই ঘটনাকে নবস্তরে উত্তীর্ণ করেছিল। তাই আমি সেই মৃত্যুদিন মাহবটির ব্যক্তিচরিত্রের এমন একটি পর্যায়ে উপস্থিত

হতে পারি যে তখন আর কোনও অকিঞ্চিৎকর অপরাধ ভুলত্রুটি তাঁকে স্পর্শমাত্র করে না। শাস্ত্রে একথা নির্দেশিত যে দানে বহু পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। অবশ্য সেই দানে নয় যা দোষক্ষালনের প্রচেষ্টামাত্র এবং যা শুধু চাতুরী। এখানে সেই দান প্রাসঙ্গিক যা এক ঐশ্বর্যের মধ্যে কি দারিদ্র্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংবোধ, আত্মশ্লাঘা অথবা আত্মোদরের দ্বারা চালিত না হয়ে যে দান সম্প্রসারিত। হরিনাথ দে ছিলেন এই দানের নিঃসঙ্কোচ দাতা। যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল প্রকোষ্ঠে এই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবরের মর্মান্তিক মৃত্যুতে একটিও মর্মপীড়ার প্রকাশ প্রতিধ্বনিত হয়নি তখন অসংখ্য ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। এইসব মানুষেরা হরিনাথ দেকে তাঁর বদান্যতার মধ্যে দিয়ে জানত। আমি বলতে পারব না কত দরিদ্র ছাত্র এবং অন্যান্য অভাবীরা তাদের উদার পৃষ্ঠপোষককে হারাল। কেননা তাঁর ব্যক্তিগত দানের পরিমাণ কেউই জানত না। কিন্তু আমি একথা সাহস করে বলতে পারি যে হরিনাথ দে যাদের দান করতেন তাদের সংখ্যা একটি রহস্য উদঘাটনের মতো প্রকাশ পাবে; কিংবা বলা যায়, এটা হয়তো প্রকাশ পাবে যে সেই সব মানুষদের প্রতি একটা প্রচণ্ড ধিক্কার হিসেবে যারা মানবস্বভাবে মাধুর্যকে নয় ক্ষুদ্রতাকেই দেখেছে। পঁয়ত্রিশ ['পঁয়ত্রিশ' নয়, চৌত্রিশ] বছরের জীবনে পরিপূর্ণ মানবতার অধিকারী হয়ে খুব কম মানুষই হরিনাথ দের মতো জীবন শেষ করতে পেরেছেন। আর সেটাই তাঁদের কাছে মূল্যবান্ বস্তু যাঁরা তাঁকে সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে জানতেন; যাঁরা তাঁর জন্যে আজকে সবচেয়ে বেশী শোক করছেন এবং যাঁরা তাঁকে সবচেয়ে বেশী দিন মনে রাখবেন।"[১]

কীট্‌সের মৃত্যুর আপাতকারণ দুরারোগ্য ক্ষয়ব্যাধি হলেও ইংরেজী সাহিত্যের অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে স্কচ্ রিভ্যুয়াররা কীট্‌সের কবিতায় যে হিংস্র সমালোচনা করেন রোগক্লান্ত প্রেমে ব্যর্থ মানুষটির করুণ পরিণতির অন্যতম কারণ হিসেবে সেই পরিস্থিতিটিও অগ্রাহ্য করা যায় না। কীট্‌সের মৃত্যুর পর প্যার্সি বিশ্ শেলী (Percy Bysshe Shelley) যে অমর শোকগাথাটি রচনা করেন তার কোনও কোনও চিত্রকল্পেও এই ইঙ্গিত আভাসিত। ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির চাকরিঘটিত দুর্যোগে হরিনাথ শেষপর্যন্ত যথেষ্ট অশান্তিগ্রস্ত হন। শোনা যায়, রোগশয্যায় প্রলাপের ঘোরে এই উদ্বেগ তাঁর কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হয়েছিল। এটাই প্রমাণ করে কি বিরাট এক

ষড়যন্ত্রের কালোছায়া হরিনাথের চারপাশে সৃষ্টি করা হয়েছিল। অথচ এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোনও প্রস্তুতি, কোনও হাতিয়ার হরিনাথের ছিল না। ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনও সমর্থন তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অস্থিচূর্ণকারী রক্ষণশীল মনোভাব এই সর্বাত্মক বিরোধিতাকে সংগঠিত হতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। হরিনাথের স্বভাবের উচ্ছৃঙ্খলতা এই মনোভাবের কাছে ছিল অক্ষমনীয় অপরাধ। তাই কোনও স্বাজাত্যাভিমান হরিনাথের ক্ষেত্রে জাগ্রত হয়নি। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অনমনীয় নিয়মতান্ত্রিকতার মুখোমুখি দাঁড়াবার কোনও দায় সারা দেশে কেউ অনুভব করেননি। কিছু লোক ধরে নিয়েছিলেন যে হরিনাথ তাঁর উপযুক্ত শাস্তিই পেতে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয় শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়দের স্বাধিকার প্রভৃতি গুরুগম্ভীর তত্ত্বের ধ্বজাধারী কোনও কোনও ব্যক্তি এবং তৎপ্রভাবিত গোষ্ঠী হরিনাথের এই পতনের প্রস্তুতি-পর্বে নোংরা হাত বাড়িয়েছিলেন। হরিনাথকে চৌর্য অপরাধের দায়ে ফেলার প্রচেষ্টাতেও তাই তাঁর স্বদেশবাসী কেউ কেউ মত্ত হয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, যে কোনও অপরাধেই হরিনাথ রত হতে পারতেন; তাই একবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কোনও সভা চলাকালীন আলো নিভে যাওয়ায় তাঁকেই দায়ী করা হয়। এমনতর সব রোমহর্ষক কুৎসা রটনাতেও কেউ কেউ তাই পেছপা হননি। উত্তরকালের গবেষণায় হরিনাথ বিরোধিতার এইসব প্রচলিত কাহিনী অনেকখানি মিথ্যা প্রমাণ হলেও, হরিনাথের প্রতি তদানীন্তন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মহলে যে বিদ্বেষ ও ঈর্ষাপরায়ণ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল সেই লজ্জাজনক বিবরণীগুলি ইতিহাসের পাতা থেকে কোনদিনই পুরো মুছে যাওয়ার নয়।

সমাপ্তির কোনও বিবরণ নেই। ঘটনা রেখে যায় না কোনও স্পর্শের রক্তাক্ত চরণরেখা। এ কেবল অনুভবের, অনুরক্তের আমৃত্যু স্মৃতিচারণের রেখান্বিত নামাবলী। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৫ অগস্ট থেকে ৩০ অগস্ট—এই দীর্ঘ ষোলটি দিন। জীবন ও মৃত্যু, বাসনা ও সমাপ্তির দ্বন্দ্বে মুখরিত। বহু বন্ধুজনের সান্নিধ্য, বহু বেদনার দীর্ঘশ্বাস; এবং এসব কিছু থেকে হারিয়ে ও পেরিয়ে যাওয়া। রোগ তো হরিনাথের জীবনে উপলক্ষমাত্র,—মৃত্যু তাঁর জীবনে অনেক আগে থেকেই বড় সত্য বলে বোধ হয়েছিল। আর সত্যের পথেই তো সত্যকে পাওয়া সম্ভব। উপনিষদের প্রাজ্ঞ ঋষিমন্ত্রের পুনরুচ্চারণ নিষ্প্রয়োজন জেনেও যে শান্ত অদ্বৈতের মন্ত্র তখন উচ্চারণ করতে পারতেন তাঁরই অন্তরঙ্গ বন্ধুজন; অনেক অনেককাল পরের এক জীবনীকারের পক্ষে তা নিছকই উচ্চারণমাত্র নয়।

মৃত্যু আত্মাকে স্পর্শ করে না। এই মহান্ অজ আত্মা হলেন বিজ্ঞানময়; প্রাণীদের হৃদয়ে যে আকাশ থাকে সেখানে তিনি শায়িত। তিনি সকলের প্রভু, সকলের অধিপতি। বৃহদারণ্যকের এই ঋষিবাক্য আমার বারংবার হরিনাথ সম্পর্কে প্রয়োগ করতে ইচ্ছে করে। মৃত্যু তাঁর জীবনকে স্পর্শ করেছিল নিতান্তই শারীরিক অর্থে। তাঁর জীবৎকালে পারিপার্শ্বিকের অক্ষম কোলাহলের স্পর্শে তাঁর সত্তা যেমন কখনও আন্দোলিত হয়নি; মৃত্যুতেও তাঁর আত্মা জীবজগতের সকল তুচ্ছকে অতিক্রমের স্পর্ধিত শপথের উজ্জ্বলতায় আলোময়।

আমার বারংবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে তাঁর সমস্ত জীবন যা পাণ্ডিত্যে, ভাষাচর্চায় উৎসর্গিত, সেটাই কি তাঁর সত্যকার জীবন অথবা তা অন্যকোনও সত্তার গভীর উৎসর্জনে আত্মনিবেদিত! প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে তাঁর যে নিত্যকার দ্বন্দ্ব, তাঁর যে নিত্যকার বেদনাময় অভিজ্ঞতা, তার সঙ্গে তাঁর নাড়ির কোনও যোগাযোগ ছিল না; সম্ভবতঃ এ নিতান্তই তাঁর আত্মোপলব্ধির সহায়কমাত্র। অর্থাৎ যে দ্বৈত থেকে একে অপরকে আঘ্রাণ করে; একে অপরকে দেখে; একে অপরকে শ্রবণ করে; একে অপরকে অভিবাদন করে; একে অপরকে মনন করে; একে অপরকে জানে; সেই জ্ঞাতরূপকে জানবার প্রয়াসেই হয়তো তাঁর সমগ্র জীবনে এই দ্বৈতের সাধনা। এবং শেষ পর্যন্ত তো তিনি নিজেই সেই আত্মা যা স্পর্শ, ঘ্রাণ ও শ্রবণের অতীত।

হরিনাথের মৃত্যু এই কারণেই আমার কাছে নিতান্তই একটি জীবজাগতিক প্রক্রিয়ামাত্র। কিন্তু এই পরিসমাপ্তির মধ্যে যে বৃত্ত সম্পূর্ণতা পেল তা আমাদের মানসিকতায় বহু জিজ্ঞাসা রেখে যায়। সময় তাঁকে ক্ষমা করেনি; দেশ তাঁকে মর্যাদাবান্ করে তোলেনি; ইতিহাস তাঁকে দেয়নি বরমাল্য। তবু কেন একালের একজন দ্বন্দ্বক্ষত মানুষের মানসিকতায় তিনি মূল্যবান্ বিবেচিত হবেন? কেন তাঁর সকল অস্তিত্ব বিলুপ্তির সমস্ত ইতিহাস পেরিয়ে আরও একবার এসে দাঁড়াবে বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাচর্চার খোলা প্রাঙ্গণে জিজ্ঞাসায় মুখর স্ফিংসের দম্ভে?

পুরুষ হরিনাথ গৃহস্থ ছিলেন না। গ্রন্থকীট ছিলেন না গ্রন্থরচনায় পরিশ্রমী। তাঁর আহরণ রেখে যায়নি অন্যের জন্যে আহর্তব্য। মৃত্যু তাঁকে করে তোলেনি বরণীয়। কারণ জীবনকে ধূপের মতো পোড়াতে তিনি জানতেন না।

এই গুণহীন অথচ সর্বগুণসমন্বিত পুরুষ, যিনি আপাতদৃষ্টিতে উনিশ শতকীয় বোহেমিয়ন, একালের সুবিধাবাদী বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ নিতান্তই বেমানান।

তাই জীবৎকালের তাঁর সমস্ত স্বভাবগুণ মৃত্যুর পরে বড় বেশী স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হরিনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাই একটি জগতেরও মৃত্যু ঘটেছে। যে জগৎ তাঁর পরিকল্পনায় ও সৃজনে একান্ত নিজস্ব। যে জগৎ আমরা কোনকালে নির্মাণ করতে পারব না; উত্তরাধিকার পাব না বসবাসের; অথচ যার জন্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। তাই ভাষাচর্চায় ও জীবনচর্যায় যিনি অভিন্ন, শৃঙ্খলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় যিনি সমপরিমাণ আসক্ত, সেই মৃত্যুতে সমাপ্ত অথচ পুনরুজ্জীবনে ভাস্বর হরিনাথ দে আমাদের স্মরণার্হ।

পরিশিষ্ট

১. আচার্য হরিনাথ দের ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে চাকরিলাভের প্রাক্‌কালে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তথা তৎসমভুক্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও উপাধ্যায় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ কর্তৃক যেসব প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছিল সেগুলির প্রতিলিপি। মূল শংসাপত্রগুলি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। একটি মুদ্রিত পুস্তিকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা তথা ভারত সরকারের জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত কাগজপত্র হল এগুলির উৎস।

২. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত হরিনাথের ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে চাকরি সম্পর্কিত কাগজপত্রের প্রতিলিপি।

৩. ভারত সরকারের জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত কাগজপত্র থেকে ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদের জন্যে লিখিত হরিনাথের আবেদনপত্রের প্রতিলিপি।

৪. ভারত সরকারের জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক তথা ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের চাকরি থেকে হরিনাথের পদচ্যুতি সম্পর্কিত কাগজপত্রের প্রতিলিপি।

৫. অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোশম্বী, শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক তারকনাথ সেন আমাকে হরিনাথ জীবনী সম্পর্কে যেসব নির্দেশ এবং তথ্যাদি জানিয়েছেন সেগুলির প্রতিলিপি।

পরিশিষ্ট—১

India Office,
Whitehall.
Sept. 21, 1900.

I examined Harinath De of Christ's College, Cambridge, for the Calcutta M. A. Examination in Greek.

I was much pleased with his work, and I awarded him a first class. I was not at all surprised to find that he obtained a first class in the Cambridge Tripos Examination.

Charles H. Tawney.

10, Scroope Terrace,
Cambridge,
Sept. 29, 1900.

Harinath De has read Sanskrit with me, and I can speak in the highest terms of his scholarship and zeal for learning. He and I have read a good deal of the Rigveda together, and I was particularly struck by the interest which he took in comparative grammar. He won a first class in the Cambridge Classical Tripos last summer, and of course his knowledge of Greek and Latin will be of great use in familiarising his countrymen with the results of European scholarship He is keenly interested in education,—he loves to impart to others what he has himself acquired ; and I feel sure that he would prove a valuable addition to the teaching staff of a Government College in India.

Edward B. Cowell,
Professor of Sanskrit in the
University of Cambridge.

Trinity College,
Cambridge,
Sept. 29, 1900.

Mr. Harinath De has studied Arabic with me for some months, and I have had many opportunities of testing his ability. From the very first I was struck not only by his industry, but also by the acuteness and accuracy which characterised his work. He possesses, in my opinion, a rare faculty of grasping the principles of scientific philology and literary criticism, and I have no hesitation in avowing my belief that he will prove himself an excellent scholar.

A. A. Bevan,
Fellow of Trinity College,
Lord Almoner's Reader of
Arabic in the University.

19, Trumpington Street,
Cambridge,
Oct. 5, 1900.

I have much pleasure in speaking to the exceptional ability of Harinath De, Esq., of Christ's College, as a French scholar. He learnt French composition under my supervision for five terms, and always displayed much intelligence in his work.

I may say that during my very long residence in Cambridge, I have but seldom met with an English pupil so well up both in colloquial and scholastic French as is Mr. De.

I therefore earnestly wish that this testimonial may stand him in good stead.

L. Boquel,
Lecturer in French Composition of
Newnham, Girton and Emmanuel Colleges.

The White House,
Southwold,
Suffolk.
Oct. 5, 1900.

To the Lords and Gentlemen of the India Office.

Mr. Harinath De, who is a candidate for a place in the Imperial Educational Service of India, was my pupil for two years at Christ's College, Cambridge. I consider his general ability high, and his aptitude for languages quite exceptional. In the space of three years he acquired a high degree of Greek scholarship. His acquaintance with Latin was longer. In both languages his reading has been wide and intelligent. His appreciation for the genius of the languages is shown by his power of writing them ; and I may mention particularly the power he developed of writing Latin and Greek *Verse*, a power rarely acquired except where the exercise of it has commenced early. His knowledge of English literature is attested by his examination record. It was chiefly in Essay-writing, as practice for the Classical Tripos, that his mastery of English came under my notice. His English is easy and sensible very little marred by pedantry or affectation He is a man of wide interests, and as I believe of much practical sagacity. As to character, he bears an absolutely unblemished record during his residence at Cambridge.

E. Seymer Thompson, M. A.,
Late Classical Tutor of
Christ's College, Cambridge.

Christ's College,
Cambridge,
Oct. 6th, 1900.

Mr. Harinath De worked at German with me more or less during three terms of his University course. His work showed a quick intelligence and a power of making rapid progress. His help would no doubt be valuable to any one learning to read German, and he should be able without difficulty to qualify himself for the systematic instruction in German of any class of pupils.

H. J. Wolstenholme, M. A.,
Lecturer in German in the University.

Christ's College Lodge,
Cambridge.
8 October, 1900.

Harinath De, B. A., is a Scholar of this College, and I have seen a good deal of him and of his work during his residence at Christ's. He came to England knowing fair amount of Latin and a little Greek. Thanks to a real genius for language he made rapid progress , gained scholarships here, and took a First class in the First Part of the Classical Tripos in June last—a distinction which has been gained by no Hindu [?] before him. He proposes to take the Second Part of the Tripos in June next, when (I have no doubt) he will repeat his success. He has spent two long vacations in France and Germany, and has learnt the languages thoroughly with a good colloquial knowledge of them. During last year he has applied himself with success to the study of Sanskrit.

1 have said enough to show that he is a man of remarkable ability and attainments. They would amply suffice for a high teaching post in England, but he naturally desires to return to India ; he has suffered severely at times from the climate of England—a fact which makes his success here the more remarkable. I beg leave to express an earnest hope that some place in the higher ranks of the educational staff of Calcutta may be attainable by him. I am certain that he would do good work ; he has an infectious enthusiasm. His range of knowledge is even wider than I have stated above, as I confined myself to the subjects in which he has won distinction : but he has also a good knowledge of English literature, and is quite capable to teach it in scholarly fashion.

I shall be glad to answer any questions respecting him.

John Peile,
Master of Christ's College,
formerly Reader of Comparative
Philology at Cambridge.

Christ's College,
Cambridge.
10 Oct., 1900.

Mr. Harinath De has been my pupil in Classics at Christ's College during the greater part of the last three years. He has shown a striking devotion to study and a special talent for languages. Beginning with a somewhat small knowledge of Greek he rapidly made up the deficiency, and in June last was placed in the First Class of the Classical Tripos, Part I. His reading in the Classical authors has been remarkably wide, and he has a good knowledge of Greek

and Roman History and Literature, and especially of the languages, grammar and philology. He has a thorough command of English and writes a good English style ; he has, I know, read widely in English Literature. He has also worked at modern European languages, spending some time in France and Germany.

Mr. De's proficiency in these studies, combined with his knowledge of Eastern languages, of which I cannot speak personally; constitutes a very unusual achievement ; and I believe him to be exceptionally well-fitted for the career of a scholar. I may add that I have found him a courteous and agreeable pupil, and have formed a high opinion of his energy and general ability. I have much confidence in recommending him for an educational appointment.

H. Rackham, M. A.,
Fellow and Classical Tutor of
Christ's College, Cambridge.

6, Gairloch Road,
Camberwell, S. E.
Oct. 10, 1900.

Mr. Harinath De of Christ's College, Cambridge, was reading Arabic with me for some time during one of his vacations. The course of lessons however, was slightly shortened in consequence of indisposition on his part, to my very great regret, for I had rarely, if ever, met with a pupil possessed of such sound grammatical foundation, so powerful a grasp of the drift of the respective author, and an equal ability, to render the text of the original into terse and idiomatic English.

During our conversations preceding or following the lessons I had ample opportunity of convincing myself of his extensive knowledge not only of the classical languages, but also of the most important modern ones, as of French, Italian Spanish and Portuguese, and in particular of German. This he had colloquially acquired during a protracted stay at the University of Marburg where he attended the lectures of several distinguished Professors, and I found that he is not only well versed in the literature of the present vernacular, but that he has also studied the language in its earlier phases of Old and Middle High German.

I have no hesitation in stating my firm belief that both by sterling qualities of character and by the solidity and comprehensiveness of his linguistic and philological acquirements he is eminently fit for employment of a High order in the educational department, and that the success which is to be expected for him in this line, will go a long way to insure success, also to those who may be entrusted to his care, supervision or influence.

F. Steingass, Ph.D. (Munich).
Author of Arabic & Persian Dictionaries.

2, Salisbury Villas,
Cambridge.
June 18, 1901.

Understading that Mr. Harinath De, B. A., Scholar of Christ's College, is a candidate for the Professorship of English in the Imperial Educational Service of India, I beg leave to recommend him very strongly for such a post.

Mr. De has just taken a Second Class in the English

Section of the Medieval and Modern Languages Tripos and I desire to explain that this means a great deal—a fact which may not appear to those who are unacquainted with that particular Examination. As I have examined candidates no less than six times, I am probably better acquainted with the true standard of it than any one else. The standard is very high, and the candidate has to know not Modern English Grammar and Literature only, but must have a fair acquaintance with the Grammar of the Middle English of the fourteenth century, and also with the Grammar of Anglo-Saxon of the ninth and tenth centuries. The number of candidates who come up to this standard is very small; but those who do so have an acquaintance with the facts of the English language which can be learnt in no other way. The gross ignorance of the facts of our language which is frequently displayed, even by some who profess to know them, is so great and so wide-spread that it is highly desirable that teachers—if they are to be trusted—should have passed an examination of these severe character: no one has the least chance of doing so unless he has given faithful attention to our older authors. Few indeed are those who know anything about them.

Walter W. Skeat, Litt. D., D. C. L.,
Elrington and Bosworth Professor of
Anglo-Saxon in the University of Cambridge.

54, Sidney Street,
Cambridge,
The 19th June, 1901.

I have had the pleasure of Mr. Harinath De's personal acquaintance during the past year, while he was preparing

for Section A of the Medieval and Modern Languages Tripos; he has attended my University Lectures and I have had many opportunities of forming a right impression of his ability and attainments.

Recently, too, I acted with Professor Skeat as Examiner for the Skeat Prize at Christ's College which we awarded to Mr. De for his knowledge of Shakespeare and Chaucer. His success in the Tripos Examination speaks for itself. The standard of Section A is a very high one, for higher than what is required for the M. A. Examinations at the Indian Universities, and a man who obtains honours in this Examination must possess a scholarly knowledge of English language and literature. In Mr. De's case this high qualification supplements his unusual attainments in Indian languages. In fact this Indian student is at present one of the most cultured scholars it has ever been my pleasure to meet at Cambridge; his compatriots and those interested in India should be proud of him. It would to my mind be little less than a disgrace if he should suffer any disability by reason of his birth, race, or nationality. I beg leave to recommend his claims most strongly to the consideration of the Electors to any educational post in India.

Israel Gollancz,
University Lecturer in English, Cambridge,
late Senior Examiner in English
to the University of London, etc., etc.

পরিশিষ্ট—২

India Office,
London, 18th October 1901.

To—His Excellency the Right Honourable the Governor General of India in Council.

My Lord,

With reference to your Secretary's letter No. 1 of the 21st March last, I have to inform Your Excellency that I have appointed to the vacancy in the Indian Educational Service therein reported Mr. Hari Nath De, whose selection to hold a Government scholarship in this country was announced in the letter of your predecessor's Government No. 11 of the 18th August 1898.

2. In accordance with the principle laid down in the Government of India letter No. 351 (Finance), of the 11th December 1895, in which I expressed my concurrence, Mr. Harinath De will be admitted to the full pay granted to European officers.

Despatch to India No. 22, dated 12th March 1896

3. A copy of his testimonials, which are of a very high order, is enclosed, and one part of his agreement. He will leave Marseilles to take up his appointment on the 19th October.

I have, etc.,
George Hamilton.

India Office,
Whitehall,
London, S. W.,
The 30th October 1901.

Dear Sir,

In the Secretary of State's Public (Educational) Despatch No. 138, dated the 18th October 1901, it was stated that Mr. Hari Nath De, who was recently appointed in this country to the Indian Educational Service, would leave Marseilles for India on the 19th October.

I am to inform you that an alteration in this arrangement has been found necessary, and that Mr. De will leave Marseilles on the 15th November next to take up his appointment proceeding *viâ* Bombay.

Yours faithfully,
W. N. Stuart,

Assistant Secretary, Judicial and Public Department.

To—The Secretary to the Government of India, Home Department.

পরিশিষ্ট—৩

Govt. of India Home Dept. Pub.—A Progs. Feb. 1907, Nos. 237—244.

No. 240. Dated the 12th December 1906.

From—Harinath De, Esq., M. A., Officiating Principal, Hooghly College.

To—The Secretary to the Government of India, Home Department.

(Through the Director of Public Instruction, Bengal.)

Being given to understand that, owing to the recent death of Mr. J. Macfarlane, the post of the Librarian, Imperial Library, Calcutta, has fallen vaccant, I have the honour to offer myself as a candidate for the vacancy.

As for my qualifications I have the honour to state :—

(1) That I come of a respectable family, and that my father, the late Rai Bhutnath De, Bahadur, M. A., B. L., of Raipur, Central Provinces, rendered many valuable services to the Government of the Central Provinces, in connection with the municipality, water-works, education, and famine relief—a fact which is known to many of the former Chief Commissioners of that province, including Sir Alexander Mackenzie, Sir Anthony Macdonnell, Sir Charles Lyall, Sir Bamfylde Fuller and His Honour Sir Andrew Fraser, at present Lieutenant-Governor of Bengal.

(2) That I have had a liberal education, having prosecuted my studies in the Central Provinces, at Calcutta, and at Cambridge, Paris, and Marburg ; that I have had an

academic career of considerable distinction both in India and in Europe, as will appear from the statement below :—

My academic carrer in India.

Year.	Place of education.	Academical achievements.
1890	High School, Raipur (Central Provinces).	Won a scholarship for passing the Middle School Examination in Class I.
1892	St. Xavier's College, Calcutta.	Passed the Entrance Examination in Class I.
1894	St. Xavier's College, Calcutta.	Passed the F. A. Examination in Class I, winning a general scholarship and a Duff scholarship for being bracketed first in languages.
1896	Presidency College [Calcutta].	B.A. with Double First Class Honours, winning a scholarship of Rs. 40 per mensem.
		M. A. (Latin), Class I (Gold Medalist), obtaining by far the highest number of marks ever obtained in that subject.

My academic career in Europe.

Year	Place of education.	Academical achievements.
1897 (July)	Christ's College. Cambridge.	Begun Greek (July 6th); appeared at the Calcutta

My academic career in Europe.

Year	Place of education	Academical achievements
		University M. A. Examination in Greek (November 15th) with Mr. Tawney, Librarian, India Office (Senior Classic, 1860) as the examiner. Obtained Class I (Gold Medal).
1897	La Sorbonne, Paris.	Studied at the Sorbonne under the guidance of the celebrated Assyrian Scholar, M. J. Ménant, Membre de l' Institut.
1898	Christ's College, Cambridge.	Won prize for Latin Verse Composition (*i.e.*, for a Latin poem on South Africa). Travelled extensively in France, Italy, and stayed in Egypt (to improve my knowlodge of Arabic). Was elected State Scholar of the Government of India and Foundation Scholar of Christ's College, Cambridge. Won prize for Greek Verse Composition.
	University of Marburg (Germany).	Attended lectures on Sanskrit and Comparative

My academic career in Europe.

Year	Place of education	Academical achievements.
		Philology ; studied modern methods of teaching languages.
1899	Christ's College, Cambridge.	Elected Senior Classical Scholar.
1900	Christ's College, Cambridge.	Took a first class in Classical Tripos, Part I. Elected Graduate Scholar. Studied Sanskrit under Professor Cowell, and Arabic under Professors Bevan and Rieu. Was offered a Colonial Cadetship but declined it.
1901	Christ's College, Cambridge.	Took a second class in the Mediaeval and Modern Languages Tripos. Won Skeat Prize for English Literature. Was recommended by Professors Bevan, Rieu, and Cowell for the Allen Research Scholarship.
		Was appointed to the Indian Educational Service by His Majesty's Secretary of State for India.

(3) (a) That I possess a good knowledge of the following languages :—

EUROPEAN.

Greek, Latin, French, German, Italian, Spanish.

ASIATIC.

Sanskrit, Pali, Arabic, Persian, Urdu, Hindi, Bengali, Uriya, Marathi and Guzerati.

(b) That I can read and fairly understand Old French, Provençal, Portuguese, Rumanian, Dutch, Danish, Anglo-Saxon, Gothic, Old and Middle High German.

(c) That I possess an elementary knowledge of Hebrew (Biblical), Chinese (Classical), Tibetan (Classical), Turkish, Zend.

(4) That my age is thirty and that I am a member of the Imperial Branch of the Educational Service of India, to which I was appointed by his Majesty's late Secretary of State for India, Lord George Hamilton, towards the end of 1901 (my present appointment being that of Officiating Principal, Hooghly College), and that during this period of five years' service—

(a) I have lectured on English, Latin, Greek, French, Pali, Comparative Philology, Anglo-Saxon and History to my classes with excellent results.

(b) I have passed three High Proficiency Examinations (since the enforcement of the revised regulations in July 1905), *viz.*, in Sanskrit, Arabic and Uriya.

(c) I have written commentaries on books of English literature which have elicited praise from men like Mr. C. H. Tawney (Senior Classic in 1860) and Professor E. Dowden, the celebrated Shakespearian critic, printed copies of whose letters are attached with my testimonials.

(d) I have made a thorough study of Arabic, Persian, Sanskrit, Pali and the Mediaeval Sanskritic dialects with a view to trace the genealogy—a task which has never yet been satisfactorily done—of the modern Aryan vernaculars of India. I enclose copies of a number of letters written to me on various occasions by professor E. G. Browne, Arabic Professor at Cambridge; Mr. F. W. Thomas, the eminent Sanskritist, now Chief Librarian at the India Office; and last, but not least, Geheimer Regierungsrath Professor Dr. R. Pischel, the successor of Albrecht Weber to the Chair of Sanskrit at the University of Berlin, who has lately been elected Dean of the Faculty of Philosophy at that University and is the greatest living authority on the Prakrit Dialects. Professor Pischel has done me also the honour of asking me to translate his monumental work on the Prakrit Grammars into English.

(5) That as regards my special qualifications for the work of a librarian, I beg leave to mention the following facts :—

(a) That I have a great knowledge of Bibliography, so far at least as books of general literature,

history, philology, etc., are concerned. The late Mr. Macfarlane was often helped by me in the choice of books.

(b) That I have myself worked for research at several of the libraries in Europe, such as the University Library, Cambridge; Professor Robertson Smith's Oriental Library, at Christ's College, Cambridge; the India Office Library; the British Museum Library; the Bibliothèque Nationale, etc.

(c) That the Asiatic Society of Bengal has entrusted me (on the late Mr. Macfarlane's strong recommendation) with the bringing out of its revised catalogue. The Council of the said Society (of which I am a member) was of opinion that I was the only man fitted to do the work satisfactorily in consideration of my linguistic attainments.

(d) That I am a Fellow of the Calcutta University, a member of its Library Committee and its Library Executive Committee.

(e) That in the course of my researches I have discovered a large number of rare and valuable books and manuscripts in India, the most important of which is the discovery of the oldest extant manuscript of Sakuntala found in a village in Bengal which I have presented to the Imperial Library of Berlin; and of the only known manuscript of the poems of Bairam Khan found at Dacca, which has been lent by me to Dr. E. D. Ross, who has promised to edit the same in his own name.

(f) That I have for a long time been in correspondence with scholars in Europe and Asia on matters connected with books, manuscripts, and printing (*vide* a Latin letter from Syria attached to my testimonials).

(6) That, in conclusion, I have the honour to append a copy of my testimonials and to mention the names of a few eminent scholars in England and Germany who would be glad to answer any queries respecting me which may be directed to them :—

Not printed in Proceedings.

1. Geheimer Regierungsrath Professor Dr. R. Pischel, Dean of the Faculty of Philosophy, University of Berlin.
2. Professor Karl [Friedrich] Geldner, Professor [of] Old Iranic (Zend and Pehlevi), University of Berlin.
3. Professor Ludwig Fritze, Schloss, Koepenick.
4. Professor A. Fischer, Editor of Z. D. M. G., Professor, Ordinarius of Arabic, Hebrew, and Semitic Philology, University of Leipzig.
5. Professor T. W. Arnold, Professor of Arabic, University College, London.
6. Professor E. G. Browne, Professor of Arabic, University of Cambridge.
7. Professor A. A. Bevan, Professor of Arabic, University of Cambridge.
8. Professor T. W. Rhys Davids, the celebrated Pali Scholar.
9. Professor I. Gollancz, Professor of English Literature, University College, London.

10. Professor W. W. Skeat, Professor of Anglo-Saxon, University of Cambridge.
11. Monsieur L. Boquel, University Lecturer in French at Cambridge.
12. Professor P. Giles, Professor of Latin, Victoria University and Reader in Comparative Philology at the University of Cambridge.
13. Dr. John Peile, Master of Christ's College, sometime Vice-Chancellor of the University of Cambridge.
14. C. H. Tawney, Esq., late Librarian, India Office.
15. F. W. Thomas, Esq., M.A., Librarian, India Office.
16. Chan Lun, Esq., Chief Chinese Interpreter, Tientsin China.

In conclusion, I beg leave to express an earnest hope that should my application be granted, I would be able to improve the Imperial Library in such a manner that it would in time compare very favourably with any of the best libraries in Europe and would attract readers not only from all parts of India and the Far East, but even from Europe and America.

পরিশিষ্ট—৪

Dated Calcutta, the 6th May 1911.

From—HARINATH DÉ, Esq., M.A., 30, Bahir Mirzapore Road, Calcutta.

To—The President of the Council of the Imperial Library, Vernon Lodge, Darjeeling.

With regard to your Lordship's letter dated the 23rd March 1911, containing a number of charges which have been accepted against me by the Council of the Imperial Library, and in continuation of my letter of the 2nd April last and subsequent telegrams, I have the honour to state as follows :—

I am deeply grateful to the Council for the extension of time which they have been pleased to grant me, but unfortunately the time of the extension has been too short to enable me to meet the charges. In the first place, I have had only partial information with regard to some of the materials used by the Council in formulating the charges. As to the rest of the materials I have been denied access thereto in spite of my repeated and earnest applications. In the second place such information as I have been able to receive and was allowed to utilise did not reach me complete until last evening with the result that I have had particularly to frame my explanations with regard to the numerous charges made against me in the course of about a day in the absence of the books and the papers and in the absence also of the evidence which must have been before the Council. I have

therefore to rely upon my unaided recollection with regard to the events going back as far as 1906 (if at all recollection be a suitable term for any event which took place in the Imperial Library before I came there) and upon certain fragmentary extracts and other things together with the information which Mr. Chapman has been kind enough to furnish me without exceeding his instructions. I therefore reserve to myself the liberty to alter or amend my explanations as I may be advised in the light of the entirely of the materials which were before the Council,—a liberty, which I venture to submit even the lowest criminal is entitled to in a Court of justice.

Before I begin to answer the charges categorically I crave leave to place before your Lordship a brief history of the events that took place since my appointment as Librarian in February 1907 up to the time of my suspension. It may be in your Lordship's recollection that before I joined my office as Librarian, Mr. J. S. D'Silva had previously officiated as Librarian for a number of months. On my appointment, he reverted to his original position as Head Clerk and Cashier. Being a new officer and having not the slightest reason to suspect that Mr. J. S. D'Silva was a dishonest man, especially since he had been honoured by the officiating appointment of Librarianship. I was naturally inclined to rely upon his previous experience and honesty, the more so as he assured me that he was faithfully keeping up the traditions which had been handed down from the late Mr. J. Macfarlane. If I had then known what I have come to now of Mr. J. S. D'Silva—and I desire to speak with great moderation with regard to a man who is no longer in the

land of the living—I should most certainly never have been inclined to place the reliance which I did upon him and upon his representations.

After joining office, I found within a short time that there was in the office a clerk named Babu Kalinath Palit who had formerly served as an Assistant in the Calcutta Public Library and who naturally aspired to the office of the Head Clerk in the Imperial Library should it ever become vacant by any chance. I also found there another man on the staff named Mahendranath Auddy of whom I shall have occasion to speak, who had been appointed somewhat suddenly by the late Mr. D'Silva when my appointment to the Imperial Library was spoken of as a certainty although it had not been formally announced. Another man of the name of Charu Krisna Ghosh was at that time in the Imperial Library. He had been there for several years and was regarded as one of the most hardworking and intelligent sorters. I venture to think that it is not quite unknown to your Lordship that in almost every large office or for the matter of that a small office manned by Asiatics, Europeans or Eurasians in Calcutta or elsewhere in India there is always a certain amount of intrigue and personal jealousy covert or open and I can assure your Lordship that the Imperial Library with all its limitations did not form an exception to this rule.

Matters went on in the usual way until the death of Mr. D'Silva which took place quite unexpectedly and suddenly in June 1908. On his death there was a scramble for the office of the Head Clerk. Babu Sarojendra Mukerjee, who has been recently dismissed, was an applicant for the

post, and I must say that his candidature was supported by very high testimonials amongst others by one from the Hon'ble Mr. Justice Asutosh Mukerjee, Saraswati, C.S.I., M.A., D.L., D.Sc., etc., etc., and I was assured by Babu Sarojendra Mukerjee that Mr. Justice Mukerjee was not only a patron of his but a benefactor seeing that although somewhat poor in circumstances, Babu Sarojendra Mukerjee was one of very numerous recipients of Mr. Justice Mukerjee's private friendship. The testimonials of Mr. Justice Mukerjee, dated 16th June 1908, runs as follows:— "I have great pleasure in stating that Babu Sarojendra Mukerjee comes of a respectable family and bears a good character. For several years past he has been employed as an Assistant in the office of the East Indian Railway and he would do credit to himself in any suitable clerical appointment of a superior grade under the Government." Babu Kalinath Palit also, who was well spoken of by Mr. D'Silva in consequence of which I left a good note in his service book, was anxious to secure the post of the Head Clerk and Cashier left vacant by the death of Mr. D'Silva. I have subsequently found that Babu Kalinath Palit had also a friend and strong supporter in Babu Mahendranath Auddy. I must frankly admit that personally I was in favour of Sarojendra Mukerjee, whom I had known from my early student days. In every respect he was a far more qualified man than Babu Kalinath Palit. I presume that no blame will be attached to me, if I not only appointed Babu Sarojendra Mukerjee as Head Clerk and Cashier but treated him as an honest gentleman highly connected, well-spoken of and strongly supported, on whom and whose

words and acts I could place implicit reliance. In this view of Babu Sarojendra Mukerjee I have been sadly mistaken, but I venture to express a sincere hope that your Lordship will do me the credit that in placing such a reliance on Babu Sarojendra Mukerjee I may have been mistaken on account of my youth and inexperience of human nature but that I was in no way actuated by any improper motive. I may point out that I relied on Sarojendra Mukerjee to such an extent that from the time of his appointment up to the period when the disclosure were made which led to his dismissal I practically left a very large portion of my private money in his hands without any check or supervision. The appointment of Babu Sarojendra Mukerjee was naturally displeasing to Babu Kalinath Palit who, as I have previously stated found a supporter and adherent in Mahendranath Auddy. From events that took place later on, I now find that there were two rival factions in the Library stuff, one headed by Kalinath Palit whose adherent was Mahendranath Auddy and another by Sarojendra Mukerjee and supported by Charu Krisna Ghosh. Either of these two factions extolled the wrong doings of its rival faction and acted as spy to its foibles. My Lord, such was the state of the office, as future events have only too clearly demonstrated. Whether the Council chooses to believe me or disbelieve me, I was absolutely ignorant of the state of affairs in the office, devoted as I have been all my life to my studies and researches. I sincerely trust that your Lordship will not think that I am trying to screen my faults by putting forward my devotion to study as an excuse, but I am only pointing out what I have been and what I am.

Your Lordship may remember that a meeting of the Council was held on the 19th December 1910 in which charges were made against Sarojendra Mukerjee and Charu Krisna Ghosh and were carefully enquired into. Your Lordship having left the meeting as the hour was late, the chair was taken by Mr. Justice Mukerjee and the meeting proceeded. Thereupon several members of the staff were subjected to a severe, though informal, cross-examination with regard to a number of things connected with the Library, and the men naturally frightened by the position of the members of the Council tried to throw blame upon their superiors in order to exculpate themselves. May I venture to point out at this stage that with regard to a set of men wholly or partially uneducated, when they are confronted with charges regarding their own conduct they are not likely to refrain from putting the blame upon somebody else, possibly their superior officer and that such conduct is almost invariably a natural attitude of the mind of persons like these. Thereafter meeting after meeting was held by the Council of the Imperial Library at short intervals in the course of which the Hon'ble Mr. Justice Asutosh Mukerjee, actuated I believe by the desire of getting at the bottom of the whole thing went through a process of severe cross-examination of the members of the stuff who, in their fright spoke half in Bengali and half in such English as they could command. One of the salient features of these meetings was that I was practically excluded from them.

These meetings were followed one afternoon by a surprise visit on the part of Mr. Justice Asutosh Mukerjee, Hon'ble Mr. A. Earle and Dr. E. Denison Ross in the second week of

January 1911. In the course of this visit, in Your Lordship's absence a number of registers and papers were taken away and Your Lordship will perhaps remember that I complained to Your Lordship, whether rightly or wrongly, in connection with this removal and especially about what I thought to be uncivil treatment accorded to me by the abovenamed members of Council in the presence of my own subordinates. The same afternoon I noticed that the iron-safe had been tampered with apparently by a Clerk whose depositions in writing it contained proving his connection with the proprietor of a fictitious firm of booksellers calling itself "Auddy Brothers" an invention apparenrly resorted to for the purpose of passing off that name for the firm of Messrs. S. C. Auddy and Company now managed by the two brothers Babus Nilmany and Keshub Auddy, a well-known firm of book-sellers situated in the same locality where the fictitious firm of Auddy Brothers claimed to have its shop.

After the surprise visit of Mr. Justice Asutosh Mukerjee and the other two members of the Council of the Imperial Library I discovered that discipline was absolutely gone in the office of the Imperial Library and that the members of the staff had begun to think that my days were numbered and that the only way in which they could profit was by going against me. In every respect this state of affairs, Your Lordship will pardon me for mentioning it, reminded one of the historical incident of the fate of Maharajah Nandkumar in connection with Warren Hastings and the latter's Council. That all discipline was gone is further evident from a singular occurrence, the import of which is now perfectly clear to me. *viz.*. that on a day following the surprise visit. as I

entered the Librarian's room, I found on my table a copy of Shakespeare's "Henry VIII" laid open, with the following passage marked with a red pencil as if to impress on me that my removal from the Librarianship was a foregone conclusion :—

"My Lord, because we have business of more moment,
We will be short with you. 'Tis his highness' pleasure,
And our consent, for better trial of you,
From hence you be committed to the Tower ;
Where, being but a private man again,
You shall know many dare accuse you boldly,
More than, I fear, you are provided for."

On the 20th of January 1911 a meeting was held in the course of which Mr. Justice Mukerjee asked me a series of questions from time to time the object of which was not then apparent to me, but subsequent events have clearly shown what the purpose of the questions was. While the meeting was going on, the electric lights suddenly went out, the mainswitch which is downstairs having been turned off, as I have reasons to believe by Kalinath Palit and Mahendranath Auddy whom I myself standing as I was outside, saw going downstairs, while the rest of the staff were in the office room. Immediately there ensued a great confusion and naturally so. The members of the Council apparently laid the blame on my shoulders as if I had produced the darkness in order to thwart the searching enquiry that being carried on and may I venture to suggest that I have a suspicion though it is quite possible that I may be wrong, that the history of Bengal for the last three years or so made the members of the Council nervous so that they had

some justification in thinking that the next thing after darkness would, in all probability be the explosion of a bomb, whereupon becoming naturally anxious for their lives they, in a state of temporary terror thought that the only way they could show their disapproval of what had taken place (which without investigation, they are prepared to lay on my shoulders) was to suspend me without the formulation of any charges and also without any investigation being complete in their behalf.

This is mere nonsense.
A. Earle,—8.7.11.

The rest of the history is told in a few words. I was granted privilege leave twice, and somewhat strange to say, that although I was granted privilege leave my name was omitted and that of Dr. E. D. Ross substituted in its place as Librarian, Imperial Library in the Monthly List of Officers employed under the Government of India in two consecutive issues. The surprising character of such an entry struck me and in consequence, as may be known to Your Lordship, I complained to Your Lordship's Chaplain about it, and he assured me in reply that it was quite unauthorised. I will not, under the ban of the present charges, enquire how in the absence of all authorities, such an announcement came to appear in a Government List, nor shall I endeavour to identify the author of it.

Thereafter, all discipline having disappeared from the office, which continued to be under an impression that someone else was soon to come and take my place, I was under a grave misapprehension as to whether it would be any longer possible for me to discharge the duties of the office of Librarian, Imperial Library in a manner consistent

with the dignity and the requirements of the office and my own self-respect were I to rejoin the Imperial Library after the expiry of my leave. But I was not left long in suspense, for the letter of the 23rd March last, to which I have referred already, reached me on the 25th March, informing me that I was suspended from my office as Librarian, Imperial Library with the sanction of the Government of India. I have already referred to Your Lordship in one of my previous letters that the Head Clerk, Sarojendra Mukerjee and the Sorter, Charu Krisna Ghosh were suspended on the 19th of December 1910 and dismissed on the 22nd of that month. On the 20th December last, while actually under orders of suspension Babu Sarojendra Mukerjee appears to have had a private interview with Mr. Justice Asutosh Mukerjee as will appear from a letter which he wrote to me and which I am under the painful and disagreeable necessity of setting down below :

Wednesday.

Dear Mr. De,

I went to see you in connection with the charge against me, as I had no opportunity of defending myself. My great desire has been to explain to the Council through you that I am perfectly innocent. If however, you refuse to see me, the only alternative is to approach again Mr. Justice Mukerjee who knew me before I came to the Library and who kindly granted me a certificate. I saw him last night with our mutual friend Pandit Bahuballabh Shastri and he had the decency not to refuse me an interview. I convinced him of my innocence. May I again ask the favour of your

laining to the Council that both Charu and Mohendra were sent to the auction of Messrs. Mackenzie Lyall and Company; Mohendra who was present during the sale on behalf of the Library ought to have reported how matters stood at the sale; but as he made no report I had no reason to suspect that things had gone so very wrong?

You of all persons ought to know what dismissal would be to a poor man like myself who has a large family to support.

Yours truly,
(Sd.) S. Mukerjee.

With Your Lordship's permission I crave leave to point out three matters of special grievance on my part. The first and foremost is the bragging and boasting of Sarojendra Mukerjee who is apparently going about and telling everybody that, as he has been dismissed and ruined thereby I too should also share in the same fate, and that in that behalf he has succeeded in enlisting the powerful support and sympathy of Mr. Justice Mukerjee. My second grievance is that on the 30th January 1911, before any charges had been framed against me, the Council committed itself to the decision that I should be suspended and has since adhered to that decision. My third grievance is that although the matters which are now being enquired into and dealt with by the Council are marked *confidential*, they are apparently being disclosed and I may say talked about for the benefit of the public. For instance, in a daily Bengali newspaper called the *Nayak*, there appeared the following entry in its issue dated 27th April 1911, the English translation of which would be: "It seems Mr. Harinath De has not been allowed

to revert to his appointment. His reversion to that appointment is ; it seems, under consideration, that is to say that he has been suspended. Is the rumour true ? What is the fault of Mr. De ?"

This, My Lord, concludes the short previous history and it is my duty now to explain to Your Lordship to the best of my ability and, allow me to repeat, in the absence of proper materials, the charges which have been formulated against me.

With regard to these charges, may I be permitted to take charge No. 4 first ? I do not think it is necessary to repeat what the charge is. I frankly confess that if what is therein charged is established I should certainly be unworthy of holding any responsible office under the Government or for the matter of that under any private individual. Nay more, I should be unworthy of being considered a gentleman. But I venture to think that charge No. 4 is based upon a misapprehension entirely.

I have already told Your Lordship that I placed implicit confidence in Sarojendra Mukerjee, the more so as he had high credentials notably the one quoted above which Mr. Justice Asutosh Mukerjee had given him. I have already stated that I practically made over to him most of my private money and did not exercise or rather did not think it necessary to exercise any check or supervision in the matter. If I apprehend charge No. 4 rightly it is suggested and charged therein that I sold to the Imperial Library three lots of books of the respective value of Rs. 409, 253-8-0 and 249-8-0 on the 2nd, 6th and 7th April 1910 respectively in the *benami* name of Purna Chandra Bagchi and appropriated

to myself the money. So far as the materials which Mr. Chapman was able to disclose to me, this grave charge is based upon the sale of the said lots of books by the said Purna Chandra Bagchi and upon an account book alleged to have been kept by Sarojendra Mukerjee, the dismissed Head Clerk for my money. Mr. Chapman informs me that this book of accounts was found in a corner of the lavatory attached to Librarian's room, after I had been suspended by the Council. This account is certainly not an account book kept in the regular course of business from day to day and balanced as an account book. I invite Your Lordship's attention to this so-called account book and I submit that it is more in the nature of a number of memoranda made by a dishonest man to suit his own purposes. So far as I can make out from a cursory glance, (and I affirm that I had never seen it before Mr. Chapman showed it to me) Sarojendra Mukerjee purports to show that on the 7th of April 1910 I was indebted to him in the sum of Rs 987-10-6. I swear most solemnly that that entry is absolutely false and I say so all the more because the man's pecuniary position was such that it was absolutely impossible for him to allow a balance of nearly a thousand rupees to remain due to him. I say more, that on that very date (7th April 1910) a large sum of my private moneys which I had entrusted to him were still in his hands.

I have always been a great lover of books and have always bought for my own private use a very large number of books on subjects which I understand and in which I am interested from time to time. Moreover it has always been a source of great pleasure to me, although I must confess

that such pleasure has no commercial value, to present books to such of my friends and acquaintances as can appreciate them. While leaving England in 1901 I made over a number of books mostly on languages and literatures to several friends of mine, among whom there was a countryman of mine Mr. N. C. Chatterjee whose father and my father were great friends. I do not at the present time remember the names of all the books but several of them I find are now in the Imperial Library as I have lately come to know. After I left England I lost all count with regard to those books which I had presented to my friends, occupied as I was with other things, and I did not become aware till very recently that my esteemed friend Mr. N. C. Chatterjee who to the best of my knowledge was in affluent circumstanees, had since gone down in wordly affairs and had become so reduced as to be compelled to sell not only the books he himself had acquired but also those which he had received as presents from his personal friends, not to mention those which formed a part of the library of his father who was a great scholar and book-collector. Mr. N. C. Chatterjee who had come back from England and was stationed in Burma was apparently anxious to sell the books in his possession, including those which he had received from me in the manner hereinbefore stated. I may be permitted to point out that the books in question would not be appreciated by an ordinary reader and if Mr. N. C. Chatterjee desired to sell them at anything like a reasonable price he could only do so by selling them to Libraries, public and private.

I must frankly admit to Your Lordship that out of com-

passion for straitened circumstances in the case of men who had seen better days and belonged to good families I have been unwise, nay foolishly kind to two Brahman youths, *viz.*, (1) Aswini Kumar Chatterjee who belongs to a very respectable family though now very poor and who has received assistance from me in prosecuting his studies when he was a student and (2) Purna Chandra Bagchi who though respectably born and a man of substance till 1905 is, if I may be permitted to use the trite expression somewhat of a rolling stone for his life. Both of these appealed to me from time to time for some opening to make an honest living and used to haunt me both in my office and in my house—an infliction which is too familiar to anyone who knows what the conditions of life in India are—but I must admit that I never believed and I do not believe still that they were taking advantage of my kindness for any improper object. Nevertheless I will confess to this extent that Sarojendra Mukerjee who was prepared to secure my good will was at that time apparently inclined to make it profitable, without any knowledge for these two men to sell books amongst other things and thereby to help them and as Your Lordship will presently see to help himself. My suspicion is that Mr. N. C. Chatterjee who was anxious to sell the books in question but did not wish the public to know that he was the seller of these books and above all that I myself should know anything of such sale on his part commissioned Aswini Kumar Chatterjee, who is a relation of his to sell the books in the best way he could ; and I charge that, unknown to me, the Head Clerk Sarojendra Mukerjee apparently entered into a contract with Aswini Kumar Chatterjee and also Purna Chandra Bagchi with regard to

the price of the lots of books, although the price which was charged was the legitimate advertised price of those books, as far as they can be gathered from the *Book Prices Current.* But I am convinced from what has since transpired that Sarojendra Mukerjee had no intention to pay the amount of the price of the several lots of books because he knew that Mr. N. C. Chatterjee the then owner of them was a gentleman who was not only anxious to keep the transaction secret especially from me, but was besides residing in a distant part of the country. I charge also that the price of those books was utilised by Sarojendra Mukerjee to wipe out practically the false debit balance made out against me in the hope that he would thereby be able to appropriate to himself the whole of that money inasmuch as Mr. N. C. Chatterjee being anxious not to disclose his name and residing as he did in Burma would hardly be able to proceed against Sarojendra Mukerjee. At the same time having found my name in one or more books sold in these lots Sarojendra Mukerjee, for the purpose of providing for his safety in case any trouble should arise in future with respect to his dealings, devised the plan of crediting the amounts against me, thereby squaring up the false balance against me and at the same time keeping a lever against me should in future any occasion arise leading to the discovery of his malpractices in connection with my private moneys that were entrusted to him, My Lord, I venture to think that I have demonstrated to Your Lordship that I have been a victim of machinations on the part of Sarojendra Mukerjee and I cannot say whether in combination and concert with Aswini Kumar Chatterjee and

Purna Chandra Bagchi or otherwise, but it is perfectly apparent that Sarojendra Mukherjee's intention was to cheat me with regard to an account which he thought I might insist upon his rendering to me as will fully appear from a letter which my Solicitor wrote and addressed and sent to him on the 18th March 1911 to which he has not sent any reply up to the present day. This was the state of affairs.

In conclusion I emphatically deny that I ever sold any books of mine to the Imperial Library, either myself or through any other man and appropriated the sale proceeds thereof. I further deny emphatically that the books in question were purchased by the Imperial Library as my books; and I assert that they were purchased from Mr. N. C. Chatterjee who was not paid in time and that the dismissed Head Clerk Sarojendra Mukerjee thought that regard being had to the circumstances, he would be able to cheat me by wiping out practically my account as well as later on by refusing to pay Mr. N. C. Chatterjee who, he thought would, for fear of exposure, be reluctant to insist upon his legal right. I may also point out that I have a suspicion that it is quite possible that either Aswini Kumar Chatterjee or Purna Chandra Bagchi or both were cognisant of the fraud which was intended by Sarojendra Mukerjee, because a sum of Rs. 40 appears not to have been entered in the account which apparently was either paid or promised to be paid to both or either of them *viz.*, Aswini Kumar Chatterjee or Purna Chandra Bagchi.

The next charge I desire to deal with, if I may be permitted to do so in this order, is charge No. 3. This charge

is based upon a misapprehension of three unreceipted bills from S. J. Ahmed, a sceond-hand book-seller who has had dealings with the Library for a considerable time, and upon a misleading circumstance connected with the purchase of certain books named in the charge from Aswini Kumar Chatterjee whom I have mentioned. These bills of Ahmed are dated respectively (1) the first dated 26th July 1908 against the Library, (2) dated 27th November 1908 against the Libtary also and (3) bearing no date or signature or name of bookseller, so far as I can recollect and made out against my personal name. They have been found by Mr. Chapman in the Library. No doubt these bills mention the book in question and quote the prices, but apparently the books in question were not in good condition and therefore were not purchased by the Library having been originally sent there fot inspection. Subsequently Aswini Kumar Chatterjee, as the agent of his relative Mr. N. C. Chatterjee sold these books amongst others in June 1909 to the Imperial Library. It is not true that I bought these books cheap and then sold them at a profit to the Imperial Library through Aswini Kumar Chatterjee and I emphatically deny the charge. May I be permitted to point out that the total profit appears to be only Rs. 25-4-0 and for this sum I am charged not only with the commission of a gross piece of breach of trust but also with the madness of having kept the three bills, one in my own custody and the other two in that of the dismissed Head Clerk, apparently in order to prove the offence against me ? As I have submitted before this charge is based upon a misapprehension of what those bills really are.

The next charge I propose to take is charge No. 1. It

consists of a number of items of embezzlement. Of these the sum of Rs. 255 coverd by Bill No. 11 of the Asiatic Society of Bengal and drawn in contingent bill dated 1st April 1906 refers to a time when I was not the Librarian. It is obvious therefore that it ought to have been reported to the Government by the then Librarian. The matter of the bills of the Asiatic Society attracted my notice subsequently and it will be seen from my Demi-official to Mr. LaTouche, dated 8th September 1908 that I wanted to report it to the Council suggesting that Mr. D'Silva's security deposit might be attached for the realisation of the amount in question. I was however prevailed upon by the stuff, especially Babu Kalinath Palit and Mahendranath Auddy the proteges of Mr. D'Silva not to do so. These two clerks represented to me that in fact no embezzlement had taken place but that it was a *bona fide* mistake since they said, the money deposited in the Bank of Bengal was in excess of the amount which ought to have been there. I believed their statements and refrained from taking further action in the matter. I did not then realise which I now do in the light of recent events, that the real object of these two gentlemen who, as it seems to me now, were privy to all the doings of Mr. D'Silva and were his special confidants, was to stifle any enquiry which might be sent on foot seeing that if an enquiry was once started it would inevitably have led to a detection of the misconduct of the staff who knew about it which misconduct they had the strongest motive to conceal from me.

As to the remaining items referred to in the charge I had no suspicion until the recent disclosures, for at the time

they took place and down to the period when they were detected by Mr. Chapman, I firmly believed that everything was in order, the more so because Mr. D'Silva was the Cashier as well as the Head Clerk and as such responsible for the accuracy of the accounts. I submit that I was entitled to rely upon Mr. D'Silva's honesty seeing that Mr. Macfarlane had such a high opinion of him that he had with the approval of the Council appointed him to officiate as Librarian on his departure for England. After his death, as I have already pointed out in connection with a bill mentioned above, I was about to move the Council when the misrepresentations of some of the staff who knew everything about the account books misled me into refraining from taking that step. Thereafter I had no suspicion that there was any other item of embezzlement. The recent disclosures have shown that Kalinath Palit and Mahendranath Auddy had the strongest motives to prevent me from making any enquiry with regard to the item of the Asiatic Society's Bill which I had detected lest in the course of that enquiry the other items which are now complained against should also be discovered. I submit that under the circumstances I ought not to be held responsible in connection with the first charge.

I now proceed to take up charge No. 2. With regard to the falsifications referred to therein I may be permitted to point out that when the question arose in connection with the amounts therein referred to I pointed out to the Comptroller India Treasuries in my letter dated 24th February 1909 what was then represented to me by the staff. The Register was kept by Mahendranath Auddy till sometime

after D'Silva's death and during the period relating to the bills in question. I was absolutely ignorant of any falsifications in the register and in the light of recent events I charge that it was tampered with by Mahendranath Auddy in the interests of Messrs. Cambray and Co., whose dealings with the Library as I subsequently discovered have not always been above board.

I proceed next to charge No. 9. With respect to the certificates referred to in this charge I submit that they must have been true at the time of my signing that is to say that the correct number of vouchers were attached to the bill. I cannot of course say whether they went to the office of the Comptroller, India Treasuries in that condition and wtih the same number of vouchers. If they did not go, in that condition and with the same number of vouchers the Comptroller, India Treasuries would in the ordinary course of things have taken care to draw my attention to the fact that some of the vouchers were wanting but the Comptroller, India Treasuries did not do so in the instances referred to in the charge so that I had no reason to suspect that there was anything wrong.

I next take up charge No. 5. In this connection I have to point out that the "Steel Engraving" which forms item No. 1 in it, Kerr's Voyages and Travels and probably also the 2nd item (The first book of the History of the Discovery and Conquest of the East Indies) are not in the Library. The alleged purchase of these three items took place when Mr. D' Silva was the Head Clerk. I believe the vouchers were smuggled in into the Comptroller, India Treasuries' office through the assistance of the clerk who dealt with them at

the time without having ever been shown to me. In their place some other vouchers of an equivalent value must have been shown to me when I passed the contingent bills. Anyway it is clear that it was due to Mr. D' Silva's usual practices that the books did not come to the Library as I now discover and my suspicion is that Mahendranath Auddy (*vide* his written depositions which were in the iron safe when I left the Library) was a party to Mr. D' Silva's misdeeds, for the items 1, 2 and 3 appear to have been "purchased" (?) from the fictitious firm of "Auddy Brothers", *alias* S. Auddy and Co., *alias* Auddy Press Depository of which Babu Sonaton Auddy, brother of Babu Mahendranath Auddy is put forth by the latter is his depositions as the proprietor. With regard ro the remaining books they were all in the Library when I left it, and I may be permitted to particularise one or two of them. For intance item No. 4 (*D' Ohsson* : Tableau générale de l'empire ottomane) is numbered 114 A. 73. I have seen it used by readers. Another book recently acquired, *viz.*, *Vasilief* : New Vocabulary Russian-English (Rs. 2-6-0) was in the Library when I left it. It is a very handy dictionary of the Russian language and I myself possessed two copies of this little book one of which I had the honour of presenting to Mr. E. D. Ross.

The next charge I propose to take up is charge No. 6.

With respect to sub-heads (a) and (b) I beg to state that the system which I have been charged with following was the same which had the sanction of my predecessors, Mr. Macfarlane and Dr. E. D. Ross. With respect to (a) I have further to observe that the receipts of the Library being very small, that is to say, on some days a few annas are realised by

the sale of ticket cases and sometimes nothing at all, the practice has been to send the collected receipts in a lump once a year.

With respect to (c) I have to observe that the wages of the menials referred to therein were drawn by the dismissed Head Clerk in establishment bills. It was expected that the menials would call for payment. The money is still in deposit.

With respect to sub-head (d) I submit that the peculiar conditions obtaining in the Library do not always permit of meeting expenses during the year from the budget grant of that year. This is specially the case in regard to periodicals and other progressive publications different volumes of which appear in different years and very often the cost of the entire set cannot be ascertained when the announcement is made. It is therefore not possible to meet the costs of such publications from the grant of the current year when the sets are ordered. Moreover there may be, and, as a matter of fact, there was a large number of books ordered during the previous years which could not be supplied during those years. The London Agents had to advertise for many of them and this necessarily took up much time. It was impossible to foresee when they would be supplied. And when they were supplied during the next year the bulk of the grant of that year had in all probability been spent, so that there was no alternative save that of meeting the cost of these publications from the grant of the next financial year. Such has been, if I am not mistaken the usual practice since the establishment of the Library. It was at least so as far as I can remember when I took over charge of the office. This is a necessary condition when the

orders for books and the accounts are running. It cannot be avoided. It is needless to state that a large number of rare and valuable old books were ordered from Probsthain's Oriental Catalogue and if the opportunity was missed there was very little chance of acquiring those books again. Reference to the correspondence with Messrs. Probsthain and Co., will show that the Library has been in communication with them on the subject of the settlement of their accounts which I tried my best to do.

I next take up charge No. 7. The contingent bills referred to in this charge and dealing with the head· "Cart and Cooly-hire" were drawn and disbursed by the Head Clerk on his representation that they were unavoidable and I hold him responsible for the expenditure of the amount in terms on the bill. Until I received the charges on the 25th March I had no knowledge of the systematic payment of Babu Kumud Kumar Basu by Sarojendra Mukerjee every month out of Government money in consideration of duties performed by him on behalf of the latter. Neither Kumud Babu nor any other member of the staff ever brought this matter to my notice. On the other hand the Head Clerk always gave me to understand that the amount drawn for Cart and Cooly hire was needed for the purpose. In some instances reasons were given why a particular sum was required. The payment of the menials was as unauthorised as the monthly payment to Kumud Babu. The reason why I trusted the dismissed Head Clerk has already been set forth. I regret he has proved himself to be absolutely unworthy of the trust and of the high testimonials which he brought with him.

I next proceed to charge No. 8, which is divisible into two parts. In the first place I am charged with having appended false certificates to contingent bills in general and the second place of having appended such a false certificate in respect of conveyance hire paid to my Private Secretary Mr. C. V. Subrahmanyam on four different occasions. The first portion of this charge is too vague to admit any explanation. As regards the second portion I have only to say :—

(1) That the charge was unavoidable ;

(2) That no other member of the staff was available at the time ;

(3) That the work of the office on which Mr. Subrahmanyam was sent must have been of a very urgent nature, or else I would not have deputed my Private Secretary to do it at considerable inconvenience to myself.

I next take charge No. 10 wherein three items are referred to. As to the first item which is the cost of a cablegram sent to Japan I beg to state that it was not on my own private account but on account of the Library in connection with a second hand set of books dealing with India which I wanted to acquire for the Library but which I subsequently cancelled by wire, so far as I remember seeing that the price put on them by the book sellers was rather prohibitive. With regard to the other two cablegrams sent to Messrs. Probsthain and Co., London, I beg to state that the books ordered on inspection in one of the cablegrams were returned. With regard to the other lot of books about which the cablegram was sent I myself recollect to

have paid for the cost of the cablegram, since I chose to retain the books for my use as circumstances prevented me from acquiring it for the Library in the condition in which they were. I distinctly remember and I believe it is not unknown to some of the staff who were then working in the Imperial Library that I directed the Head Clerk to debit me with the cost of the cablegram covering the books detained by me. I pass on to charge No. 11.

It is divisible into two portions, *viz.*—

(a) That the books referred to were sold by me to the Library ;

(b) That I permitted them to be placed in the Library unstamped.

With regard to (a) I refer Your Lordship to my answers to charges 3 and 4 and I deny once more emphatically that I ever sold any books to the Library either in my name or *benami.*

With regard to (b) I have only to say that it is quite impossible for the Librarian to see for himself that every book is stamped. The office is responsible for this. In this connection I beg leave to point out that the books which are alleged to have been purchased from me and which bore my name were intentionally left unstamped by the dismissed Head Clerk for reasons already given in my answer to charge No. 4.

I next take up charge No. 12 and the sub-charges therein contained.

Under head (a) the books declared as unsuitable are really not unsuitable since they were ordered to answer the requirements of certain students who are readers of the

Imperial Library and who wished to take up as their special branch for the Comparative Philology in the M. A. Examination of the Calcutta University the group known as the Italic group of Indo-European languages which includes Latin, Oscan and Umbrian. The books I had ordered on Oscan and Umbrian are the only reliable works on those two languages, as may be known to Your Lordship. They are not or at least were not available anywhere in Calcutta, not excepting the Calcutta University Library and were a necessity to the readers referred to above who being students of limited means could hardly be expected to buy them. As regards Bloch's *Sexual Life of Our Time* which comes under sub-charge Nos. (a) and (b) I beg to point out that its name was suggested by the late Director Theodore Bloch, who said he was connected with the writer. When I ordered the book out of deference to the late Dr. Bloch's suggestion neither he nor I were aware of the nature of its contents. We regarded it as a Scientific work. The purchase of books of similar character, I may be permitted to point out took place even in Mr. Macfarlane's time and I have only to refer to works like Burton's *Arabian Nights*, *Indische Erotik und Kuttani Matam* (German translation). I did not lend this book to Babu Sarojendra Mukerjee who took it out for his use without my knowledge. As to the duplicate copies of books referred to I beg to say that they were ordered either because there was a great demand for them from important people so that one copy was not sufficient, (*e.g.*, Stein's *Rajatarangini*) or because in some instances the edition purchased for a second time was a later one or because as it sometimes has happened the ignorance and the

negligence of the members of the staff represented to me that a particular book which was requisitioned by Government was not in the Library at all although it was really there or had been lent out.

With regard to sub-charge (c) I beg to say that the register of confidential publications was always in the custody of the Head Clerk from whose drawers I am informed it has been found. Any carelessness in the custody of confidential books must therefore be attributed to him and he is wholly responsible for the loss or mutilation of any of them. The answer to charge (d) is contained in charge (c).

As regards the sub-head (e) which refers to the late cataloguing of a Burmese dictionary I beg to say that it is obviously the mistake of the office. The Clerk who had the charge of cataloguing is responsible for it.

The sub-charge (f) has been already answered in my explanation of charge 6 (d).

As regards charge No. 13 I beg leave to state that the volumes of *Autores Classici Graeci* from Mr. Bernard Quaritch were intended for the Library for which reason their freight was paid, I did not immediately catalogue them on their arrival because the office represented to me that as the collection of the 56 volumes cost £ 21 the orders of the Council were necessary before they could be paid for or catalogued. At that time I wanted to refer the matter to the Council, although as will be shown hereafter there was no necessity for it, Your Lordship was then away and I was afraid that my proposal to acquire these books for the Library would not meet with the approval of the other members who probably would not be aware of the impor-

tance of the Graeco-Latin books. As it is however, although the 56 volumes cost £ 21 there was no need to obtain the sanction of the Council because (and I repeat this in spite of the Council's refusal to accept my statement) that the 56 volumes do not constitute a complete set and can be purchased separately now or second hand, each volume differing in price. The complete set of which those 56 volumes form stray portions consists of *Two hundred* volumes as may be ascertained from the French encyclopaedia of La Rousse under the heading *Didot*. If a further proof were needed that these are but stray volumes I would ask Your Lordship to notice that several works such as the *Greek Anthology* which were published in the same collection are absent from the 56 volumes sent by Mr. Bernard Quaritch. If they had formed one set there would also have been the serial numbers from 1 to 56 on the different volumes or on the title pages. As they constitute stray volumes of a large set which comprised *Two hundred* volumes in all, if I had to catalogue them I would not have put them under one head but distributed them according to the names of the different authors. So, technically, there was no necessity for me to obtain the sanction of the Council for reasons given above but I wanted to keep on the safe side and my intention was to approach Your Lordship for a formal permission, before circulating it to the members of the Council here who by themselves could not have judged of the importance of these books especially as there were no English translations contained in them.

When Your Lordship returned, my troubles commenced and in the hurry and worry I quite lost sight of them till

my attention was drawn to them by Mr. Justice Mukerjee when he brought Messrs. Earle and Ross with him to pay a surprise visit to the Library, in the second week of January 1911.

I pass on to charge No. 14. As to the summary under this charge I beg to say that I have dealt with them in detail except sub-charge (f) with regard to which I beg to point out that it was impossible for me to have discovered the fraud committed by Charu Krisna Ghosh under the name of his brother S. K. Ghosh. It is obviously beyond my power to check in every instance purchases of the character mentioned therein with reference to the price of which the books had been purchased at Messrs. Mackenzie Lyall & Co. 's., auction sale. I may further point out that I was not aware of the matter before it was pointed out to me at the meeting of the 19th December 1910 that these books were purchased at Messrs. Mackenzie Lyall & Co's., sale.

In the conclusion I beg to submit to Your Lordship, and through Your Lordship to the Council that in my conduct as Librarian I have never wilfully neglected the interests of the Library and whatever loss has been occasioned to the Library during my tenure of office is entirely due to my belief and confidence in the members of the staff, about most of whom the less said the better. I venture to observe in this connection that it is impossible for any one placed at the head of an office to carry on the work of the office without trusting to the honesty of the staff placed under him. I have tried my best to explain the charges from the materials which were placed at my disposal. The meagre nature of these materials I have already pointed out. I

earnestly hope that the fact of the Council's having declared itself committed to a particular course of action by recommending my suspension as early as January 20th or 21st to the Government of India, without formulating charges at that time which were if I am not mistaken framed several weeks after, may not stand in the way of their considering my explanations with an open mind.

With these observations I have the honour to subscribe myself as

Your Lordship's humble and obedient servant,

HARINATH DE.

Report on Mr. Harinath De's answers etc.,
by the Bishop of Calcutta,
President of the Council of the Imperial Library.

The charges may be divided as it seems to me, into three groups : (1) Those which attribute to Mr. De dishonest actions in his own interest : (2) Those of neglect of the interests of the Library in pecuniary matters : (3) Charges of culpable mismanagement of the Library itself, by inattention to the choice and care of books, and by the choice of books unsuitable to the Library or injurious to it.

I do not consider myself a competent judge of the evidence by which charges of the first group would be established ; but so far as I can judge, there is not, in the papers placed in my hands, evidence to prove that Mr. De received the profits of the fraudulent transactions which undoubtedly took place.

The story which he tells about the sale of books which

had once been his by Mr. Chatterji of Burma appears to be in the last degree improbable. (Mr. Chatterji was in such need as to wish to sell the books which had been given to him : he strangely selected as purchaser the friend who had given them : but he did not make apparently any effort to recover the price !) But I do not see any evidence that the price of these books ever reached Mr. De.

The other two groups of charges are established up to the hilt, by Mr. De's own admissions.

Charged with allowing certain embezzlements, he replies, I trusted the Head Clerk. Charged with certain improper payments, he says they were unauthorised and made wihout his knowledge. When it appears that false vouchers were presented for books which were never in the Library, he says that he must have signed not these but some other vouchers for an equal amount ; thus admitting that he signed vouchers without knowing what they were for.

In short, Mr. De has exercised, if he is to be believed, no care whatever in dealing with the funds entrusted to him ; and has constantly signed vouchers, the correctness of which he has taken no pains to ascertain. Such a person is, of course, unfitted for an office in which there is any responsibility for the expenditure of money.

But it is conceivable that there might be a bookworm or mere scholar, who, while a perfect simpleton in money matters, would be scrupulous in the choice and care of books, the more direct part of a Librarian's business. Here Mr. De has shown himself most culpably negligent. His explanation of one incident after another is, that the books in question were ordered without his knowledge. In the

case of the books with which he connects Mr. Chatterji's name, these, to the value of Rs. 900, and some of them bearing his own name, were added to the Library without his knowledge. In another case, books which he had rejected as not in good condition, were soon after purchased for the Library, of course without his knowledge.

Worse even than this kind of indifference to the interests of the Library, is the choice for it of grossly unsuitable books. Charged with having ordered a "very immodest book", Bloch's Sexual Ideas etc., Mr. De says he did not know the nature of the book. If it is true, that he persisted in repeating the order after being told that the book had been forbidden by Government, even this disgraceful explanation cannot be admitted. The book called "Flagellation" is described on its title-page in terms which shows that, however, contemptible, it was utterly unfit for the Library ; and the introduction of it was an insult to the dignity of the Institution. The collection of books about the Court and Mistresses of Napoleon, and the like, appear to me to be very undesirable ; and I think, from the titles, that many other books are such as ought never to have been ordered.

I consider, therefore that Mr. De must be held to have very grossly misused his office ; and to have shown not only incapacity for this particular office, but also a disregard of duty which deserves the severest condemnation.

R. S., Calcutta.

The explanation submitted by Mr. De may be divided into two parts, namely, (1), a preliminary part, extending over pages 1 to 10.—What he calls the "short previous

history", and (2), the substantial part which contains his answers to the charges framed against him. I shall deal first with the second part and record my conclusions upon the charges in the order mentioned in the charge sheet. I have examined the evidence in minute detail and the work has cost me much greater time and trouble than I had anticipated.

Charge No. 1.—The first charge is that the Librarian has not reported to the Government the fact of the embezzlement of various sums of money drawn in contingent bills from 1st April 1906 to 10th June 1908. The answer to the charge is to be found on page 17. The Librarian does not dispute that there has been embezzlement. He points out, however, that one of the contingent bills, dated 1st April 1906, refers to a time before he was appointed Librarian in February 1907. In so far as the other bills are concerned, they were drawn in his time, and he has no defence to make except that he was prevailed upon by two men in the office not to report the matter. Whether these two men did or did not prevail upon Mr. De to suppress the matter is of little consequence ; their statements upon the matter have not been taken, and I am not sure that if they were asked, they would not repudiate the suggestion made by Mr. De. In my view, it is idle for the Librarian to say that he was prevailed upon by two of his subordinates not to report this matter. His conduct is wholly indefensible. On the other hand, it has lent support to the imputation I have heard made that what is now described by Mr. De as the dishonesty of the late Head Clerk, Mr. D'Silva, was not quite unknown to Mr. De at that time, and that the Head

Clerk was driven to be dishonest because he had to finance Mr. De. Now that Mr. D'Silva is dead, it is easy for Mr. De to make this imputation upon his character and to profess ignorance. But I am not able, even in the most charitable view I can take of the matter, to justify the omission of Mr. De to report the matter to the Government, as he was in duty bound to do. He should, at any rate, have brought the matter to the notice of the President of the Council of the Library. Mr. De does not hesitate to throw the blame upon another dead man, Mr. Macfarlane, for the confidence the latter had reposed in Mr. D'Silva; but the obvious difference between the two cases is that Mr. Macfarlane, so far as I can judge, did not detect any dishonesty on the part of Mr. D'Silva, and the embezzlements mentioned took place, except one, after Mr. De had become Librarian; on the other hand, Mr. De, even when apprised of the embezzlements, omitted to report the matter to the President of the Council or the Government. On the whole, I consider the answer to this charge as wholly unsatisfactory, and in my opinion, Mr. De has been guilty of at least gross dereliction of duty, if of nothing more serious.

Charge No. 2.—The second charge is that Mr. De permitted the Contingent Register to be falsified in respect of four entries. His answer is to be found on page 18, and amounts in substance to this. That he accepted what was then represented to him by the staff. He professes ignorance in this matter, and charges Mahendra Nath Addy, one of the clerks, with having tampered with the Register in the interests of Cambray & Co. Mr. De adds that the dealings of Cambray & Co., as he subsequently discovered,

had not always been above board. I consider the explanation offered as wholly unsatisfactory, even if the allegations are accepted as true. Mr. De failed in his duty when he implicitly accepted what is obviously an insufficient explanation of a serious offence. His reliance upon the subordinate staff seems to have been extraordinary. But it is plain that his suggestion cannot be accepted as correct. The correspondence with Cambray & Co., was, at the time of enquiry, produced before the Council and shewn to Mr. De. He made no suggestion at the time that there was any collusion between the Clerk, Addy, and Cambray & Co. What he now states is an after-thought. He has invented it to escape liability. It would be interesting to know when Cambray & Co. were discovered by him to have been "not always above board" in their dealings with the Library. Why did Mr. De after the alleged discovery, enter into numerous transactions with Cambray & Co.? It will be in the recollection of the Council that Mr. De had placed numerous orders with Cambray & Co., even to the very time of his suspension. Certainly, the conduct of Mr. De does not appear consistent. So far as I know Cambray & Co. have an extensive business, and have large dealings with various departments of Government I have not yet heard that their dealings have not been above board. If Mr. De found them unsatisfactory, he ought not to have dealt with them. I cannot accept as true the suggestion that the tampering of the Register was due to any collusion, between the Clerk Addy and Cambray & Co. In this matter, as in many others, Mr. De has been guilty of gross negligence, and even when facts have come to his knowledge which shewed that

members of the subordinate staff were guilty of serious offences, he has passed over the incidents and has thereby failed in his duty as the head of an important public institution.

Charge No 3.—This charge is one of great gravity. It is to the effect that Mr. De has made purchases of several books from local second-hand book-sellers, and that he has sold them to the Imperial Library through his man, Babu Asvini Kumar Chatterji. His answer to the charge is to be found on page 16. I consider the answer to be wholly unsatisfactory. It will be remembered that at the time of the enquiry, several bills were found on the files, some of them for large sums, presented by Asvini Kumar Chatterji, for books sold. I put to Mr. De the question who this Asvini Kumar Chatterji was ; he pretended ignorance, though I had heard at the time—and I put this to him plainly—that he knew the man very well. Mr. De now admits (see page 13 of his answer) that Chatterji was one of his protégés. The present charge is that Chatterji sold these books to the Library on behalf of Mr. De for prices considerably higher than those charged by the book-sellers who furnished them. We have not been able to examine Chatterji, and I do not know that he will accept the character imputed to him by Mr. De. But if we accept for a moment the denial of Mr. De that the books were sold to the Library on his behalf our position is indisputable. Mr. De suggests that these books were not purchased by the Library when sent there for inspection by the book-sellers, because they were not in good condition. Under what circumstances, then, were they subsequently purchased from Chatterji ? It is easy for Mr. De to throw

the blame upon other persons who are not before us, but would this have been possible, if there had been the semblance of supervision on the part of the head of the Library ? On this charge, therefore, I cannot acquit Mr. De of culpable negligence. Whether there was anything behind, may be a matter for surmise only ; all that I can say is that the facts disclosed, as I have stated above, have hardly an innocent look.

Charge No. 4.—This charge is of a very serious character, namely, that Mr. De sold to the Library, through Purna Chandra Bagchi, three lots of books and received on his private account several sums of money. Here it is necessary to remember that when at the time of the enquiry before the Council bills were discovered for large sums in the name of Purna Chandra Bagchi, the question was put to Mr. De who this man was ; he professed complete ignorance. He now admits (see page 13 of his answer) that Bagchi like Chatterji has been one of his protégés. I had at the time very reliable information as to the relation in which Bagchi stood to Mr. De, and, but for what I knew of the value and accuracy of a denial of Mr. De, I would have been surprised at the ignorance he professed as to these two persons Chatterji and Bagchi. Now, it is not disputed that these books were sold to the Library by Bagchi for considerable sums. Where did Bagchi get all these books from ? He was not a book-seller ; he had never done business in that line. When Mr. De sanctioned the purchase of these books, did it ever strike him from where they came and how his friend Bagchi had procured them ? If the books were his own property, he would make no enquiry and the matter

could not come upon him as a surprise. On the other hand, if the books were the private property of Bagchi, surely Mr. De would have known about them and could have told us how they were procured by his protégé for the benefit of the Imperial Library. The answer given by Mr. De is, in my opinion, extremely unsatisfactory, and I do not think there is any room for reasonable doubt that the books were the property of Mr. De, and were sold to the Library on his account by Bagchi, notwithstanding his protest to the contrary. The character of the books also shews plainly—I think—that they were not such as could have been picked up by Bagchi in the Streets of Calcutta. Indeed, Mr. De has an extraordinary story to tell us as to the adventurous career of his two protégés, Chatterji and Bagchi, whom he has allowed to sell books to the Library for exorbitant prices. Some of the books sold by Chatterji and Bagchi shew on the face of them that they were the property of Mr. De. Mr. De explains that he had made a present of his books to a friend —N. C. Chatterji now in Burmah and beyond the reach of cross examination; N. C. Chatterji has fallen upon evil days and has very ungratefully sold off the books which find their way very conveniently into the Imperial Library of which Mr. De is the head. The coincidence is singular; but people may be forgiven if they refuse to believe this story and treat it as an invention, based upon no evidence. In my own mind, I feel no doubt that these two persons. Asvini Kumar Chatterji and Purna Chandra Bagchi, were employed by Mr. De to sell his books to the Imperial Library. The books were, in most instances, unsuitable, and in many cases, comparatively costly; the vendors were

men not in the book trade at all, and were the protégés of Mr. De, though at one stage he professed ignorance as to who they were. No doubt, he is now aware that conclusive evidence is available that they were his men, and hence deems it prudent to admit that they were his protégés, and then sets up a story to explain how books, which were undoubtedly his own, subsequently found their way into the Imperial Library without his knowledge. I think the circumstantial evidence is practically conclusive, and I have excluded from consideration the account book discovered by Mr. Chapman, which Mr. De describes in legal phraseology as "not kept in the regular course of business from day to day and balanced as an account book." Apart from that book, I hold that Mr. De has failed to meet the charge brought against him.

Charge No 5.—This charge is that Mr. De has bought books for the Library but not placed them there. This charge I consider to be serious, and the attempt to meet it has completely failed. Mr. De here again throws the blame upon a dead man who cannot defend himself, and suggests that the vouchers were smuggled into the office of the Comptroller India Treasuries. The theory is wholly untenable. In more than one instance, the book not in the Library is one of several items in a voucher; the less costly items are in the Library; the item or items for which an exorbitant sum has been spent are not in the Library. It is extremely unlikely that what Mr. De suggests should have actually taken place. It is, on the other hand, more likely that Mr. De never attended to these matters, and the only thing he can now do is to throw the blame on somebody else. It seems to me inconceivable

that the Librarian should pass bills for Rs. 95 and Rs. 55 for single items and yet have no recollection that he had ever seen the book or print. Mr. De, in this connection, is good enough to inform us that he has presented a copy of a Russian-English Vocabulary to Mrs. Ross. I am possibly obtuse, because I do not appreciate the bearing of this information on the charge under consideration. I only trust that Mr. De has not made a present of the missing books to himself or his friends. The answer given by Mr. De to this charge is, in my opinion, wholly futile, and even in the most lenient view of the case, he must be held guilty of gross negligence.

Charge No. 6.—This charge deals with breaches of the rules in the Civil Account Code. They are practically admitted, but the defence taken is that Mr. De followed Mr. Macfarlane and Dr. Ross. Neither of them is on trial, and Dr. Ross at any rate is able to take care of his own reputation. But it is patent to me that there has been a great deal of laxity for which Mr. De must be held responsible. It is not necessary to deal with this matter in further detail, as it is of minor importance in comparison with the graver charges already mentioned.

Charge No. 7.—This charge is admitted, and Mr. De does not and cannot upon the facts possibly dispute that, under the head of "Cart and Cooley hire" sums had been paid out on his authority and misapplied. The defence is that he left this matter to the Head Clerk, Saroje Mukherji. I decline to accept this explanation as true. An examination of the account books shews that, under the head "Cart and Cooley hire", sums were paid out repeatedly and systematically.

There are two remarkable features in connection with these payments, namely, first, that each payment is for a sum less than Rs. 10, so as to render a voucher unnecessary; this was so even though on the same date a sum very much in excess of Rs. 10 was paid out under the head of "Cooley hire"; and, secondly, that the payments, recurring week after week, are entered in the pages of the account books signed by Mr. De. No man in his senses could have believed that all these sums were needed for cooley hire and cart hire; the cooleys and the carts existed in imagination only. Unless Mr. De pretends—which he does not in this instance —that he signed the account books without even a look at the entries, it is impossible to believe that he was ignorant of this misappropriation of Government funds. I disbelieve his explanation, and I hold that the circumstantial evidence is conclusive that he sanctioned the expenditure of the money under the head of "cooley hire and cart hire" which were taken by some of his favourite clerks as extra allowance. But it is really immaterial whether he did this deliberately or not. The boundary line between deceit and gross negligence is very fine, indeed; if a man sanctions expenditure of money, absolutely oblivious of the purpose for which it is to be applied and it is misapplied, the result is the same as if he had sanctioned the expenditure for a wholly unauthorised purpose. I consider this particular charge as fully established.

Charge No. 8.—This charge is that Mr. De sanctioned unauthorised expenditure in the shape of conveyance hire for his Private Secretary. The answer is at page 22. Mr. De apparently has no recollection of the occasion, and a

definite conclusion is hardly possible. But the general laxity in the management of the whole institution by Mr. De has gone to such a length that one would not be surprised if it was proved that Mr. De had spent Government money in conveyance hire for his Private Secretary. If an officer of the status of the Librarian indulges in the luxury of a Private Secretary, incidents like these are likely to happen.

Charge No. 9.—The answer to this charge is to be found at page 19. Mr. De has apparently no recollection of the matter. Here, again, as appeared at the enquiry held by us, the management was so lax that an untrue certificate might easily have been given by Mr. De. The answers we elicited from Mr. De indicated that these certificates were given by him as mere matters of form, and it is not a matter for surprise if in any particular instances, as in those mentioned in the charge, the vouchers were not attached and the certificate was found to be untrue.

Charge No 10.—The charge is that he spent Library money in cablegrams to Japan and London for the purchase of books for himself. I consider the answer to be unsatisfactory. It is patent that Mr. De sent these cablegrams with Government money, and subsequently changed his mind as to whether the books were to be taken by himself or kept in the Library. This well illustrates the reckless and speculative purchases of books for the Library by Mr. De. In my opinion, in one of the instances Mr. De has spent Government money for his own purpose. In the other two instances, to put the matter very mildly, the money spent in cablegram has produced no good to the Library, as the books cabled for were not purchased. We have only the assertion of

Mr. De that in these two instances the cablegrams had been sent on behalf of the Library ; it is quite possible that they were sent for his own benefit. I consider the answer to be very unsatisfactory.

Charge No 11.—The answer is to be found at page 23. Mr. De denies that he has ever sold any books to the Library or that they were with his knowledge left unstamped. The first point I have already considered. As regards the second point, it merely furnishes another illustration of the general laxity and want of supervision on the part of Mr. De.

Charge No. 12.—The answer to this charge is to be found on page 23. Mr. De denies that the books condemned by the Council were unsuitable. Upon this point, the assertion of Mr. De is valueless, but one or two instances may be deemed interesting. Mr. De maintains that the books on Oscan and Umbrian Philology were purchased for University students. As a matter of fact, there were none such in existence. The University has now discovered how Mr. De dealt with that body in this very matter. It has now been found that Mr. De used to induce isolated students to apply for examination in obscure subjects, to assure them that he would himself be their examiner and pass them, and then to get himself appointed as the University Examiner. The game, there is reason to suppose, succeeded in one instance, but it failed in the case of Oscan and Umbrian ; the misguided candidate applied to be examined in Oscan and Umbrian, and he discovered to his dismay that we did not appoint Mr. De as the Examiner. Mr. De had just before that time been "found out" by the University—as the candidate did not know a word of Oscan and Umbrian and would thus have no

chance with any Examiner other than Mr. De, he thought that discretion was the better part of valour and disappeared from the examination hall—apparently the Oscan and Umbrian books in the Imperial Library had not been of much assistance to him. Another book to which exception has been taken by the Council as unsuitable is Bloch's Sexual Life of our time. Mr. De has got an explanation ready—the book was suggested for purchase by the late Dr. Theodore Bloch, who, Mr. De asserts, was a relative of the author. Fortunately for Mr. De, Dr. Theodore Bloch is dead, and it is very convenient for Mr. De to throw the responsibility on him. In view of what I know of another attempt by Mr. De in the University to throw upon Dr. Bloch, the blame for a grossly fraudulent act, for which Mr. De himself was responsible, I am not prepared to accept the present version as genuine. One does not feel much admiration for a man who repeatedly attempts to throw the blame upon dead men who cannot defend themselves. But whether or not Dr. Bloch recommended the purchase of the book, the responsibility for the purchase rests with Mr. De; and in these, as in numerous other instances which the Council had previously investigated, the purchases made for the Library by Mr. De have been of the most unsuitable character, and large sums of money have been systematically wasted. Nor can I attach any weight to the assertion of Mr. De that the Head Clerk, Saroje Mukherji, took out confidential books without his knowledge. The relationship between the two men is well known, and the plea of ignorance cannot carry much weight. In respect of the other charges as to the delay in the cataloguing of books and other similar matters, Mr. De

has no answer to give. Everything was lax, as there was no supervision, and this was part of the general scheme.

Charge No. 13.—This is a serious charge, and relates to the purchase of a set of Greek books from Bernard Quaritch for £ 21. Mr. De has practically no answer to give. He pretends that he had authority to buy it, though the cost of the set was much in excess of Rs. 100. Apart from this, however, the set was wholly unsuitable for the Library. The freight was paid out of the Library fund. After the arrival of the books, Mr. De could not decide whether he would keep them himself or put them in the Library. Many months elapsed ; the book-seller was not paid ; the bills he presented were unheeded ; the books remained unstamped ; and it was not till the matter was discovered by me, that the Council first came to hear of it. If the books had disappeared from the Library, no one would ever have heard anything about them, and as the payment wes deliberately delayed for many months, it would have been impossible to trace any connection between the payment and the particular set purchased. It is not necessary for me to speculate as to the possible motive of Mr. De in this matter. I can only describe this state of things as scandalous.

Charge No. 14.—The answer is to be found at page 26. In so far as items (a) to (e) are concerned, I have already dealt with them. In so far as item (f) is concerned, the matter was fully investigated by the Council in the presence of Mr. De. There can be no doubt that the Clerk was enabled to purchase, on behalf of the Library, at public auction sale, which he had been directed to attend selected books, and then send them to the Library in the name of

his brother at extortionate prices—through the negligence of Mr. De. In this matter he does not appear to have exercised any control, and he appears to have passed bills for purchase of books totally regardless of their price, their condition and character, and without any enquiry as to the persons who offered them for sale.

This concludes my examination of the answers by Mr. De to the charges brought against him. I shall now proceed to examine the introductory part of his statement. The substance of that part is that he placed implicit reliance upon the Head Clerk Saroje Mukherji, because he produced a certificate of character from me. The insinuation is that but for this certificate of character he would not have placed implicit confidence on that man : (see pages 3, 4, 11, 22 and other passages which I have marked in Mr. De's statement). The suggestion made by Mr. De is dishonest and is the most audacious I have seen in my experience as a member of the legal profession. Mr. De admits in one place (see page 4) that he had known Sarojendra Mukherji from his early student days. I never knew Sarojendra Mukherji *till he was introduced to me by Mr. De himself as his most intimate friend.* I cannot now recollect the period when Mr. De for the first time brought Sarojendra to me, but it was possibly in 1907 or 1908. Excepting on one occasion which I shall presently mention, I have never seen Sarojendra except in the company of Mr. De. After I had known Sarojendra for a short time, as the friend of Mr. De, Mr. De pressed me for a certificate so that Sarojendra might secure an appointment. I relied solely on the assurance of Mr. De and gave the certificate which Mr. De has now produced. For Mr. De

now to allege that he trusted Sarojendra because of this testimonial is grossly fraudulent conduct. I do not care to enquire whether Mr. De at the time knew Śarojendra to be dishonest, and concealed the fact from me. It is at any rate clear that Mr. De's trust in Sarojendra could not have been affected one way or the other by means of my testimonial which Mr. De procured and which, Mr. De knows very well, was given upon his assurance alone. At that time Mr. De was a member of the University, and I naturally considered him an honourable and reliable man. I, therefore, did not hesitate to accept his assurance that Sarojendra was a man of good character, especially as he described him as the "friend of his student days". Since then, we have of course discovered in the University the true character of Mr. De, and I explained at the time to Sir Edward Baker, Sir Harvey Adamson and Sir Harold Stuart the details of the fraud Mr. De had committed in the University, how he had forged the marks and passed a candidate who had failed, how he had conducted, contrary to the regulations, the Studentship Examination so as to enable a friend of his to obtain the prize, and other instances. I need hardly say that if I had known in 1908 what I now know of Mr. De, I would never have trusted his word and given the testimonial to Sarojendra. But for Mr. De now to pretend that he relied upon this testimonial and was misled, is the most audacious attempt to make out a false defence that I have ever seen.

Mr. De in another place quotes a letter from Sarojendra to himself, in which Sarojendra professes to set out a conversation with me. The letter, it will be observed, is not dated, but it indicates another attempt on the part of

Mr. De to make out a false defence. Immediately after Sarojendra had been dismissed by us, he came one evening to my house and begged for an interview. I resolutely declined to see him ; he was insistent to such an extent that I suspected that he must have been sent by Mr. De to find out from me, if possible, what our intentions were with regard to Mr. De himself. I declined to give any information to Sarojendra or to hold out to him any hope of reinstatement, and summarily dismissed him. I mentioned this incident to Dr. Ross immediately after, when I met him. Mr. De now produces a letter from Sarojendra, "the friend of his school days" purporting to give an account of the interview with me. The letter has been manufactured for the occasion at the instance of Mr. De, and the statements in it are materially false and misleading. I am now fully convinced of the truth of the suspicion I entertained at the time that Sarojendra had been sent as a spy by Mr. De. Mr. De pretends that there is now great enmity between him and Sarojendra. I have ascertained from the most reliable sources that they are still on terms of the closest intimacy, and that this enmity is a prentence. I can only characterise this part of the defence as disingenuous.

Mr. De in another part of his reply attacks me for the part which I took in the enquiry. Whether there was anything improper in my conduct, can be judged by my colleagues. Mr. De also charges me and Mr. Earle and Dr. Ross with rudeness. For myself, 1 can only say that I have been most considerate and merciful to him, which he has no doubt taken as a sign of weakness on my part. He also complains of the visit we paid to the Library in the second week of

January. Before I could send my note to the President explaining the circumstances under which that visit took place, Mr. De had gone and lodged his complaint. I shall concede that he has a grievance to this extent, that if we had not gone down to the Library on that date, evidence could have been made to disappear. I had very reliable information that arrangements were in progress for destruction of the evidence by Mr. De and his subordinates; as a matter of fact, one very important piece of evidence has disappeared, and I have reason to believe that it was taken off the file even while we three were holding an investigation in the Library room. This business has been no pleasure to me; to condemn a man (whether of incompetence or of dishonesty) whom I had materially assisted to get appointed as Imperial Librarian is no pleasure to me, but I would fail in my duty if I did not speak out plainly what we have found out about Mr. De in the Imperial Library and what unfortunately we have also found in his conduct in the University.

There are other statements in Mr. De's reply which are certainly misleading. He observes in one place that one of the salient features of the meetings of enquiry was that he was practically excluded from them. This is hardly a correct version of what took place. Except when we *discussed* about Mr. De, he was present when the members of the staff were examined, and his utter helplessness was one of the most striking features of the situation. Mr. De professes ignorance of the state of affairs in his office, "devoted as he has been to his studies and researches." I am afraid the examination of the materials available indicates

that the position is something more serious than that of negligence on the part of the Librarian.

There is one extraordinary paragraph in the reply, to which a brief reference is necessary. Mr. De refers to the incident about the Electric lights. He imagines that the members of Council were in a state of temporary terror. I hope some one will give him the assurance that he is very much mistaken. The members of the Council were in no hurry, and they were certainly not frightened. These, however, are mere subordinate matters, upon which Mr. De has dwelt at length to confuse the issues. There is one point, however, worthy of mention. Mr. De complains that he had not sufficient opportunity given him to explain all that has taken place. But the reply bears internal evidence of the hand of the lawyer, and I have ascertained that it has been very carefully prepard by at least one experienced member of the legal profession. The facts, however distorted they may be, are there, and the conclusion seems to me to be irresistible that Mr. De by his past conduct has proved himself wholly unworthy of the position of Librarian Since the charges were framed, other incidents have been discovered, and if the Government of India desires a thorough and sifting enquiry into the past management of the Library, I am quite willing to share along with my colleagues the labours of an enquiry. But we must be authorised in that event to examine Mr. De and his witnesses, even though they have to be brought from Burmah ; and I feel almost confident that Mr. De will not like the prospect of what he calls a "severe cross examination" by me.

The 30th June, 1911. ASUTOSH MUKERJEE.

The Council is, in my opinion, much indebted to the Honourable Mr. Justice Mukherji for the care with which he has examined this case. I agree with the conclusions at which he has arrived, and am quite satisfied that Mr. De was, if not actually dishonest—of which I have but little moral doubt—so grossly negligent as to be totally unfit for retention in Government Service. He should be, in my opinion, summarily dismissed. Mr. De's shameful attempt to try and turn the tables on Dr. Mukherji in connection with Sarojendra Mukherji and his attacks on dead men are typical of what a man in dire straits comes to. His remarks as regards the members of the Council being frightened because the electric light was turned out when they were making an enquiry at the Library is merely, of course, impertinent nonsense.

The 10th July 1911. A. EARLE.

P.S.—I may add that this is not a case in which, in my opinion, a criminal prosecution would be advisable.

The 10th July, 1911. A. EARLE.

We are indeed highly indebted to Dr. Mukherjee. I agree with and have nothing to add to his and Mr. Earle's notes.

The 10th July 1911. E. DENISON ROSS.

পরিশিষ্ট—৫

P.O. Deccan Gymkhana
Poona 4 ; India.
May 8, 1965.

Dear Shri Bandyopadhyay,

As I tried to make clear in my previous letter, I know nothing of Harinath De's career except what I gathered from my parents' reminiscences. Father was always of the opinion that HD threw away all his immense potential by dissipation, particularly by addiction to drink. To the best of my knowledge, HD has added nothing to mankind's store of knowledge, nor left any original work of value in linguistics. Naturally, your knowledge would be deeper than mine here, but I hope that, subject to the limitations of a normal biography, you will make your work into a character study, and show how much could have been done that was left undone, because of that one fatal flow, lack of self-control. There is no point in praising HD for what he did not do and never even tried to do. Every language test he took (and always passed so brilliantly) added a certain amount automatically to his salary ; so far as I know, the matter ended there, and when he died, he did not even leave his mother well off, in spite of an income that was sumptuous by the standards of his day,

I hope you will excuse my speaking so bluntly, but then I have to be careful not to give you the wrong impression by undiluted praise.···

Yours sincerely,
D. D. Kosambi

P. & O. Buildings, Nicholson Road,
Delhi-6. (India)
October 29, 1966

Dear Mr. Banerjee,

Thank you very much for your letter of the 26th, which I got the day before yesterday. Please forgive the delay in replying—which is due to the fact that I wanted to collect my ideas about a personality to whom I had not given thought for many years. Now that your letter brings back H. N. D. to my mind, all my feelings and questions about him come back to my mind.

He died, so far as I remember, in 1910 [actually, 1911], when I was in Class VII. He was a hero and a legend to us even then, and I remember the indignation we (including one of our teachers) felt when the school was not closed for his death. But we really knew very little that was concrete about his personality and work. Our knowledge was of the vaguest. Now I consider the poem which Satyen Datta wrote about him to be both unconvincing and shallow, if not actually foolish. It is typical Bengali gush.

But I am very glad that someone has taken him up as a subject of research, for H. N. D. did represent a facet of the Bengali culture of the 19th and early 20th century which has not had *much*, or for the matter of that, *any* attention given to it. Like Brajen Seal's, his personality was an expression of the new Bengali interest in scholarship.

I have often wondered, not having gone deeply into the question, what exactly was H. N. D.'s status as a scholar. There is, first, the technical question of his linguistic com-

petence to be considered. If he was a scholar, he was one, above all, as a linguist. But to be merely a polyglot does not make one a good scholar in any language. Linguistic competence is one of the most difficult to acquire, and perhaps you know that though Benjamin Jowett is the most famous English translator of Plato, he is not regarded as a great scholar in Greek....

Anyhow, H. N. D.'s linguistic culture, whether of high technical competence or not, might be approached from another point of view altogether : that is, as an element contributing to an individual personality. That was the Renaissance approach to linguistic pursuits, which made the Humanists and their admirers call their studies *litterae humaniores* (the *more human* letters)—that is to say, a pursuit which makes a man more of a man in Pico della Mirandola's sense. The men who went to the grammarian's funeral did not bother much whether he was sound as such. He was a man of a particular type—that was enough. We Bengalis certainly regarded our linguists as such.

This brings me up against H. N. D.'s personality. I have not been able to form any clear idea of what it was, though I have thought over the question. I have no facts to go on beyond what was known by report to all of us However, I set down my vague ideas for what they are worth.

H. N. D. was certainly no scholar in the ninteenth-century meaning of the word, which came into vogue after the emergence of the formidable German scholarship. He is not to be included in the class to which Mommsen, Wilamowitz-Moellendorf, Harnack, or Eduard Meyer belonged. He was not also a scholar of the type that went before, that is, the

type which obtained from the 17th to the 18th century after the tradition of the Benedictines. One evening Professor I. A. Richards was dining in my house, and he asked me which I considered to be the greatest age of scholarship. I had no hesitation in saying that it was the 17th century, bearing, of course, Mabillon in mind above everybody else. He agreed. It was scholars like him who created the tradition of which Tillemont was the most distinguished representative in the 18th century, and of whom Gibbon has said that his accuracy amounted to genius.

Actually, to my thinking, H. N. D. belongs to an earlier tradition of scholarship, the Humanistic. Had he lived longer, and if he had the proper amount of vitality—a large assumption for a Bengali—who knows but that he might not have become something like an Erasmus or a Holberg ? In this tradition, the scholar as an individual was of much greater importance than his knowledge. The moral of it all is that if you want to place H. N. D. as a scholar you will have to know, if you do not know something already, a good deal about European scholarship. It is no use refurbishing a Bengali myth or legend.

But, then, the Bengali element will also have to be appraised and analysed. This will mean that you will have to consider, along with H. N. D., the adoption and adaptation of the European tradition of scholarship by us Bengalis. This in itself will be a valuable line of inquiry. The Bengali character and temperament certainly entered into the process of assimilation and transformation.

Even at the risk of being unjust to H. N. D. I must say that I have a feeling that Bengali weaknesses were as much

present in his scholarship as Bengali strength. As soon as I acquired enough judgement about personalities (and scholarship as well), I began to have my doubts whether H. N. D.'s scholarship was wholly sound in fact and in spirit. I leave the question open, though, for I do not know enough.

In any case, there was a good deal of weakness. We heard that he was heartbroken at the treatment he received because he had failed in administration. For his disgrace, such as it was, we heard that Sir Ashutosh Mukherji was responsible. We also heard another story that behind Sir Ashutosh was Sir E. Denison Ross. A silly story attributed Denison Ross's dislike for H. N. D. to jealousy—it was said that Lady Ross had fallen in love with H. N. D. This must have been a sheer invention, like Lord Kitchener's having a love affair with Lady Curzon. Lady Ross was most devoted to her husband.

I would attribute Ross's antipathy to a certain pretentiousness he might have found in H. N. D. We Bengalis do not carry any accomplishments we have very lightly. Besides, Sir Denison Ross was no very great scholar himself except perhaps in Turkish. But he was a man of the world, kept a good table, and was intimate with Lord Curzon. He would naturally not like to have a puny Bengali set up as a sort of foil to him in Calcutta....

I am afraid I have inflicted a long letter on you on your own subject without knowing anything about it. Try to forgive the impertinence because my entire motive has been to bring to your notice the factors which are relevant to your inquiry.

With all good wishes for your success in your researches,

Yours sincerely,

Nirad C. Chaudhuri

D-35, Hauz Khas,
New Delhi-16.
Dated the 11th September, 1967

Dear Mr. Banerjee,

I am extremely sorry—nay ashamed, that I have taken an unconscionably long time in replying to your kind letter dated Calcutta, the 2nd/5th June, 1967. This apparently inexcusable delay is due to various pre-occupations and, to be quite frank, also partly to a mental lapse.

I do not know whether at this rather late stage my reply is going to be of any use to you or not. In any case, I am recording here what I have heard about the late Mr. Harinath De from sources which are more or less unimpeachable. One of the secrets of his phenomenal capacity for learning languages was that while he took up the study of a language, he used to live more or less in the company of natives. For example, while acquiring Chinese, his house-hold became a miniature China Town in that the servants, the cook and all the menials were Chinese citizens. According to my information, he had almost got the post of a Librarian of the Imperial University of Moscow, the only snag being that his Russian at that stage was not of the required standard. The late Prof. Jagannath Prasad of Chhapra who taught Sanskrit for a number of years in Government Patna College, Patna once remarked in the Profersors' Room that he remembered as a child having met the late Mr. Harinath De in a company somewhere in Chhapra and everybody including he himself was struck by the flawless and fluent Chhapra dialect which he spoke.

With kind regards,

Yours sincerely,
P. N. Banerjea

১৮/৫৬ ডোভার লেন
কলিকাতা ২৯
২৮. ২. '৭০
২৩. ৩.

প্রীতিভাজনেষু—

গত তিন বৎসর যাবৎ যে ক'টি পত্র আপনি আমাকে লিখেছেন সেগুলি সবই এবং আপনার মূল্যবান নিবন্ধ "ভাষা-পথিক আচার্য হরিনাথ দে" আমি যথা যথা সময়ে পেয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উপর্যুপরি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দুর্বিপাক ও দুর্ভোগের দরুণ আমি এ পর্যন্ত কোনো চিঠিরই উত্তর দিতে বা নিবন্ধটির প্রাপ্তিস্বীকার করতে পারিনি। এ জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুন্ঠিত বোধ করছি। অনুরোধ করি আপনি নিজগুণে আমার ত্রুটি মার্জনা করবেন। বর্তমানে damaged heart ও দু' চোখে ছানি নিয়ে এই চিঠিটি লিখছি।

আট বৎসর মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত নিরলস পরিশ্রমের পর আচার্য হরিনাথ দে সম্বন্ধে আপনার গ্রন্থখানি সম্পন্ন হয়েছে জেনে যে কী আনন্দ হলো তা' বলতে পারছি না। বাংলার সারস্বত-সাধনায় আপনার এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান অবদান। আত্মবিস্মৃত বাঙালীকে বইখানি স্মরণ করিয়ে দেবে কী এক ক্ষণজন্মা প্রতিভাধরের আবির্ভাব এদেশে ঘটেছিলো নিকট অতীতে। পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্দিনে এইরূপ একটি inspiring গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিলো। এ'রপর—আপনার কাছে আমার এই একান্ত অনুরোধ—বইখানিকে আপনি ইংরাজিতে ভাষান্তরিত করুন যা'তে আচার্য হরিনাথ দে'র বিস্ময়কর প্রতিভার কথা সারা ভারতের তথা বিদেশের বিদগ্ধসমাজ জানতে পারে।

Miss Gilbert কি আপনাকে কোনো তথ্যাদি পাঠিয়েছিলেন?

Cambridgeএ Latin verse লিখে হরিনাথ দে'র প্রাইজ্-প্রাপ্তি সম্বন্ধে যে চিঠিটি আপনি C. U. Magazineএ আবিষ্কার করেছেন তা'র লেখক কি মনে হয় কোনো বাঙ্গালী (বা ভারতীয়) না কোনো সাহেব? ঐ পত্রিকায় হরিনাথ দে'র মৃত্যুর পর যে articleটি বেরিয়েছিলো (যা' থেকে আপনি আপনার নিবন্ধে উদ্ধৃতি দিয়েছেন) সেই articleটির লেখক A. Ghoshই (অঘোরনাথ ঘোষ?) বা কে?

Imperial Libraryর গ্রন্থাগারিক-পদের জন্য হরিনাথ দে'র আবেদন-পত্রের

সাথে যে সব testimonials দেওয়া আছে তা'র মধ্যে C. H. Tawneyর দেওয়া কোনো testimonial আছে ? পরলোকগত অধ্যাপক ৺প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কাছে শুনেছিলুম যে হরিনাথ দে'কে Tawney যে testimonial দিয়েছিলেন তা'তে লেখা ছিলো যে যখন Tawney সাহেব শুনলেন যে হরিনাথ Classical Triposএ first class পেয়েছেন তখন তিনি মোটেই বিস্মিত হননি। কারণ Calcutta Universityর M. A. পরীক্ষায় Latin ও Greekএ হরিনাথ দে'র উত্তরপত্র তিনি পরীক্ষা করেছিলেন।

Presidency Collegeএ হরিনাথ দে'র অধ্যাপনার তারিখ যা' Centenary Volumeএ দেওয়া আছে তা' Presidency College Register (১৯২৭ এ প্রকাশিত) থেকে নেওয়া। Presidency College Register যদি দেখতে চান, একদিন Presidency College Arts Libraryতে গিয়ে Librarianকে বলবেন Presidency College Registerএর একটা Library copy আপনাকে দেখাতে।

Palgraveএর "Golden Treasury Book IV"এর ওপর আচার্য হরিনাথ দে'র সুবিখ্যাত Notesএর প্রথম সংস্করণ, যা'র কথা আপনি লিখেছেন, সেটি আমার কাছে বা ডঃ শৈলেন সেনের কাছে নেই। সেটি আছে Presidency College Arts Libraryর M. Ghose Collectionএর দ্বিতীয় আলমারির সর্বনিম্ন shelfএ (শেষ বই)। বইটির সঙ্গে আমার লেখা একটি পরিচয়-পত্র জড়ানো আছে। এই সঙ্গে Librarianকে লিখে দিলুম : ঐ কাগজটি তাঁ'কে দেখালে তিনি বইখানি আপনাকে দেখাবেন। Presidency College Library খোলা থাকে week-daysএ ১০টা থেকে ৫টা ; শনিবার ১০টা থেকে ২৷৹টা।

এই বইটি ৺প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কাছ থেকে পাওয়া নয়। এ'টির প্রাপ্তির কাহিনী এই। বছর বাইশ আগে একদিন Presidency Collegeএ Senior Professor of Englishএর ঘরে পরলোকগত অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের কতকগুলি কীটদষ্ট পরিত্যক্ত বই আমি ঘেঁটে দেখছিলুম। ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ এই বইটিকে পেলুম—Palgrave's "Golden Treasury" Book IVএর ওপর হরিনাথ দে'র Notes—তখন সবে বেরিয়েছে এবং ঐ কপিটি হরিনাথ দে মনোমোহন ঘোষকে উপহার দিচ্ছেন। মলাটের ওপর হরিনাথ দে'র স্বহস্তলিখিত মনোমোহন ঘোষকে উপহার-লিপি ;

স্বাক্ষর ও তারিখ আছে। Title-pageএ আছে হরিনাথ দে'র হস্তাক্ষরে একটি খুব happy Latin quotation—কবি Catullus থেকে।

আপনার বইয়ে হরিনাথ দে'র হস্তাক্ষরের কোনো প্রতিলিপি কি দিচ্ছেন বা দেওয়ার অভিপ্রায় আছে? যদি দেন এবং অন্য কিছু নমুনা যদি না পেয়ে থাকেন, তা'হলে এই বইটি থেকে photostat করিয়ে নিতে পারেন।

হরিনাথ দের এই Golden Treasuryর ওপর Notesএর বিস্ময়কর feature হলো বিভিন্ন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষার সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত parallel passages.

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ৺প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আচার্য হরিনাথ দে'র great admirer ছিলেন এবং তাঁ'র ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। হরিনাথ দে'র phenomenal genius সম্বন্ধে তিনি মাঝে মাঝে বলতেন; একদিন বললেন, "তারক, সে কী আর বলবো? মনে করলে চোখে জল আসে।" তাঁর কাছে হরিনাথ দে সম্বন্ধে কতকগুলি বিস্ময়কর কাহিনী শুনেছি। কয়েকটি কাহিনী আপনার জ্ঞাতার্থে এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

(ক)

একদিন অপরাহ্ণে প্রেসিডেন্সি কলেজে ক্লাস নিয়ে হরিনাথ দে তালতলায় তাঁ'র বাড়ীতে ফিরছেন। হেঁটেই ফিরছেন। Wellington Squareএর কাছে দেখেন এক জায়গায় বেশ ভীড় জমেছে (অধিকাংশ মুসলমান) এবং ভীড়ের মাঝখানে একজন লোক অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। একটু শুনেই তিনি বুঝতে পারলেন লোকটি আরবী ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছে। আর একটু শুনে তিনি দেখলেন সর্বনাশ! লোকটি সেই মুসলমানদের ভীড়ে Prophet of Islamকে তীব্র আক্রমণ করে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। আরও খানিকটা শুনে তিনি বুঝলেন লোকটি Coptic Christian। এই Coptic Christiansরা Egypt ও Abyssinia অঞ্চলের একটি সুপ্রাচীন Christian সম্প্রদায়। একসময়ে আরবরা এদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করেছিলো। সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিতে উত্তপ্তমস্তিষ্ক এই লোকটি মুসলমান পাড়ায় (ইংরেজ আমলে ঐ অঞ্চলে এখনকার চেয়ে অনেক বেশী মুসলমান থাকতো—১৯৪৭এর দেশবিভাগের পর সংখ্যা কিছু কমে গেছে) মুসলমান জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা'দের Prophetকে গালাগাল দিচ্ছে! সৌভাগ্যক্রমে শ্রোতাদের কেউই আরবী জানেনা; বক্তৃতার

একবর্ণও তা'রা বুঝছে না—একটু বুঝতে পারলে তা'কে ছিঁড়ে ফেলতো; তা'রা লোকটাকে পাগল মনে করে মজা দেখছে। হরিনাথ দে তখন এগিয়ে গিয়ে লোকটির সঙ্গে আরবীতে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন এবং তা'কে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। এই লোকটিকে তিনি বেশ কিছুদিন আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন। এ'র কাছে তিনি Coptic ভাষা শিখতে লাগলেন এবং বলা বাহুল্য, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি Coptic ভাষা আয়ত্ত করে ফেললেন।

(খ)

অধ্যাপক ঘোষ তখন সবে অধ্যাপনা শুরু করেছেন—Ripon Collegeএ (১৯০৫-০৬)। একদিন একটা বইয়ে একটি Latin verse passageএর উদ্ধৃতি পেলেন। Latin তিনি জানতেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এই passageটির মানে তিনি কিছুতেই বা'র করতে পারলেন না। তখন চলে এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে হরিনাথ দে'র সন্ধানে। তিনি যখন Main Buildingএর দোতলায় Professors' Roomএ পৌঁছেছেন হরিনাথ দে ঠিক তখনই ক্লাসে যাচ্ছেন। অধ্যাপক ঘোষকে অবশ্যই তিনি জানতেন ও বিশেষ স্নেহ করতেন। কী প্রয়োজন শুনে তিনি বললেন: "আমার তো এখন দাঁড়াবার সময় নেই। তুমি বরং এক কাজ করো। ঐখানে ঐ মনোমোহন ঘোষ বসে আছেন; ওঁর এখন ক্লাস নেই; তুমি ওঁকে passageটি দেখাও।" এই বলে তিনি ক্লাসে চলে গেলেন। মনোমোহন ঘোষও Classicsএর লোক; Oxfordএ Classicsএর degree তিনি নিয়েছিলেন। প্রায় একঘণ্টা চেষ্টা করেও তিনি passageটির অর্থভেদ করতে পারলেন না: কবির নামও বলতে পারলেন না। ইতিমধ্যে ঘণ্টা বেজে গেলো; মনোমোহন ঘোষ উঠলেন ক্লাসে যাবার জন্য; হরিনাথ দে ক্লাস থেকে ফিরে এলেন। অধ্যাপক ঘোষকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন অনুবাদ পাওয়া গেছে কিনা। 'না' উত্তর শুনে তিনি বললেন "একটু দাঁড়াও।" তা'রপর registerটি রেখে একটি cigar ধরালেন ও অধ্যাপক ঘোষকে নিয়ে তাঁ'র ঘরে গেলেন। ঘরে ঢুকে একটি চেয়ারে বসেই বললেন "কই, দেখি, দাও তো।" passageটি পাওয়ামাত্র দেখেই বলে উঠলেন "ও! এতো দেখছি অমুক কবির।" (অধ্যাপক ঘোষ কবির নামটি আমাকে বলেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, তখন আমার স্মৃতিশক্তি অনেক ভালো

ছিলো, নামটি লিখে রাখবার প্রয়োজন বোধ করিনি। এখন কিছুতেই নামটি স্মরণ করতে পারছি না। শুধু এইটুকু মনে আছে কবি হলেন Latin সাহিত্যের SilverAgeএর লোক ; তখন Latin কাব্যে অবক্ষয়ের যুগ ; লেখকরা কাবত্ব দেখাতে না পেরে ভাষার কসরৎ দেখাতে শুরু করেছেন ; সেই কারণে passageটির অর্থ করা যাচ্ছিলো না)। তা'রপর হরিনাথ দে বললেন "কি চাই ? Translation ? আচ্ছা, লিখে নাও।" এই বলে তিনি গড়্গড়্ করে ইংরাজী অনুবাদ বলে চললেন। একটু লিখেই অধ্যাপক ঘোষ দেখলেন হরিনাথ দে সেই দুরূহ Latin verseএর অনুবাদ করে চলেছেন English verseএ, এবং এত ক্ষিপ্রগতিতে যে তাঁ'কে বলতে হলো "স্যার্, একটু আস্তে বলুন !"

(গ)

আর একদিনের কথা। অধ্যাপক ঘোষ তখনও রিপন কলেজে। একটি Latin verse-passage পেয়েছেন যা'র মানে তিনি করতে পেরেছেন, কিন্তু লেখক কে জানেন না। জানবার বিশেষ কৌতূহল হলো। আবার চল্লেন Presidency Collegeএ। এবারও একতলা থেকে দোতলায় ঠিক যেমন উঠেছেন দেখেন হরিনাথ দে register ও বইপত্র নিয়ে ক্লাসে চলেছেন। অধ্যাপক ঘোষকে দেখে বলে উঠলেন "কি চাই ?" অধ্যাপক ঘোষ passageটি দেখিয়ে author কে জানতে চাইলেন। হরিনাথ দে passageএ একবার একটু চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন "দেখো, metre দেখে মনে হচ্ছে Ovid। তুমি এক কাজ করো—লাইব্রেরিতে গিয়ে Ovidএর Works খুলে দেখো।" এই বলে তিনি ক্লাসে চলে গেলেন। অধ্যাপক ঘোষ তখন একতলায় নেমে এসে লাইব্রেরিতে গিয়ে Ovidএর Latin Works বা'র করে পাতা উল্টে যেতে লাগলেন এবং পাতা উল্টোতে উল্টোতে ঠিক এক জায়গায় passage-টিকে পেয়ে গেলেন !

(ঘ)

হরিনাথ দে পালিতে এম্-এ পরীক্ষা দিচ্ছেন (বিলেত থেকে ফিরে এসে), ১৯০৬। একদিন একটি পত্রের পরীক্ষার পর তিনি তদানীন্তন Registrar স্বনামখ্যাত Bruhl সাহেবের ঘরে ঢুকে বললেন "Bruhl ! আজকের যে paperটির পরীক্ষা হলো তা'র অমুক নং প্রশ্নের আমি যে উত্তর লিখেছি

তা'র একটা copy যেন আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।" একজন পরীক্ষার্থীর পক্ষে এক অপূর্ব অনুরোধ! এই অনুরোধের কারণ? ঐ প্রশ্নে কয়েকটি পালি verse-passages দেওয়া হয়েছিলো ইংরাজিতে অনুবাদের জন্য। পরীক্ষার হলে বসে হরিনাথ দে passagesগুলি English verseএ রূপান্তরিত করেছিলেন!

(ঙ)

১৯০৭এ অধ্যাপক ঘোষ Bengal Civil Serviceএ nominated হন। মাত্র এক বৎসর তিনি ঐ Serviceএ ছিলেন; August ১৯০৮এ তিনি আবার teaching lineএ ফিরে আসেন (প্রেসিডেন্সি কলেজে)। Bengal Civil Serviceএ তাঁ'র প্রথম (ও শেষ) posting হয় হাওড়ায় Deputy Magistrate হিসাবে। ঐ সময়ে Howrahর District Magistrate ছিলেন Cook নামে একজন সাহেব। ইনি ছিলেন তখনকার দিনের একজন typical I .C. S. সাহেব—উদ্ধতস্বভাব ও রুক্ষমেজাজ। কিন্তু এঁ'র একটি গুণ ছিলো—লোকটি লেখাপড়া জানতেন—Oxfordএ 1st Class Classics Degree পেয়েছিলেন। অধ্যাপক ঘোষ Latin ও Greekএর চর্চা করতেন। সেই সূত্রে Cookএর কাছে তাঁ'র যাতায়াত ছিলো। হরিনাথ দে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি Latin verseএ অনুবাদ করেছিলেন। সেই অনুবাদটি নিয়ে অধ্যাপক ঘোষ একদিন Cook সাহেবকে দেখালেন। Cook সেটি পড়ে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন: "তুমি বলতে চাও এটা একজন Indianএর লেখা?" অধ্যাপক ঘোষ বললেন "হ্যাঁ।" Cook সাহেব উত্তর দিলেন: "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।"

(চ)

১৯০১এ বিলেত থেকে I. E. S. হয়ে ফিরে হরিনাথ দে Dacca College-এ posted হন (Professor of English & History)। ঐ কলেজে ১৯০৪ পর্যন্ত ছিলেন। ১৯০৩এ ঐ কলেজের Principal হয়ে আসেন Dr. P. K. Ray। সেই সময়ে সেখানে Philosophy Staffএ Ethics পড়াবার লোকের অভাব হয়। Dr. P. K. Ray স্বয়ং Philosophyর লোক। তিনি হরিনাথ দে'কে ডাকিয়ে বললেন Ethics পড়াতে। হরিনাথ দে প্রবল আপত্তি জানালেন।

Philosophy তাঁ'র subject নয়, তিনি Ethics পড়াবেন কি করে? ডঃ রায় বললেন তিনি তো Cambridgeএ Classical Philosophy পড়েছেন—অতএব Ethics তিনি পড়াতে পারবেন না কেন? (Oxford ও Cambridgeএ Classicsএর Degree Courseএ শুধু Classical Literature নয়, Classical History ও Classical Philosophyও পড়তে হয়।) এই বলে তিনি একরকম জোর করেই হরিনাথ দে'কে Ethics ক্লাসে পাঠিয়ে দিলেন। হরিনাথ দে তাঁর প্রথম Ethics ক্লাসে Ethics সম্বন্ধে প্রথম যে কথাটি বললেন সেটি এই—ethical conceptসমূহ absolute কিছু নয়, relatioe। কোনো এক জাতি, সমাজ বা সম্প্রদায় যে জিনিসটাকে ভালো মনে করছে বা করেছে অন্য এক জাতি, সমাজ বা সম্প্রদায় সেই জিনিসটাকেই মন্দ মনে করছে বা করেছে। এই বলে তাঁ'র উক্তির সমর্থনে প্রাচ্য প্রতীচ্য বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি ও বিভিন্ন জাতির ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিতে লাগলেন। এই ভাবে সারা hourটা কেটে গেলো। খবরটা যখন ডঃ রায়ের কানে পৌছলো, তিনি হরিনাথ দে'কে ডাকিয়ে বললেন: "হরিনাথ, তোমাকে আর Ethics ক্লাস নিতে হবে না।"

(ছ)

আপনি আপনার নিবন্ধের ৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে হরিনাথ দে অমৃতলাল বসুর "বাবু" নাটকটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন। এই নাটকে তড়িৎকুমার বা ঐ জাতীয় নামের কোনো চরিত্র আছে কি? প্রশ্নটি করছি এই কারণে। একদিন অপরাহ্নে অধ্যাপক ঘোষ হরিনাথ দে'র বাড়ীতে গিয়ে দেখেন তিনি অবিরাম দ্রুতগতিতে কি একটা লিখে যাচ্ছেন। অধ্যাপক ঘোষকে দেখে তিনি বললেন যে শহরে দু'জন ইউরোপীয় পণ্ডিতের আগমন ঘটেছে; তিনি তাঁ'দের শহর দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন; এ দেশের অভিনয় দেখতে তাঁ'রা বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করায় ব্যবস্থা হয়েছে যে সেইদিন সন্ধ্যায় তাঁ'দের নিয়ে তিনি স্টার্ থিয়েটারে যাবেন। সেদিন স্টারে অমৃতলাল বসুর একটি নাটক মঞ্চস্থ হবার কথা। আগন্তুকদ্বয়ের (উভয়ের নাম অধ্যাপক ঘোষ আমাকে বলেছিলেন—আমার ক্ষীয়মান স্মৃতিশক্তি নাম দু'টি কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না) সুবিধার জন্য হরিনাথ দে সেদিন বসেছেন সমগ্র নাটকটি (নাটকের নামও অধ্যাপক ঘোষ বলেছিলেন: ভুলে গেছি) ইংরাজিতে অনুবাদ করতে।

অধ্যাপক ঘোষ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন হরিনাথ দে যে অনুবাদ করে চলেছেন এক সেকেণ্ডের জন্যেও তাঁ'কে কোথাও থামতে হচ্ছে না। অনুবাদটি অধ্যাপক ঘোষ মূলের সঙ্গে তুলনা করে পড়েছিলেন: অতি চমৎকার অনুবাদ। চরিত্রের নামগুলির যে রূপান্তর হরিনাথ দে করেছিলেন—শুধু সেইগুলিই পড়বার মতো। যেমন, তড়িৎকুমার (?): হরিনাথ দে'র ইংরাজি রূপান্তর—Electrophil.

আচার্যশ্রেষ্ঠ হরিনাথ দে যদি normal span of life পেতেন তা'হলে আমরা যে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছি (১৯২৫-৩১) তখন আমার অধ্যাপকের মাধ্যমে তাঁ'র পরিচয় লাভের সুযোগ নিশ্চয়ই ঘটতো। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার হলো না। হয়তো সেই অসামান্য সৌভাগ্যের অধিকারী আমি নই। এখন আমি জীবনের শেষ অধ্যায়ে উপনীত এবং এমন এক যুগ ও পরিবেশের মধ্যে আমরা এসে পড়েছি যেখানে প্রকৃত সারস্বত-সাধনার স্থান ক্রমশঃই সঙ্কুচিত। আপনাকে অশেষ সাধুবাদ যে এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দীর্ঘ আট বৎসরের সাধনায় আপনি এক ক্ষণজন্মা প্রতিভাধরের প্রামাণ্য জীবন-কাহিনী লিখলেন। বইটির বহুল প্রচার ও আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল একান্ত কাম্য।…

নমস্কারান্তে—

শ্রীতারকনাথ সেন

জীবনীপঞ্জী

জন্ম : ১২ অগস্ট ১৮৭৭। চব্বিশ পরগনা জেলার আড়িয়াদহ গ্রাম।

শিক্ষা : রায়পুরের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (মিড্‌ল্‌ স্কুল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ, ১৮৯০); সেণ্ট্‌ জেভিয়ার্স স্কুল, কলকাতা (এন্‌ট্রান্স, প্রথম বিভাগ, ১৮৯২); সেণ্ট্‌ জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা (এফ্‌. এ., প্রথম বিভাগ, ডাফ্‌ স্কলারশিপ, ১৮৯৪); প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা (বি.এ., লাটিন ও ইংরেজী অনার্সে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও চতুর্থ, ১৮৯৬); প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাটিনে এম্‌. এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, ১৮৯৬); কেম্‌ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ, ১৮৯৭-১৯০১ ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকে এম্‌. এ. (১৫ নভেম্বর ১৮৯৭, প্রথম শ্রেণী); পারির সর্‌বন্‌ (সুবিখ্যাত আসীরীয় পণ্ডিত ঝোআশ্যাঁ মেনাঁর সাহচর্যে শিক্ষালাভ), ১৮৯৭ ; কেম্‌ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ, লাটিন ও গ্রীকে কবিতা রচনার জন্যে পুরস্কার, ১৮৯৮ ; ভারত সরকারের স্টেট স্কলারশিপ লাভ, ১৮৯৮ ; আরবী ভাষায় নৈপুণ্যের জন্যে মিশরে কিছুকাল, ১৮৯৮ ; মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় (সংস্কৃত, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং আধুনিক ভাষাশিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠগ্রহণ), ১৮৯৮ ; ক্রাইস্ট কলেজ, কেম্‌ব্রিজ, সিনিয়র ক্লাসিক্যাল স্কলার নির্বাচিত, ১৮৯৯ ; ক্লাসিক্যাল ট্রাইপস্‌, প্রথম ভাগ (প্রথম শ্রেণী, ১৯০০); মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষায় ট্রাইপস্‌ (দ্বিতীয় শ্রেণী, ১৯০১); প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিতে এম্‌. এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, ১৯০৬); নন্‌-কলিজিয়েট ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের 'এ' ও 'ই' গ্রুপে এম্‌. এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, ১৯০৮)।

বিবাহ : ১৮৯৫। গরাণহাটার বসু পরিবার। (একটি পুত্র ও দুই কন্যার কেউই এখন জীবিত নেই।)

কর্ম : ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের চাকরিতে নিযুক্ত, ১৯০১ ; ঢাকা কলেজ, ঢাকা (১৯০১—১৯০৫) ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ; প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা (১৯০৫—১৯০৬) ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত, ১৯০৫ ; তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উপাধ্যায়, ১৯০৭ ; এন্‌ট্রান্স থেকে এম্‌. এ. পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষায় (লাটিন, গ্রীক, ইংরেজী, ফরাসীস,

সংস্কৃত, পালি, আরবী, পারসীক, প্রভৃতি ভাষার) প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক; হুগলি কলেজ, হুগলি (১৯০৬—১৯০৭) অধ্যক্ষ; ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলকাতা (১৯০৭—১৯১১) গ্রন্থাগারিক; ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি তথা ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের চাকরি থেকে নিলম্বন (১৭ মার্চ ১৯১১)।

দ্বিতীয়বার য়ুরোপযাত্রা: ১৯০৬। রিখার্ট ফন্‌ পিশেল্‌, টি. ডব্লিউ. রীস্‌ ডেভিডজ্‌ প্রমুখ প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা।

মৃত্যু: ৩০ অগস্ট ১৯১১।